NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

২ বেসরকারি হাসপাতালের বিলে লাগাম টানতে কড়া রাজ্য সরকার

সুদীপ্ত সেনের চিকিৎসার নির্দেশ আদালতের ২

কলকাতা ১৮ জুন ২০২৫ ৩ আষাঢ় ১৪৩২ বুধবার উনবিংশ বর্ষ ৯ সংখ্যা ১০ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 18.06.2025, Vol.19, Issue No. 9, 10 Pages, Price 3.00

কলেজে ভর্তিতে অবশেষে জটমুক্তি

নিজস্ব প্রতিবেদন: দীর্ঘ অপেক্ষার সমাপ্তি। নানা টালবাহানায় উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার ফল প্রকাশের পরেও আটকে ছিল কলেজে ভর্তির প্রক্রিয়া। অবশেষে কাটল জট। মূলত এর পিছনে কাজ করছিল ওবিসি সংরক্ষণ ইস্যু। সেই জট কাটিয়ে মঙ্গলবার খুলে গেল কলেজে ভর্তির পোর্টাল। ফলে বুধবার থেকেই আবেদন করতে পারবেন পড়ুয়ারা।

মঙ্গলবার এক সাংবাদিক বৈঠকে শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু জানান, বুধবার সকাল ১০টা থেকে শুরু হবে আবেদনের প্রক্রিয়া। মোট ১৭টি সরকার-পোষিত অনুমোদনকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ৪৬০টি সরকারি এবং সরকার-পোষিত কলেজে এই পোর্টালের মাধ্যমে ভর্তির আবেদন করা যাবে। আর এই আবেদন প্রক্রিয়ার পিছনে খরচ করতে হবে না একটি পয়সাও। সম্পূর্ণটাই হবে বিনামূল্যে, এমনটাও জানান শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য।

চলতি শিক্ষাবর্ষে অভিন্ন ভর্তির পোর্টালে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) ভিত্তিক নতুন সহায়তা ব্যবস্থা থাকছে বলে জানান ব্রাত্য। নাম দেওয়া হয়েছে 'বীণা'। শিক্ষার্থীদের যে কোনও প্রশ্নের উত্তর দেবে এই এআই বট। শুধু তা-ই নয়, আগের বছরের মতো হেল্পলাইন নম্বরও চালু থাকবে।

তবে এই পোর্টালে আবেদন করতে হবে বেশ কিছু নিয়ম মেনে। যেমন, প্রথমেই এই পোর্টালে পড়ুয়াকে রেজিস্ট্রেশন করতে হবে নিজস্ব তথ্য দিয়ে। এরপরই আবেদনকারী পাবেন একটি ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ড। যা দিয়ে লগ ইন করতে হবে পোর্টালে। এই প্রসঙ্গে বলে রাখা শ্রেয়, একজন পড়ুয়া সর্বোচ্চ ২৫টি আবেদন করতে পারবে। সেখানে তিনি তার পছন্দের ক্রমও উল্লেখ করতে পারবেন। শুধু তাই নয়,আবেদন করার শেষ সময়সীমা পর্যন্ত পড়ুয়া তার পছন্দের কলেজের তালিকা এবং বিষয় পাল্টাতে পারবেন।

এই আবেদনের যে সময়সীমা রাখা হয়েছে তা শেষ হওয়ার পরই সিস্টেম জেনারেটেড মেধা তালিকা প্রকাশিত হবে। এরপর পড়ুয়ারা তাদের মেধা এবং পছন্দের ভিত্তিতে সর্বোচ্চ যে বিষয়টি পাবে তাতে অনলাইনে এই পোর্টালের মাধ্যমে টাকা জমা দিয়ে ভর্তি হতে পারবে।

পাশ বিল

■ বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসার খরচে স্বচ্ছতা আনতে চেয়ে পুরনো আইন সংশোধন করে বিল এনেছে রাজ্য সরকার। সেই 'ক্লিনিক্যাল এস্টাব্লিশমেন্ট (সংশোধনী) বিল' মঙ্গলবার বিধানসভায় পাশ হয়েছে। ধোপে টিকল না বিজেপি বিধায়কদের বিরোধিতা। এমনকি, বিজেপি-র প্রস্তাবিত সংশোধনীও যোগ হল না। বেসরকারি হাসপাতালের 'অতিরিক্ত' বিলে লাগাম টানতে কেন এই সংশোধনী বিল দরকার, এদিন বিধানসভায় তুলে ধরেন স্বাস্থ্য দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য। অন্যদিকে, এই সংশোধনী বিল নিয়ে শাসকদল তৃণমূলকে তীব্র আক্রমণ করলেন বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী।

আত্মহত্যা!

■ শহরে ফের আত্মহত্যা। কসবায় ফ্ল্যাট থেকে উদ্ধার মা-বাবা ও সন্তানের ঝুলন্ত দেহ। খুন না কি আত্মহত্যা তা নিয়ে ধোঁয়াশা তৈরি হয়েছে। তদন্ত শুরু করেছে কসবা থানার পুলিশ। প্রাথমিক অনুমান, আত্মহত্যা। মঙ্গলবার দীর্ঘ সময় ওই ফ্ল্যাট থেকে কোনও শব্দ পাননি প্রতিবেশীরা। দরজা ভিতর থেকে বন্ধ ছিল। ডাকাডাকি করে কোনও শব্দ না পেয়ে প্রতিবেশীরা খবর দেন আত্মীয়দের। ডাকা হয় কসবা থানার পুলিশকে। কসবা থানার আধিকারিকরা ঘটনাস্থলে গিয়ে দরজা ভেঙে ফ্ল্যাটে প্রবেশ করেন।

হাইকোর্টে ফের ধাক্কা রাজ্যের

নয়া ওবিসি বিজ্ঞপ্তিতেও স্থগিতাদেশ

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যের নতুন ওবিসি বিজ্ঞপ্তির উপর স্থগিতাদেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট। আগামী ৩১ জুলাই পর্যন্ত অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশ বহাল থাকবে। ১৪০টি জনজাতিকে নিয়ে ওবিসি সংরক্ষণের নতুন তালিকা দিয়েছিল রাজ্য সরকার। তার উপর অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশ দিলেন বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তী এবং বিচারপতি রাজশেখর মান্থার ডিভিশন বেঞ্চ। এর ফলে ফের প্রশ্নের মুখে পড়ল কলেজে ভর্তির প্রক্রিয়া।

রাজ্য সরকারের নতুন ওবিসি তালিকায় ৭৬টি মুসলিম শ্রেণিকে অন্তর্ভুক্ত করার সিদ্ধান্তে অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশ জারি করল কলকাতা হাইকোর্ট। বিচারপতি তপব্রত চক্রবর্তী ও বিচারপতি রাজাশেখর মান্থার ডিভিশন বেঞ্চ জানিয়েছে, আগামী ৩১ জুলাই পর্যন্ত রাজ্য সরকারের জারি করা বিজ্ঞপ্তি কার্যকর থাকবে না। এই সংক্রান্ত মামলার পরবর্তী শুনানি হবে ২৪ জুলাই। আদালতের পর্যবেক্ষণ; রাজ্য সরকার ২০১২ সালের আইন আংশিকভাবে প্রয়োগ করে আবার ১৯৯৩ সালের আইনে ফিরে গিয়েছে। একাধিক বিজ্ঞপ্তি আদালতের নির্দেশ অমান্য করে প্রকাশিত হয়েছে বলেও মন্তব্য আদালতের।

এদিনের শুনানিতে বিচারপতি রাজাশেখর মান্থার মন্তব্য, 'এখনও পর্যন্ত রাজ্যের তরফে বিভিন্ন বিষয়ে যে চার-পাঁচটি বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে তার মাধ্যমে সরাসরি আদালতের নির্দেশ অমান্য করা হয়েছে। আমরা আগেও বলেছি যে ওবিসি শ্রেণিভুক্ত ৬৬ টি সম্প্রদায়কে নিয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করুন।' রাজ্যকে উদ্দেশ করে বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তীর মন্তব্য, 'আপনারাও (রাজ্য) বলেছেন যে আপনারা সুপ্রিম কোর্টের রায়ের অপেক্ষা করছেন। আমরাও বলেছি যে ঠিক আছে তাহলে সেই অবধি কোনও পদক্ষেপ করবেন না।'

এরপরই রাজ্যকে ভর্ৎসনা করে বিচারপতি রাজাশেখর মান্থার প্রশ্ন, 'আপনারা ২০১২ সালের ওবিসি আইন অনুযায়ী অর্ধেক কাজ করেছেন। তারপর আবার ১৯৯৩ সালের আইনে ফেরত গিয়েছেন। এটা কেন? আপনারা কেন ২০১২ সালের আইনে সংশোধনী আনলেন না?' অবশেষে বিচারপতিদের প্রশ্নের মুখে খারিজ হয়ে যায় রাজ্যের আবেদন।

এই রায় নিয়ে মুখ খুলেছেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তাঁর কথায়, 'আমি কলকাতা হাইকোর্টকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। ধর্মীয় তোষণ ও রাজনৈতিক ফায়দা লোটার চেষ্টা করে যে সরকার সংবিধান লঙ্ঘন করেছে, তার বিরুদ্ধে আজ ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত হল।' শুভেন্দুর দাবি, তৃণমূল সরকারের ওবিসি নীতিতে স্পষ্ট পক্ষপাতিত্ব রয়েছে। তিনি বলেন, '২০১০ সালের আগে ওবিসি শ্রেণির মধ্যে মাত্র ২০ শতাংশ মুসলিম শ্রেণি ছিল। কিন্তু তৃণমূল সরকারের আমলে সেই সংখ্যা প্রায় ৯০ শতাংশে পৌঁছেছে। বহু প্রকৃত অনগ্রসর হিন্দু ও অন্যান্য সম্প্রদায় সংরক্ষণের অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়েছেন।' তাঁর মন্তব্য, 'এই রায় প্রমাণ করে দিল, সংরক্ষণ ব্যবস্থা ধর্মের ভিত্তিতে নয়, আর্থ-সামাজিকভাবে পিছিয়ে পড়া শ্রেণির ভিত্তিতে হওয়া উচিত। কিন্তু তৃণমূল সরকার এটিকে ভোটব্যাঙ্ক তৈরির অস্ত্র বানিয়ে ফেলেছিল। আদালত সেই অপচেষ্টায় লাগাম টানল।' তিনি আরও বলেন, 'এই রায় শুধু একটি মামলার রায় নয়, এটা সংবিধান, সামাজিক ন্যায় ও আইনত শাসনের এক জয়গাথা।'

মঙ্গলবার খিদিরপুরে আগুনে ভস্মীভূত বাজার পরিদর্শনের পর ক্ষতিগ্রস্তদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী, ব্যারাকপুরের প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং-সহ অন্যান্য বিজেপি নেতৃত্ব। সমস্ত রকম ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীদের পাশে থাকার আশ্বাস দিলেন তাঁরা।

ক্ষতিগ্রস্তদের পাশে শুভেন্দু, নিশানা মুখ্যমন্ত্রীকে

নিজস্ব প্রতিবেদন: মঙ্গলবার ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্ত খিদিরপুরের বাজার এলাকা পরিদর্শনে যান রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী এবং বিজেপির ব্যারাকপুর লোকসভার প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং। সেখানে তাঁরা ভস্মীভূত দোকানগুলির সামনে দাঁড়িয়ে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীদের সঙ্গে কথা বলেন এবং পাশে থাকার আশ্বাস দেন। আর সেই জায়গা থেকেই তীব্র আক্রমণ শানান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে।

শুভেন্দু বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রী সবার মুখ্যমন্ত্রী হতে পারেননি। তৃণমূল বলেছিল তিনি বাংলার মেয়ে। তাহলে কেন তাঁকে এক হাজার পুলিশ নিয়ে এসে, দড়ি দিয়ে ঘেরা জায়গায় বক্তব্য রাখতে হয়েছে? সাধারণ মানুষকে ধমকাতে হয়েছে? মুখ্যমন্ত্রী তো সকলের; কেন ধমকাবেন? আমি তো বিরোধী দলনেতা হয়ে এসেছি, আমাকে তো কেউ ধমকায়নি, বা বেড়া দিতে হয়নি। এখানে হিন্দু, মুসলমান, বিজেপি, সিপিএম, তৃণমূল; সবাই আছেন। কেউ তো বলেনি আপনি রাজনীতি করতে এসেছেন!'

তিনি বলেন, 'মানুষ মুখ্যমন্ত্রীর উপর আস্থা হারিয়ে ফেলেছে। উনি ববি হাকিম, কালিম গ্রুপ, রিলায়েন্স, সুজিত বসুর মুখ্যমন্ত্রী, কিন্তু খিদিরপুরের গরিব ব্যবসায়ীদের মুখ্যমন্ত্রী হতে পারেননি।' নিজের ভূমিকা স্মরণ করিয়ে শুভেন্দু বলেন, 'আমি জমি রক্ষার আন্দোলনে ডক্টরেট। আপনি সিঙ্গুরে বসেছিলেন, বুদ্ধবাবু আপনাকে চুলের মুঠি ধরে দ্বিতীয় হুগলী সেতু থেকে নামিয়ে দিয়েছিলেন। আর আমি নন্দীগ্রামে লড়াই করেছিলাম, সিপিএমকে হার স্বীকার করতে হয়েছিল। সেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আমাকে হারাতে চেয়েছিলেন, আমি আপনাকে হারিয়ে ভবানীপুরে পাঠিয়ে দিয়েছি।'

তিনি বলেন, 'খিদিরপুরের ক্ষতিগ্রস্তদের আন্দোলনে বিজেপির পতাকা থাকবে না;আমরা সকলে মিলে আপনাদের পাশে আছি, থাকব। আপনাদের লড়াই, ধর্না, আন্দোলনে বিজেপি থাকবে।' দমকল ও প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে শুভেন্দুর অভিযোগ, 'রাত্রি ১টায় আগুন লেগেছে, আর দমকল এসেছে সকাল ৪টের সময়। এসেই মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আপনাদের জন্য জায়গা ঠিক করাই আছে। মানে কি? আগে থেকেই পরিকল্পনা ছিল? এখন আবার দমকল আর প্রশাসন বলছে, বাড়িগুলো ভেঙে দিতে হবে। আমরা ভাঙতে দেব না।'

তিনি আরও বলেন, 'এই মুখ্যমন্ত্রী আলিপুর সেন্ট্রাল জেল, চিড়িয়াখানা বেচে দিয়েছেন। বাকি আছে আপনাদের এই এলাকা। তৃণমূল এখন টাকা মারা কোম্পানি। মুখ্যমন্ত্রী বলছেন, আগুনে ক্ষতিগ্রস্তদের এক লাখ টাকা দিলাম, চলে যাও। আমরা বলছি, তোমাকে এক লাখ টাকা দিচ্ছি, তুমি বাংলা ছেড়ে যাও।'

সবশেষে শুভেন্দু বলেন, 'একটা অশুভ আঁতাত চলছে কলকাতায়; ভালো ভালো জায়গায় আগুন লাগিয়ে দাও, তারপর সেই জায়গা বেচে দাও বেসরকারি কোম্পানির হাতে। আমি আর অর্জুন সিং না থাকলে দিদি থেকে দিদিমা, মুখ্যমন্ত্রী হতেন না।'

'বিপদের মূলে তৃণমূল'

■ **খিদিরপুরের ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীদের পাশে দাঁড়িয়ে বিস্ফোরক অভিযোগ করলেন ব্যারাকপুরের প্রাক্তন বিজেপি সাংসদ অর্জুন সিং। বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে মঙ্গলবার ঘটনাস্থলে এসে স্থানীয় ব্যবসায়ীদের সঙ্গে কথা বলেন তিনি। তৃণমূলের শীর্ষ নেতৃত্বের দিকে সরাসরি আঙুল তুলে তিনি বলেন,'আপনাদের এই বিপদের আসল মূলে রয়েছেন ববি হাকিম, সুজিত বসু আর দিদি। এই পুরো ষড়যন্ত্র তাঁদেরই অনুপ্রেরণায় হয়েছে।' ক্ষোভ উগরে দিয়ে তিনি আরও বলেন, 'এই সরকারকে বিশ্বাস নেই। আপনারা কোটি কোটি টাকার ক্ষতি সহ্য করলেন, আর সরকার আপনাদের দিল মাত্র এক লক্ষ টাকা অনুদান।'**

-বিস্তারিত শহরের পাতায়

(ওপরে) স্বজনহারার শোকে কাঁদছে শৈশব। মঙ্গলবার গাজায়। (নীচে) কিভের ধ্বংসস্তূপে সব হারানোর বিলাপ।

নাগিনীরা চারি দিকে ফেলিতেছে বিষাক্ত নিশ্বাস...

'সাদ্দামের পরিণতি ইরান যেন মনে রাখে'

তেহরান, ১৭ জুন: ইরানের সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতা আয়াতোল্লা আলি খামেনেইয়ের পরিণতি হবে পড়শি দেশ ইরাকের ক্ষমতাচ্যুত একনায়ক সাদ্দাম হুসেনের মতো। মঙ্গলবার এই হুঁশিয়ারি দিয়েছেন ইজরায়েলের প্রতিরক্ষামন্ত্রী ইজরায়েল কাট্‌জ। সাদ্দামের ফাঁসির প্রসঙ্গ তুলে সংবাদ সংস্থা রয়টার্সকে তিনি বলেন, 'প্রতিবেশী দেশের স্বৈরাচারী শাসকের কী চরম পরিণতি হয়েছিল, ইরান যেন তা মনে রাখে।'

এদিকে, রাতের অন্ধকারে ইজরায়েলের হামলায় নিহত হয়েছেন ইরানের নবনিযুক্ত সেনাপ্রধান আলি শাদমানি। মঙ্গলবার সকালে এমনটাই দাবি করেছে ইজরায়েলের প্রতিরক্ষা বাহিনী (আইডিএফ)। মাত্র তিন দিন আগেই শাদমানিকে এই পদে নিযুক্ত করেছিলেন ইরানের সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতা আয়াতোল্লা আলি খামেনেই। ইজরায়েলের দাবি, সোমবার রাতে তেহরানে ইজরায়েলি বায়ু সেনার হামলায় শাদমানির মৃত্যু হয়েছে।

অন্যদিকে, মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প সবাইকে তেহরান ছাড়তে বলার পরেই পর পর বিস্ফোরণের শব্দে কেঁপে ওঠে ইরানের রাজধানী শহর। ইরানের সংবাদমাধ্যমগুলির প্রতিবেদন অনুসারে, সোমবার রাত থেকে উত্তর-পূর্ব তেহরানের তিন জায়গায়

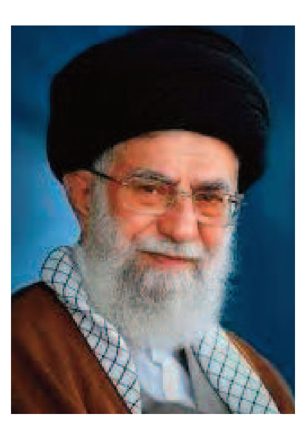

ক্ষেপণাস্ত্র হানা চালিয়েছে ইজরায়েল। অন্য দিকে, কানাডায় জি৭ শীর্ষ বৈঠক থেকে ইরানকে সংঘাতে না-জড়ানোর বার্তা দিয়েছে তিন দেশ। প্রত্যুত্তরে ইরান জানিয়েছে, আপাতত তারা ইজরায়েলের মোকাবিলাই করতে চায়।

ইজরায়েলি সেনার গোয়েন্দা সূত্রের দাবি, সোমবার রাতের হামলায় শাদমানির মৃত্যু হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। ইজরায়েলি সেনার বিবৃতিতে বলা হয়েছে, 'সোমবার গভীর রাতে তেহরানে ইরানের সেনার সদর দপ্তরে হামলা চালিয়েছিল ইজরায়েলি বায়ুসেনা। তাতেই মৃত্যু হয়েছে ইরানের নবনিযুক্ত 'যুদ্ধকালীন সেনাপ্রধান'

■ এরপর ২-এর পাতায়

ইউক্রেনে রাতভর রাশিয়ার হানাদারি

কিভ, ১৭ জুন: কিভ-সহ ইউক্রেনের বিভিন্ন শহরে সোমবার রাত থেকে হামলা চালিয়েছে রুশ বাহিনী। একের পর বোমারু ড্রোন এবং ক্ষেপণাস্ত্র আছড়ে পড়েছে ইউক্রেনে। কিভের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী (ইন্টিরিয়র মিনিস্টার) ইহর ক্লাইমেঙ্কো জানিয়েছেন, সোমবার রাত থেকে মঙ্গলবার সকালের মধ্যে মোট ৪৪০টি ড্রোন এবং ৩২টি ক্ষেপণাস্ত্র হামলা হয়েছে তাদের উপর। অন্য দিকে রুশ প্রতিরক্ষা মন্ত্রক জানিয়েছে, সোমবার রাতে রাশিয়ার আকাশ প্রতিরক্ষা বিভাগ ১৪৭টি ইউক্রেনীয় ড্রোন হানা প্রতিহত করেছে এবং সেগুলিকে ধ্বংস করেছে।

গত তিন বছর ধরে চলা রুশ-ইউক্রেন যুদ্ধে এক রাতের মধ্যে এটি অন্যতম বড় হামলা বলে দাবি করা হচ্ছে। রাশিয়ার ধারাবাহিক আক্রমণে শুধু কিভেই অন্তত ১৫ জনের মৃত্যু হয়েছে বলে খবর। জখম হয়েছেন আরও অনেকে। প্রত্যাঘাতও করেছে কিভ। ইউক্রেনের পাঠানো শতাধিক ড্রোন

■ এরপর ২-এর পাতায়

খাবারের লাইনেও ইজরায়েলি বোমা

গাজা সিটি, ১৭ জুন: গাজায় খাবারের লাইনে দাঁড়ানো অভুক্ত মানুষদের উপর বোমাবর্ষণ করল ইজরায়েল। মঙ্গলবারের এই ইজরায়েলি হানায় ৩৮ জনের নির্মম মৃত্যু হয়েছে। মঙ্গলবার ভোর থেকে বিকেল পর্যন্ত গাজা ভূখণ্ডে মোট ৫৬ জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গিয়েছে। 'আল জাজিরা' গাজার স্বাস্থ্য প্রশাসনকে উদ্ধৃত করে জানিয়েছে, ভূখণ্ডটির দক্ষিণে রাফাহ শহরের কাছে খাবারের লাইনে দাঁড়িয়েছিলেন অভুক্ত মানুষজন। সেই সময়েই আকাশপথে হানা দেয় ইজরায়েলি সেনা।

বিশ্বের চাপের মুখে পড়ে গাজায় ত্রাণ পাঠানোর অনুমতি দিয়েছেন ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু। সেইমতো সেখানে বিভিন্ন দেশ থেকে পাঠানো হচ্ছে ত্রাণ সামগ্রী। তবে দুর্ভিক্ষপীড়িত গাজায় ত্রাণ পাঠাতে গিয়ে রীতিমতো সমস্যার মুখে পড়তে হচ্ছে সাহায্যকারী সংগঠনগুলিকে। বুভুক্ষের দলের ভিড়ে তৈরি হয়েছে ট্রাক লুটের মতো পরিস্থিতি। এহেন অবস্থায় খাবার নিতে আসা মানুষের ভিড়ে এলোপাথাড়ি গুলি চালানোর অভিযোগ উঠেছে ইজরায়েলের সেনার বিরুদ্ধে। এবার কামান দেগে নিরীহ মানুষদের হত্যারও অভিযোগ উঠল তাদের বিরুদ্ধে।

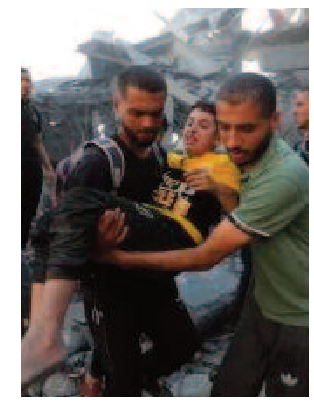

প্রত্যক্ষদর্শীরা বলছেন, ইজরায়েলের ট্যাঙ্ক খাবারের ট্রাকের জন্য দাঁড়িয়ে থাকা ভিড়ে দু'টি গোলা ছোড়ে। স্থানীয় নাসির হাসপাতালের ওয়ার্ডে আহতদের ভিড়ের কথাও জানিয়েছেন তাঁরা। আড়াই মাস ধরে গাজা অবরুদ্ধ করে অভিযান চালাচ্ছিল ইহুদি সেনা।

ইতিমধ্যেই একটি বিবৃতি দিয়ে 'নিরীহ মানুষদের উপর এই হামলার' নিন্দা করেছেন রাষ্ট্রসংঘের মানবাধিকার শাখার প্রধান ভোলকার তুর্ক। এই ঘটনাকে 'ভয়াবহ' বলে অভিহিত করেছেন তিনি। গাজায় ২০ মাসেরও বেশি সময় ধরে চলা ইজরায়েল-হামাস সংঘাতে এখনও পর্যন্ত ৫৫,৩৬২ জনের মৃত্যু হয়েছে বলে জানিয়েছে সেখানকার স্বাস্থ্য দপ্তর। আহত বহু।

বেসরকারি হাসপাতালের বিলে লাগাম টানতে কড়া রাজ্য সরকার

নিজস্ব প্রতিবেদন: ২ লিটার জল খেয়ে ২০ লিটার দেখিয়ে, ৫টা ওষুধে ৫ লক্ষ টাকার বিল, এটা আর চলবে না। কড়া বার্তা দিলেন স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য। মঙ্গলবার বিধানসভায় বেসরকারি হাসপাতালের বেহিসেবি বিল নিয়ন্ত্রণে পেশ করলেন 'দ্য ওয়েস্ট বেঙ্গল ক্লিনিক্যাল এস্টাবলিশমেন্টস রেজিস্ট্রেশন, রেগুলেশন অ্যান্ড ট্রান্সপারেন্সি অ্যামেন্ডমেন্ট বিল ২০২৫'। আলোচনার শেষে বিলটি পাশ হয়ে যায়। চন্দ্রিমা বলেন, 'এই ধরনের জনমুখী বিল সারা ভারতবর্ষে কোথাও নেই। রাজ্য সরকার চায়, সরকারি ও বেসরকারি ক্ষেত্র হাতে হাত ধরে পরিষেবা দিক।

কিন্তু বেসরকারি হাসপাতালের বিল নিয়ে বহু মানুষ সমস্যায় পড়েন। সেই সমস্যা থেকে মুক্তি দিতেই এই সংশোধন। রোগীর অধিকার থাকবে তাঁর চিকিৎসা সংক্রান্ত খরচ জানার।' উদাহরণ দিয়ে তিনি বলেন, 'এক রোগী একদিনে ২ লিটার জল খেলেও বিল করা হয় ২০ লিটার, এটা আর হবে না।' বিলে বলা হয়েছে, প্রতিটি বেসরকারি হাসপাতাল ও নার্সিং হোমকে চিকিৎসা সংক্রান্ত খরচের তালিকা প্রকাশ্যে রাখতে হবে। প্রতিদিনের চিকিৎসা খরচের আপডেট দিতে হবে। যাবতীয় রেকর্ড রোগীকে দিতে হবে এবং তা সংরক্ষণ করতেও হবে। সরকারি গাইডলাইন ছাড়িয়ে অতিরিক্ত খরচ নেওয়া যাবে না। মন্ত্রী জানান, 'রেগুলেটরি কমিশনের নজরদারিতে এই বিল বাস্তবায়িত হবে। কমিশনের নেতৃত্বে রয়েছেন জাস্টিস অসীম বন্দ্যোপাধ্যায়। ডিজিটাল প্রেসক্রিপশন চালুর জন্য রাজ্য সরকার নিজস্ব সফটওয়্যার তৈরি করবে। বিলে ১৬টি সংশোধনী যুক্ত হয়েছে। লাইসেন্স নবীকরণের সময়সীমা রাখা হয়েছে ৯০ দিন।' তবে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী বিলের তড়িঘড়ি পেশ নিয়ে আপত্তি তোলেন। তাঁর বক্তব্য, বিলটি হেল্‌থ স্ট্যান্ডিং কমিটিতে পাঠানো উচিত ছিল। তিনি বলেন, '২৪ ঘণ্টার মধ্যে বাজেট দিলে চিকিৎসা শুরু করতেই সমস্যা হবে। ছোট নার্সিং হোমগুলির পক্ষে ই-প্রেসক্রিপশন চালু করা কঠিন। রোগীর তথ্য ওয়েবে দিলে গোপনীয়তা নষ্ট হবে।' পাশাপাশি আরজি করের ঘটনার পুনরাবৃত্তি এড়াতে মহিলা রোগী ও চিকিৎসকদের সুরক্ষা সংক্রান্ত ধারা সংযোজনের দাবি তোলেন তিনি।

'পাগড়ির প্রতি অগাধ শ্রদ্ধা'
শিখদের কাছে 'দুঃখপ্রকাশ' সুকান্তর

নিজস্ব প্রতিবেদন: 'শিখ সম্প্রদায়ের ধর্মীয় বিশ্বাস ও পবিত্র পাগড়ির মর্যাদার প্রতি আমি এবং বিজেপির প্রতিটি কর্মী সর্বোচ্চ শ্রদ্ধাশীল'। ১২ জুনের ঘটনার জন্য এমনটাই জানিয়ে আন্তরিক দুঃখ প্রকাশ করলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। উল্লেখ্য, গত ১২ জুন কলকাতার কালীঘাটে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাসভবনের সামনে এক শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভে অংশ নেন সুকান্ত মজুমদার-সহ বিজেপির রাজ্য নেতৃত্ব ও বহু কর্মী। তাঁর অভিযোগ, সেই কর্মসূচি থেকে তাঁদের বলপূর্বক আটক করে প্রিজন ভ্যানে তোলা হয়। সেই উত্তেজনাকর পরিস্থিতিতে, পুলিশের

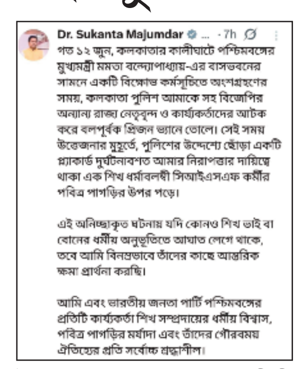
Dr. Sukanta Majumdar · 7h
গত ১২ জুন, কলকাতার কালীঘাটে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়-এর বাসভবনের সামনে একটি বিক্ষোভ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণের সময়, কলকাতা পুলিশ আমাকে সহ বিজেপির অন্যান্য রাজ্য নেতৃবৃন্দ ও কার্যকর্তাদের আটক করে বলপূর্বক প্রিজন ভ্যানে তোলে। সেই সময় উত্তেজনার মুহূর্তে, পুলিশের উদ্দেশ্যে ছোঁড়া একটি প্ল্যাকার্ড দুর্ঘটনাবশত আমার নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা এক শিখ ধর্মাবলম্বী সিআইএসএফ কর্মীর পবিত্র পাগড়ির উপর পড়ে।

এই অনিচ্ছাকৃত ঘটনায় যদি কোনও শিখ ভাই বা বোনের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত লেগে থাকে, তবে আমি বিনম্রভাবে তাঁদের কাছে আন্তরিক ক্ষমা প্রার্থনা করছি।

আমি এবং ভারতীয় জনতা পার্টি পশ্চিমবঙ্গের প্রতিটি কার্যকর্তা শিখ সম্প্রদায়ের ধর্মীয় বিশ্বাস, পবিত্র পাগড়ির মর্যাদা এবং তাঁদের গৌরবময় ঐতিহ্যের প্রতি সর্বোচ্চ শ্রদ্ধাশীল।

উদ্দেশে ছোড়া একটি প্রতীকী প্ল্যাকার্ড দুর্ঘটনাবশত তাঁর নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা এক শিখ সিআইএসএফ কর্মীর পবিত্র পাগড়ির উপর পড়ে। এই অনিচ্ছাকৃত ঘটনার ফলে যদি কারও ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত লেগে থাকে, তার জন্য বিনম্রভাবে আন্তরিক দুঃখপ্রকাশ ও ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন সুকান্ত মজুমদার। তিনি বলেন, 'আমার বা আমাদের উদ্দেশ্য কখনও কারও ধর্ম বা সংস্কৃতিকে অবমাননা করা নয়। এই ঘটনার জন্য আমি অত্যন্ত দুঃখিত।' রাজ্যের শিখ সমাজের প্রতি বার্তা দিয়ে সুকান্ত মজুমদার জানান, 'বিজেপি পশ্চিমবঙ্গের পক্ষ থেকে আমি স্পষ্ট জানাচ্ছি, আমরা শিখ সম্প্রদায়ের গৌরবময় ঐতিহ্য, তাঁদের ধর্মীয় অনুভূতি ও পবিত্র পাগড়ির প্রতি চূড়ান্ত শ্রদ্ধাশীল। এমন ভুল ভবিষ্যতে যেন না ঘটে, আমরা সর্বদা সজাগ থাকব।'

সাদ্দামের পরিণতি

প্রথম পাতার পর

শাদমানির।' তবে এখনও পর্যন্ত এ নিয়ে ইরানের তরফে কোনও মন্তব্য করা হয়নি।

গত শুক্রবার ইজরায়েলি হানায় মৃত্যু হয় সে দেশের সশস্ত্র বাহিনীর প্রধান (চিফ অফ স্টাফ) মেজর জেনারেল মহম্মদ হোসেন বাগেরির। এ ছাড়াও মৃত্যু হয় ইরানের রেভলিউশনারি গার্ডের প্রধান কমান্ডার জেনারেল হোসেন সালামি এবং ডেপুটি কমান্ডার জেনারেল গোলাম আলি রশিদের। প্রাণ হারান ইরানের ন'জন পরমাণু বিজ্ঞানীও। অন্যদিকে, সেনার একের পর এক শীর্ষকর্তার মৃত্যুর পর জরুরি পরিস্থিতিতে শনিবারই শাদমানিকে ব্রিগেডিয়ার জেনারেল থেকে মেজর জেনারেল পদে উন্নীত করেন খামেনেই। তাঁকে সেনার 'খতম আল-আম্বিয়া' কেন্দ্রীয় সদর দপ্তরের নতুন প্রধান হিসাবে দায়িত্ব দেওয়া হয়। 'খতম আল-আম্বিয়া' ইরানের আধাসামরিক রেভলিউশনারি গার্ডের সদর দপ্তর। সেখানেই নিহত ডেপুটি কমান্ডার জেনারেল রশিদের স্থানে নিযুক্ত করা হয়েছিল শাদমানিকে। এ বার নিয়োগের মাত্র তিন দিনের মাথায় তাঁকেও হত্যা করল ইজরায়েল।

ইরান এবং ইজরায়েলের মধ্যে সংঘর্ষ মঙ্গলবার পঞ্চম দিনে পড়েছে। ডোনাল্ড ট্রাম্প মঙ্গলবার ভোরে (ভারতীয় সময় অনুসারে) তেহরান থেকে সকলকে সরে যেতে বলেছেন। ট্রাম্পের ওই বার্তার পরেই অপরিশোধিত তেলের দাম বৃদ্ধি পেয়েছে।

গত সপ্তাহে ইরানের পরমাণুকেন্দ্রে ইজরায়েলি হামলার পরেই অপরিশোধিত তেলের দাম ৭ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছিল। মঙ্গলবার সকালে ফের বৃদ্ধি পেয়েছে তেলের দাম। আমেরিকার বেঞ্চমার্ক অপরিশোধিত তেলের দাম ৮৭ সেন্ট (১০০ সেন্টে এক ডলার) বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ব্যারেলপিছু ৭২.৬৪ ডলার (ভারতীয় মুদ্রায় ৬২৬৮ টাকা)।

বিধানসভায় অধিবেশন চলাকালীন এসি বিভ্রাট

নিজস্ব প্রতিবেদন: বিধানসভায় মঙ্গলবার দ্বিতীয়ার্ধের অধিবেশন চলাকালীন এসি বিভ্রাটের কারণে তীব্র অস্বস্তির সৃষ্টি হয়। দুপুর ১টা ৩২ মিনিটে প্রথমবার বন্ধ হয়ে যায় এসি, ১০ মিনিট পর তা সাময়িকভাবে চালু হলেও আবার বন্ধ হয়ে যায়। ফলত, অধিবেশন কক্ষের সব দরজা খুলে রাখতে হয় হাওয়া চলাচলের জন্য। সূত্রের খবর, এসি না চলায় অনেক বিধায়কই হাঁসফাঁস করতে থাকেন। কেউ কেউ কক্ষ থেকে বেরিয়ে যাওয়ার ইচ্ছাও প্রকাশ করেন। পরিস্থিতি মোকাবিলায় তড়িঘড়ি ডাকা হয় পিডব্লিউডি-র কর্মীদের। তাঁরা এসে সমস্যা পরীক্ষা করলেও অধিবেশন চলাকালীন এসি আর চালু করা যায়নি। এদিন অধিবেশন শুরু হয় বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর বক্তৃতা দিয়ে। সেই সময় থেকেই একে একে খুলে দেওয়া হয় অধিবেশন কক্ষের ১৫টি দরজা। শুভেন্দু অধিকারী প্রশ্ন তোলেন, 'সব দরজা কেন খোলা? জবাবে স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, এসিতে ইলেকট্রিক্যাল কিছু ত্রুটি হয়েছে।' অবশেষে দুপুর ৩টে ১৫ নাগাদ অধিবেশন শেষ হয়, তবে এসি আর চালু হয়নি।

সুদীপ্ত সেনের চিকিৎসার নির্দেশ আদালতের

নিজস্ব প্রতিবেদন: গুরুতর শারীরিক সমস্যায় সারদা কর্তা সুদীপ্ত সেন। সূত্রের খবর, শরীর থেকে রক্তক্ষরণ হচ্ছে অনবরত। একইসঙ্গে সুদীপ্ত সেনের তরফ থেকে অভিযোগ উঠেছে সঠিক চিকিৎসা পাচ্ছেন না তিনি। এরই রেশ ধরে সুদীপ্ত সেনের তরফে আদালতে দাবিও করা হয়, এসএসকেএম হাসপাতালে ইনডোর চিকিৎসার প্রয়োজন রয়েছে তাঁর। এরপরই প্রেসিডেন্সি সংশোধনাগারের সুপারকে নির্দেশ সিবিআই স্পেশাল আদালতের, 'সুদীপ্ত সেনের শরীরে রক্তক্ষরণ হচ্ছে। আর সেই কারণে ইউরোলজি এবং অঙ্কোলজিস্টকে দিয়ে তাঁর চিকিৎসার প্রয়োজন।' উল্লেখ্য, ২০১৩ সালের ২২ এপ্রিল সারদা কেলেঙ্কারির ঘটনায় তোলপাড় হয় বঙ্গ রাজনীতি। এই দিনই কাশ্মীর থেকে কলকাতা পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হন সারদা কর্তা সুদীপ্ত সেন ও দেবযানী মুখোপাধ্যায়। এরপর ২০১৪-য় সারদা ট্যুর অ্যান্ড ট্রাভেলস মামলায় অভিযুক্ত হন দেবযানী। এই গ্রেপ্তারির পর সামনে আসে সারদা কেলেঙ্কারি ঘটনা। এই প্রতারণার অভিযোগ সামনে আসতেই প্রথম কলকাতা পুলিশ তদন্ত শুরু করে। পরে এই তদন্ত যায় সিবিআইয়ের হাতে। সারদা মামলা বর্তমানে সিবিআই এবং ইডির হাতেই রয়েছে।

জলাভূমি ভরাটে কঠোর শাস্তির হুঁশিয়ারি রাজ্যর

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যে জলাভূমির চরিত্র বদল করা আইনত নিষিদ্ধ। জলাভূমি ভরাটের অভিযোগ প্রমাণিত হলে অভিযুক্তকে সর্বোচ্চ তিন বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড এবং পাঁচ লক্ষ টাকা জরিমানা দিতে হতে পারে বলে জানিয়েছেন পরিবেশমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য। বিধানসভায় আজ বিজেপি বিধায়ক শঙ্কর ঘোষের প্রশ্নের উত্তরে মন্ত্রী জানান, জলাভূমির উপর বালি বা মাটি ফেলে তার প্রকৃতি নষ্ট করার চেষ্টা করা হলে পরিবেশ সংরক্ষণ আইনের আওতায় তা অপরাধ হিসেবে গণ্য হবে এবং কড়া শাস্তির মুখে পড়তে হবে। রাজ্য সরকার জলাভূমি রক্ষায় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এবং এই বিষয়ে কোনওরকম শিথিলতা বরদাস্ত করা হবে না। চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য জানান, জলাভূমি সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার জন্য গঠিত হয়েছে স্টেট ওয়েটল্যান্ড অথরিটি। প্রতিটি জেলার প্রশাসনিক স্তরে তৈরি করা হয়েছে জেলা মনিটরিং কমিটি। জিআইএস ও ড্রোন প্রযুক্তি ব্যবহার করে নজরদারি চালানো হচ্ছে। বর্তমানে রাজ্যে ২৬টি নোটিফায়েড জলাভূমি রয়েছে। আরও ১৯টি জলাভূমির নাম কেন্দ্রীয় পরিবেশ মন্ত্রকের কাছে রামসার সাইট ঘোষণার জন্য পাঠানো হয়েছে। পূর্ব বর্ধমান, হাওড়া এবং দক্ষিণ ২৪ পরগনার একাধিক জলাভূমিকে ইতিমধ্যেই সংরক্ষণের আওতায় আনা হয়েছে। সম্প্রতি রাজ্যের নানা প্রান্তে জলাভূমি বুজিয়ে নির্মাণের একাধিক অভিযোগ ঘিরে রাজনৈতিক বিতর্ক শুরু হয়েছে। ব্যারাকপুরের ৩৫টি রেকর্ডেড জলাশয় ভরাটের অভিযোগ তোলেন বিজেপি নেতা অর্জুন সিং। তিনি জানান, বিষয়টি নিয়ে পুরসভার এক্সিকিউটিভ অফিসার মুখ্যমন্ত্রীর দপ্তরে রিপোর্ট পাঠিয়েছেন।

ইউক্রেনে রাতভর রাশিয়ার হানাদারি

প্রথম পাতার পর

ধ্বংস করা হয়েছে বলে দাবি রাশিয়ার। সংবাদমাধ্যম বিবিসি জানিয়েছে, সোমবার রাতে ন'ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে কিভের উপর একের পর এক হামলা চালিয়েছে রুশ বাহিনী। আত্মরক্ষার জন্য ভূগর্ভস্থ আশ্রয়কেন্দ্রে গিয়ে লুকিয়ে পড়েন কিভের বাসিন্দারা। সাধারণত, রুশ হামলার সময়ে ভূগর্ভস্থ রেললাইন-সহ বিভিন্ন জায়গায় আশ্রয় নেন ইউক্রেনের বাসিন্দারা। বিবিসি জানিয়েছে, সোমবার মধ্যরাত থেকে মঙ্গলবার ভোর পর্যন্ত ভূগর্ভস্থ ওই আশ্রয়কেন্দ্রগুলিতেই ছিলেন কিভবাসী।

রাশিয়ার এই হামলাকে 'সন্ত্রাস'-এর সঙ্গে তুলনা করেছেন ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি। তাঁর দাবি, এটি সন্ত্রাস ছাড়া আর কিছু নয়। রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনকেও নিশানা করে তাঁর দাবি, শুধুমাত্র যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার ক্ষমতা রয়েছে বলেই এই হামলা চালাচ্ছেন পুতিন। বিশ্বের অন্য শক্তিধর রাষ্ট্রগুলি কেন চোখ বন্ধ করে রেখেছে, তা নিয়েও প্রশ্ন ইউক্রেনের প্রেসিডেন্টের।

বর্ষা প্রবেশ দক্ষিণবঙ্গে থাকবে আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তি

নিজস্ব প্রতিবেদন: দীর্ঘ জ্বালাপোড়ার পর স্বস্তির খবর আলিপুর আবহাওয়া দপ্তরের। উত্তরবঙ্গে ২০ দিন আটকে থাকার পর অবশেষে বর্ষা পা রাখল দক্ষিণবঙ্গে। আলিপুর আবহাওয়া দপ্তরের তরফে জানানো হয়েছে, নিম্নচাপের হাত ধরে দক্ষিণবঙ্গে ঢুকল দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ু। তবে বেশ কয়েকদিন আগে গত ২৯ মে বালুরঘাটে ঢুকে পড়েছিল বর্ষা। এরপর আবহাওয়ার খামখেয়ালিপনায় তা থমকে থাকে। অবশেষে মঙ্গলবার মৌসুমী অক্ষরেখা প্রবেশ করে সম্পূর্ণ পশ্চিমবঙ্গে এবং ওড়িশার বেশিরভাগ অংশে, ঝাড়খণ্ড ও বিহারের বেশ কিছু অংশে। এই বৃষ্টিতে তাপমাত্রা না বাড়লেও আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তি থাকবে বলে জানাচ্ছে আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর। এদিকে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে দক্ষিণবঙ্গ জুড়ে মঙ্গলবার থেকেই শুরু হয়েছে বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টি। বুধবারও কলকাতাতে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি থাকবে। অতি ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিম মেদিনীপুর, পশ্চিম বর্ধমান, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া এবং বীরভূম জেলাতে। উত্তরবঙ্গে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির সতর্কতা জারি হয়েছে। ১৯ জুন আলিপুরদুয়ার ও জলপাইগুড়ি জেলাতে অতি ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস। মালদহ ও উত্তর দক্ষিণ দিনাজপুরে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি থাকবে। বৃহস্পতিবার বৃষ্টি বেশি হওয়ার সম্ভাবনা উত্তরবঙ্গের সব জেলাতেই। আগামী ২৪ ঘণ্টায় ওড়িশা ও ছত্তিশগড়ের কিছু অংশে এবং আগামী দুই-তিন দিনে পশ্চিমবঙ্গ বিহার, ঝাড়খণ্ড এবং গুজরাতের আরও কিছু অংশে মৌসুমী অক্ষরেখা প্রভাব বিস্তার করবে বলে জানানো হয়েছে হাওয়া অফিসের তরফে। মঙ্গলবার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৭.৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস। সর্বোচ্চ আর্দ্রতা ছিল ৯১ শতাংশ।

রাইট ইস্যু থেকে ৪৯.১৪ কোটি টাকা তুলতে চায় আইএফএল

নিজস্ব প্রতিবেদন: শেয়ার বাজারে নজির গড়তে চলেছে আইএফএল। এ'বছর আইএফএল এন্টারপ্রাইজেস লিমিটেড ১৯ জুন থেকে ৩০ জুন পর্যন্ত ৪৯.১৪ কোটি টাকার রাইটস ইস্যুর সাবস্ক্রিপশনের জন্য খোলা থাকবে। প্রতি শেয়ারের মূল্য ১ টাকা, এই রাইট ইস্যুটি শেয়ারহোল্ডারদের কোম্পানিতে তাদের ইক্যুইটি বাড়ানোর সুযোগ করে দেবে। গত ৯ জুন তাদের সভায় ডিরেক্টররা রাইটস ইস্যুর অনুমোদন করেন। এর আগে, আইএফএল কোম্পানি ২০২৪ এর ৩০ ডিসেম্বর ও এ'বছরের ৭ মার্চ ৫০ কোটি টাকার প্রস্তাবিত রাইট ইস্যুর জন্য 'নীতিগত অনুমোদন' এবং গত ১৯ মে বিএসই লিমিটেডের কাছ থেকে পাওয়া নীতিগত অনুমোদন জমা দেয়।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

গত ১৩/০৬/২০২৫ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ০৪ নং এফিডেভিট বলে আমি Subrata Ghosh ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Shibaprasad Ghosh ও Sibo Prasad Ghosh, S. Ghosh সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

গত ১৩/০৬/২০২৫ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৮৫৫০ নং এফিডেভিট বলে Somnath Pal S/o. Kashinath Pal ও Som Nath Paul S/o. Kashi Nath Paul সাং আকনা, পোলবা, হুগলী সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ১৬/০৫/২০২৫ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৬৬৫৭ নং এফিডেভিট বলে Avijit Acharjee S/o. Ranjit Kumar Acharjee ও Avijit Acharya S/o. R. Acharya সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ১৬/০৬/২০২৫ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে ৪৫৬৯ নং এফিডেভিট বলে Dinabandhu Biswas ও Bablu Biswas S/o. Kedar Biswas সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২১/০৩/২০২৫ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ০৫ নং এফিডেভিট বলে আমি Subrata Dutta ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Sudhir Kumar Dutta ও Lt. S. Kr. Dutta, Sudhir Dutta সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

গত ১৩/০৬/২০২৫ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৮৫৪৮ নং এফিডেভিট বলে Sambhu Dutta S/o. Dashurathi Dutta ও Dutta Shambhu, Sambhu Nath Dutta S/o. Dashurathi, Lt. D. Dutta সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

আমি **Sabir Ali** পিতা **Md Mukhtar Ahmad Shah** সাকিন ৪৬/জি দ্বারিক জঙ্গল রোড, পো : হাজিনগর থানা : হালিশহর, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা, পিন : ৭৪৩১৩৫ মহামান্য জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, ফার্স্টক্লাস, বারাকপুর সমীপে ০৫.০৬.২০২৫ তারিখে হলফনামা ক্রম নং ৬৭ দাখিল বলে জানাইতেছি যে, আমার পিতার প্রকৃত এবং সঠিক নাম **Md Mukhtar Ahmad Shah** আধার কার্ডে নথিভুক্ত রয়েছে, কিন্তু আমার পাশপোর্ট নং N0760769 পিতার নাম ভুলবশত **Md Mokhtar Shah** উল্লেখ করা হয়েছে। **Md Mukhtar Ahmad Shah** এবং **Md Mokhtar Shah** এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি।

PUBLIC NOTICE

I, KRISHNA RAY, W/O. NILKAMALES KUMAR RESIDING AT RUBY GREEN – II, FLAT NO. 2B, 1095, MADURDAHA, KOLKATA-700107, P.O.+ P.S. - ANANDAPUR. BEFORE MY MARRIGE SURNAME WAS "RAY" AND AFTER MARRIGE "KUMAR". HENCEFORTH I WILL BE KNOWN AS (KRISHNA KUMAR) AS DECLARED BEFORE THE FIRST CLASS JUDICIAL MAGISTRATE AT ALIPORE VIDE AFFIDAVIT NO. 58511 DATED 09-09-2024. "KRISHNA KUMAR" AND "KRISHNA RAY" ARE SAME AND IDENTICAL PERSON.

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

আমারা নিরুপমা মাইতি স্বামী-কৃষ্ণ প্রসাদ মাইতি, কৃষ্ণ প্রসাদ মাইতি পিতা-স্বর্গীয় প্রহল্লাদ চন্দ্র মাইতি,সুশোভন মাইতি, পিতা- বানেশ্বর মাইতি, সোমনাথ মাইতি, পিতা- বানেশ্বর মাইতি সকলের সাং- রাধাবল্লব চক, থানা-ময়না, জেলা-পূর্ব মেদিনীপুর ও রথিন্দ্রনাথ মাইতি পিতা - প্রহল্লাদ মাইতি সকলের সাং- আটবেড়িয়া, থানা-পাঁশকুড়া, জেলা-পূর্ব মেদিনীপুর এর স্থায়ী বাসিন্দা হেতু সর্ব সাধারণকে জানাইতেছি যে, আমরা, রামপদ মিশ্র ও তপন কুমার মিশ্র পিতা-- ভুবন মিশ্র, সাং- গৌরাঙ্গ পুর থানা- পাঁশকুড়া, জেলা- পূর্ব মেদিনীপুরের ইং- ২৮/০৪/২০১৪ তারিখের Panskura ADSR এর IV-16 ও IV-14 আমমোক্তার নামা দলিলমূলে সেক সোহেদুল পিতা- সেক আজিজুল, সাং- রনিহাটি, থানা- পাঁশকুড়া, জেলা- পূর্ব মেদিনীপুর, কে আমমোক্তার নিকট হইতে পূর্ব মেদিনীপুর জেলার পাঁশকুড়া থানার ধামাত মৌজার ১৫৯ নং জে.এল. ভুক্ত এল.আর. ১৫১ ও ৫৪ নং খতিয়ান ভুক্ত ভূমিআদি আমাদের কে বিক্রয় করিয়া নিস্বত্বান হইয়াছেন। উক্ত বিষয় সম্বন্ধে আমরা স্থানীয় Tamluk Executive Magistrate, আদালতে ইং-১৪/০৫/২০২৫ তারিখে ১৬৭৯, ১৬৭৬, ১৬৭৭ ও ১৬৭৮,১৭০৯ ও ১৭০৮ নং এফিডেভিট করিয়া অত্র বিজ্ঞপ্তির মূলে তাহা সর্বসাধারনকে জানাই তেছিযে উক্ত বিষয় সম্বন্ধে কাহাও কোন আপত্তি থাকিলে তাহা সংশ্লিষ্ট দপ্তরে যথা যথ দাবি করিতে পরিবেন অন্যথা আইন মতাবেক আমাদের নামে বলবৎ হইবে।

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

জেলা-হুগলীর জেলা ডেলিগেট আদালত চুঁচুড়া সদর

এ্যাক্ট- ৩৯ কেস নং- ৫৯ / ২০২১

দরখাস্তকারী:- রুপা কুন্ডু, স্বামী- ৺ সুভাষ কুন্ডু, সাং-গ্রাম ও পো:-সিমলাগড় থানা- [illegible]

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

আমমোক্তার নামা

এতদ্বারা সকলকে জানানো যাইতেছে যে, শ্রী **অনিল চ্যাটার্জ্জী** পিতা ৺কানাই লাল চ্যাটার্জ্জী, সাকিম রায়বাজার, চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২১০৩, মহাশয় বিগত ইং ১৬/১২/২০২২ তারিখে তারিখে [illegible]

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

আমমোক্তার নামা

[illegible]

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

আমমোক্তার নামা

[illegible]

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

[illegible]

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ১৮ ই জুন। বুধবার, ৩ রা আষাঢ়। কৃষ্ণা সপ্তমী তিথি, পুর্ব ভাদ্র পদনক্ষত্র। জন্মে কুম্ভ রাশি। অষ্টোত্তরী রাহুর মহাদশা। বিংশোত্তরী বৃহস্পতি র মহাদশা কাল। মৃতে ত্রীপাদ দোষ।

মেষ রাশি : আজ। কোন স্বপ্নপূরণ হওয়ার সম্ভাবনা, যারা মেকানিক্যাল কর্মে আছেন তাদের সাফল্য নিশ্চিত। দূর ভ্রমণের কথা ছিল। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দ্বারা সম্মান প্রাপ্তির দিন। প্রতিবেশীর ছারা পূর্ণ সহযোগিতা। বান্ধবযোগে আনন্দ বৃদ্ধি। যারা নতুন কর্মের আবেদন করেছেন তাদের শান্তির বাতাবরণ। দুর্গা নামকরণ শুভ হবে।

বৃষ রাশি : সকালবেলা পরিবারে অশান্তির বাতাবরণ। সতর্ক থাকা ভালো, হঠাৎ করে বিতর্কের মধ্যে জড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা। বাজার, দোকান, পুরানো বান্ধবীর সঙ্গে আজ প্রয়োজনে কথা বলা শুভ। বিদ্যা যোগে বাধা। বিদ্যালয়ের কোন পুরনো ঘটনাকে কেন্দ্র করে অশান্তির বাতাবরণ। জয় তারা বলুন এগিয়ে চলুন।

মিথুন রাশি : যে বন্ধুকে বিশ্বাস করে কাজের দায়িত্ব দিয়েছিলেন, তিনি কাজটি সঠিকভাবে করার জন্য, আপনি সম্মান প্রাপ্তি করবেন। যারা টেকনিক্যাল কাজে আছেন তাদের সাফল্য। সেলস রিপ্রেজেন্টেটিভ তাদের উন্নতির সোপান তৈরি হবে আজকে। কোন মেডিকেল রিপ্রেজেন্টেটিভ আজ কোন ডাক্তারের সহায়তায় কর্মে প্রশান্তি লাভ করবেন। সন্তানের কারণে সম্মানযোগ। ব্যবসা বৃদ্ধি অর্থ প্রাপ্তির সুযোগ রয়েছে দুর্গা নাম করুন এগিয়ে চলুন।

কর্কট রাশি : কর্মে শান্তির বাতাবরণ। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের শুভ নজর আপনার দিকে থাকবে। যারা সাংবাদিকতা করেন, লেখালেখি করেন তারা এক ধাপ এগিয়ে যাবেন, ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের পূর্ণ সহযোগিতা। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। বিবাহ বিষয়কথা পাকা হতে পারে। যারা এন জি ও বা সেবামূলক কর্মে আছেন তাদের খুবই সম্মান প্রাপ্তির দিন। জয় তারা জয় তারা বলুন এগিয়ে চলুন।

সিংহ রাশি : পরিবারে শান্তির বাতাবরণ। শরীরে যে ছোট অপারেশন হয়েছিল, আজ তা থেকে প্রশান্তি মিলবে। প্রাণায়াম পূজা পাঠে, আনন্দ বৃদ্ধি ঐশ্বরিক কৃপা বৃদ্ধি হবে। যে কাজটা আটকে ছিল এতদিন, তা সফলতার পথ দেখা দিচ্ছে। যারা শিক্ষকতা করেন। অধ্যাপনা করেন। তাদের সম্মান প্রাপ্তির দিন। গণেশ দেবতার নাম করুন, এগিয়ে চলুন, শুভ হবে।

কন্যা রাশি : অযথা বিতর্কে কেন জড়িয়ে পড়ছেন। আপনার উচিত একটু মাথা ঠান্ডা করে, আজকের দিন টা অতিবাহিত করা। পরিবারে অশান্তির কালো মেঘ। প্রেমে দুশ্চিন্তাবৃদ্ধি। বিদ্যায় দুশ্চিন্তা যুক্ত ভাগ্য। দূর ভ্রমণে বাধ্য। যে বান্ধব কে কাজের দায়িত্ব দিয়েছিলেন তিনি করতে না পারার জন্য মানসিক অশান্তি। জয় তারা জয় তারা বলুন, এগিয়ে চলুন।

তুলা রাশি : শুভ গ্রহ সংস্থান। পরিবারে সম্মান প্রাপ্তি। বাড়ির গৃহবধূদের পূর্ণ সহায়তা লাভ দাম্পত্য জীবনে শান্তির বাতাবরণ। প্রেমে শুভ। সৌভাগ্য বৃদ্ধি হাবে, প্রতিবেশীর দ্বারা। সম্মান প্রাপ্তি, ব্যবসা-বাণিজ্য অর্থবৃদ্ধির সম্ভাবনা। তবে একটু বৃদ্ধি খরচ করে আজকের দিনটা বাক্য প্রক্ষেপণ করতে হবে। জয় তারা জয় তারা বলুন এগিয়ে চলুন।

বৃশ্চিক রাশি : আজ ব্যয় বৃদ্ধি। যেটা হাতের নাগালের মধ্যে নয়, তার জোর করে পেতে গেলে, অর্থ বা শক্তি প্রয়োগ করা দরকার। খুব সুচিন্তিত ভাবে, কাজ করুন, নয়তো বিবাদ বিতর্কে জড়িয়ে পড়বেন। শশুর বাড়ির একজন প্রবীণ সদস্যের জন্য মানসিক দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি হবে। তবে জয় অবশ্যম্ভাবী জয় তারা জয় তারা বলুন এগিয়ে চলুন। ব্যবসা বাণিজ্যে বৃদ্ধি সম্ভব।

ধনু রাশি : পুরাতন বান্ধবীকে যে কাজের দায়িত্ব দিয়েছিলেন তার দ্বারা আজকে উপকৃত হবেন। যে স্বজন আপনাকে কাজটির জন্য এতদিন বাঁধা দিয়ে এসেছেন, আজকে তিনি পূর্ণ সহযোগিতা করবেন। একটু মাথা ঠান্ডা রেখে ধৈর্য ধরে আজকের দিনটা অতিবাহিত করুন। দোকান ব্যবসা, যারা করেন, মাছের ব্যবসা যারা করেন, কোল্ডিংস বা স্ক্রিনের ব্যবসা যারা করেন তাদের অর্থপ্রাপ্তির সুযোগ বৃদ্ধি। দেবী দুর্গার চরণে ১০৮ হলুদ পুষ্প প্রদানে সর্ব দোষ খন্ডন হবে।

মকর রাশি : আজ ধৈর্য ধরে চলার দিন। আজ গ্রহ সংস্থান খুব একটা ভালো নয়। পরিবারে অশান্তির বাতাবরণ। পরিবারের দুশ্চিন্তার বাতাবরণ। কোন ছোট সন্তান বা একেবারে কনিষ্ঠ সদস্যকে নিয়ে দুশ্চিন্তা। কর্মে কালো পথ। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের অশুভ নজর আপনার দিকে। সকালে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাওয়ার আগে সাতটি প্রদীপ প্রজ্বলন, দেবী দুর্গা মায়ের নাম বলুন শুভ হবে।

কুম্ভ রাশি : বুদ্ধি করে প্রবীন নাগরিকের সঙ্গে বাক্য বিনিময় করতে হবে। বিবাদ বিতর্ক এড়ানোর জন্য যখনই কোন সভা বা মিটিং চলবে তখন আপনি সবাইকে দেখান, যে আপনি একটু অন্যমনস্ক আছেন। তাহলে দায়িত্বটা কম হবে। মোবাইল ল্যাপটপে একটু ব্যস্ত থাকলে সবাই সহযোগিতা করবে। শিক্ষার্থীদের জন্য আজকের দিনটা খুব শুভ নয়, ধৈর্য ধরলে শুভ ফলপ্রাপ্তি জয় তারা জয় তারা ১০৮ নামকরণ শুভ হবে।

মীন রাশি : আজ প্রবীণ নাগরিকের থেকে উপদেশ প্রাপ্ত করবেন, যা খুব কাজে লাগবে। পরিবারের একজন সদস্য আপনার পূর্ণ সহযোগিতা করবেন, কিন্তু তার মন মতো চললে, আপনি উপকৃত হবেন। ডিভোর্সের মামলা যাদের আছে, তারা আজকের দিনটা উকিল বাবুর কথা শুনে চলুন। যারা মাছের ব্যবসায়ী, তরল পদার্থের ব্যবসায়ী, কেমিক্যাল এর ব্যবসায়ী, তাদের অর্থপ্রাপ্তির সুযোগ আছে। বাড়ির গৃহ মন্দিরে পাঁচটি প্রদীপ জ্বালান আর দুর্গা মায়ের নাম করুন।

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

একদিন
আমার শহর
কলকাতা ১৮ জুন ২০২৫, ৩ আষাঢ় ১৪৩২ বুধবার

অগ্নিকাণ্ডে তৃণমূলের নেতাদের দুষলেন অর্জুন

নিজস্ব প্রতিবেদন: খিদিরপুরের ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীদের পাশে দাঁড়িয়ে বিস্ফোরক অভিযোগ করলেন ব্যারাকপুরের প্রাক্তন বিজেপি সাংসদ অর্জুন সিং। বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে মঙ্গলবার ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে স্থানীয় ব্যবসায়ীদের সঙ্গে কথা বলেন তিনি। তৃণমূলের শীর্ষ নেতৃত্বের দিকে সরাসরি আঙুল তুলে অর্জুন বলেন, 'আপনাদের এই বিপদের আসল মূলে রয়েছেন ববি হাকিম, সুজিত বসু আর দিদি। এই পুরও ষড়যন্ত্র তাঁদেরই অনুপ্রেরণায় হয়েছে।' ক্ষোভ উগরে দিয়ে তিনি আরও বলেন, 'এই সরকারকে বিশ্বাস নেই। আপনারা কোটি কোটি টাকার ক্ষতি সহ্য করলেন, আর সরকার আপনাদের দিল মাত্র এক লক্ষ টাকা অনুদান।' সোজাসাপটা ভাষায় অর্জুনের দাবি, 'আপনাদের প্রয়োজন ছিল বলিষ্ঠ বিরোধী দলনেতার। কিন্তু সরকার আপনাদের সঙ্গে প্রতারণা করেছে।' অর্জুন সিং ববি হাকিম ও সুজিত বসুকে সরাসরি অভিযুক্ত করে বলেন, 'মমতা মন্ত্রিসভার মদতে ববি হাকিম, সুজিত বসুরা আজ কলকাতার বাজারে আগুন লাগিয়ে সব পুড়িয়ে ফেলেছে। যে লোকটা আগে হার্ডওয়ারের ব্যবসায়ী ছিলেন, আজ কয়েকশো কোটি টাকার মালিক হয়ে বসে আছেন ববি হাকিম। আর এই সুজিত বসু রাস্তায় রোল বিক্রি করতো, আজ তিনি কোটি কোটি টাকার মালিক। এই টাকা এলো কোথা থেকে? গরিব মানুষরা আজ ধ্বংস হয়ে বসে আছে, আর ওরা সম্পদের পাহাড় গড়েছে।' শেষ পর্যন্ত রেখেই তৃণমূলের নেতাদের উদ্দেশ্যে করেই প্রশ্ন ছুঁড়ে খিদিরপুরের ক্ষতিগ্রস্থ ব্যবসায়ীদের অর্জুন সিং বলেন, 'এই টাকা কোথা থেকে এলো? আপনাদের তো কিছুই রইল না।' এই বক্তব্যের মাধ্যমে বিজেপি নেতৃত্ব ফের একবার খিদিরপুরের অগ্নিকাণ্ডকে রাজনৈতিক অস্ত্র করে তুলল তৃণমূল সরকারের বিরুদ্ধে।

ষষ্ঠ পে কমিশনের রিপোর্ট পেশের নির্দেশ আদালতের

নিজস্ব প্রতিবেদন: ষষ্ঠ পে কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশের নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট। আর এই রিপোর্ট আগামী ১ জুলাই মধ্যে প্রকাশ করার নির্দেশ দিলেন বিচারপতি অমৃতা সিনহা। এটি প্রকাশ করা হবে রাজ্যের পে কমিশনের নির্দিষ্ট ওয়েবসাইটে-ই। মঙ্গলবার এই মামলার বিচারপতি অমৃতা সিনহা তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য করেন। বিচারপতি বলেন, 'পে কমিশনের সুপারিশ সরকারের কোনও গোপন নথি নয়। এটা সমস্ত সরকারি কর্মচারির জন্যই।' আর এখানেই বিচারপতির প্রশ্ন, 'তাহলে কীসের এত গোপনীয়তা?' প্রসঙ্গত, দেবপ্রসাদ হালদার নামে এক সরকারি কর্মী ষষ্ঠ পে কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশ করা নিয়ে একটি মামলা করেন। তাঁর অভিযোগ, অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে এই ষষ্ঠ পে কমিশন নিয়ে কোনও তথ্য-ই দেওয়া হয়নি। এদিকে ডিএ মামলায় রাজ্যের তরফ থেকে দাবি করা হয়েছে, ষষ্ঠ পে কমিশন তাঁরা মেনে চলছে। মঙ্গলবারের এই মামলার শুনানিতে বিচারপতি সিনহা রাজ্যের কাছে জানতে চান, কবে রিপোর্ট জনসমক্ষে বা পাবলিক ডোমেনে আসবে তা নিয়েও। তবে এ ব্যাপারে রাজ্যের তরফে কোনও সদুত্তর মেলেনি বলেই আদালত সূত্রে খবর। এরপরই বিচারপতি নির্দেশ দেন, দিন ধার্য করে দেওয়ার। রাজ্যের আইনজীবীর কাছে বিচারপতি এও জানতে চান, 'নিজেদের কাছে কেন এই রিপোর্ট রাখা রয়েছে। এত ভলিউমের রিপোর্ট বানানোর পর তা প্রকাশ না করার যৌক্তিকতা কী?' এই প্রসঙ্গে বলে রাখা শ্রেয়, অর্থনীতিবিদ অভিরূপ সরকারের নেতৃত্বে কাজ করে ষষ্ঠ পে কমিশন।

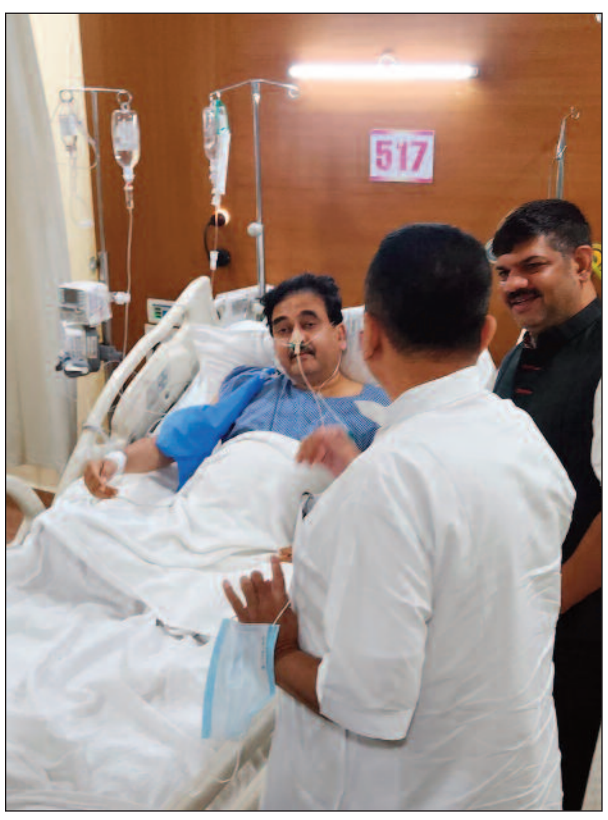

কলকাতার বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অসুস্থ প্রাক্তন বিচারপতি তথা তমলুকের বিজেপি সাংসদ অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে দেখা করলেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী।

স্ত্রী'র বাৎসরিক পালনের অনুমতি পেতে আদালতের দ্বারস্থ সুজয়কৃষ্ণ

■ তিন বছর হল প্রয়াত হয়েছেন সুজয়কৃষ্ণর স্ত্রী বাণী ভদ্র। সামনেই স্ত্রীর তৃতীয় মৃত্যুবার্ষিকী। এবার সুজয়কৃষ্ণ তা পালন করতে চান একটু ঘটা করেই। স্ত্রীয়ের এই তৃতীয় মৃত্যু বার্ষিকীতে পরিচিতদের নিমন্ত্রণ করে খাওয়াতেও চান তিনি। তাই আয়োজন বাড়ির বাইরে কোথাও করতে চান। সূত্রের খবর, এই অনুষ্ঠান করার আর্জি জানিয়ে মঙ্গলবার হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন সুজয়কৃষ্ণ ভদ্র ওরফে কালীঘাটের কাকু। নিয়োগ দুর্নীতির মামলায় গ্রেপ্তারের পর জেলবন্দি ছিলেন সুজয়কৃষ্ণ।

এসএসসিতে নিয়োগের আবেদনপত্র দেওয়ার লিঙ্ক সাড়ে ৫ ঘণ্টা পর সচল

নিজস্ব প্রতিবেদন: নির্দিষ্ট সময়ের সাড়ে ৫ ঘণ্টা পর সচল এসএসসিতে নিয়োগের আবেদনপত্র দেওয়ার লিঙ্ক। নবম-দশম, একাদশ-দ্বাদশের শিক্ষক নিয়োগের লিঙ্ক। সোমবার বিকেল ৫টা থেকে লিঙ্ক চালু হওয়ার কথা ছিল। সেই লিঙ্ক চালু হয় সোমবার রাত সাড়ে ১০টায়। এই লিঙ্কের মাধ্যমেই হবে নিয়োগ-আবেদন এমনটাই জানানো হয়েছিল স্কুল সার্ভিস কমিশনের তরফে। এই ঘটনায় এসএসসির দাবি, প্রযুক্তিগত কারণেই লিঙ্ক খুলতে দেরি। স্বাভাবিকভাবে এই ঘটনায় শিক্ষক মহলের তরফে প্রশ্ন উঠেছে, ১৬ দিনেরও বেশি সময় হাতে পেয়েছে এসএসসি। তাও পরিকাঠামো এতো দুর্বল কেন তা নিয়ে। কেন আগে থেকে তৈরি ছিল না এসএসসি? এদিকে সূত্রে খবর, এই ফর্ম ফিলাপে রাজি নন যোগ্য শিক্ষক-শিক্ষিকা সংগঠনগুলি। প্রতিবাদে দেখা গিয়েছে, একটি সংগঠন যেমন লাগাতার বিধানসভা অভিযান করেছে।

অন্য একটি সংগঠন কয়েকদিন ধরে অনশন অবস্থান করছে বিকাশ ভবনের সামনে। এই আমরণ অনশনে অংশ নেওয়া বেশ কয়েকজন চাকরিহারা অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে চিকিৎসাধীনও। আন্দোলন নিয়ে মতভেদ থাকলেও দ্বিতীয়বার আর পরীক্ষায় বসতে রাজি নন সব সংগঠনের যোগ্যরা। অন্যদিকে নিয়োগের ক্ষেত্রে এসএসসিকে এবার বাড়তি গুরুত্ব দিচ্ছে রাজ্য।

SBI

রিটেল অ্যাসেটস সেন্ট্রাল প্রসেসিং সেন্টার
বেহালা, জীবন তারা বিল্ডিং, ৪র্থ তল
২৩এ/৪৪এক্স, ডায়মন্ড হারবার রোড, কলকাতা - ৭০০০৫৩

Letter No. :- RACPC/BEH/GEN/24-25/698 তারিখ ২৫.০৩.২০২৫

শ্রী পুলকেশ মন্ডল
পিতা প্রয়াত শ্রী মহেন্দ্রনাথ মন্ডল, ৬০/১৭, সোনামুখী রোড, নস্কর পাড়া, সেকেন্ড বাই লেন, শিল্পী সংঘ ক্লাবের নিকট, থানা - সরশুনা, কলকাতা - ৭০০০৬১

প্রিয় স্যার,
উদ্ধার নোটিশ
বিষয়- স্থাবর সুরক্ষিত সম্পদ/বন্ধকী সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর নিয়ম ৮(৬) এর অধীনে বিজ্ঞপ্তি।
অ্যাকাউন্ট : শ্রী পুলকেশ মন্ডল
আমরা আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি **০৮.০২.২০২৩** তারিখে ইস্যুকৃত আমাদের নোটিশের প্রতি, ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে **০৮.০২.২০২৩** তারিখে **১৯,৯৮,৮৬১ টাকা (উনিশ লাখ আটানব্বই হাজার আটশ একষট্টি টাকা)** এবং ক্যাপশনযুক্ত অ্যাকাউন্টে স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া, সিকিউর ক্রেডিটর এবং ২৫.০৪.২০২৩ তারিখের দখল নোটিশের পরে জমা হওয়া সুদ এবং চার্জ পুনরুদ্ধারের জন্য জারি করা হয়েছিল।
কিন্তু আপনি উপরের নোটিশে উল্লিখিত বকেয়া পরিশোধ করতে ব্যর্থ হয়েছেন। অতএব, নোটিশের তারিখ থেকে ৩০ দিনের মধ্যে যদি আপনি সুদ, খরচ, চার্জ এবং ব্যয় সহ সম্পূর্ণ বকেয়া অর্থ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হন, সুতরাং ২০০২ সালের সারফেসি আইন তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস এর প্রাসঙ্গিক নিয়ম অনুসারে ব্যাংক কর্তৃক পরিচালিত ই-নিলামে নীচে উল্লিখিত সংরক্ষিত মূল্যে সুরক্ষিত সম্পদ বিক্রয়ের জন্য এগিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে এবং উক্ত বিধির পরিশিষ্ট IV-A অনুসারে সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর নিয়ম ৮(৬) এবং নিয়ম ৯(১) এর অধীনে বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হবে।
বিক্রয় অধীন সুরক্ষিত সম্পদের বিবরণ :

ক্রম নং	সম্পত্তির বিস্তারিত	দখল নোটিশের তারিখ
১	**স্বত্বাধিকারী : শ্রী পুলকেশ মন্ডল, দলিল নং ৫৩৮৯-১৯৯৭ সালের।** সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাণ ১ কাঠা ১২ ছটাক, মৌজা : সরসুনা, জেএল নং ১৭, তৌজি নং ৫৮, আরএস দাগ নং ১৩৭২, আরএস খতিয়ান নং ১৩০৯, থানা : সরসুনা, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, প্রেমিসেস নং ৬০/১৭, সোনামুখী রোড, নস্কর পাড়া,সেকেন্ড বাই লেন, সরসুনা , কলকাতা : ৭০০০৬১, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা এবং **চৌহদ্দি :** উত্তরে : দাগ নং ১৩৭২, দক্ষিণে : ১২ ফুট চওড়া সাধারণ চলার পথ, পূর্বে : দাগ নং ১৩৭২, পশ্চিমে : দাগ নং ১৩৭২।	২৫.০৪.২০২৩

আমরা আবারও আপনার অবগতির জন্য জানাই ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ধারা ১৩ এর উপ ধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা গণকে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে জামিনদত্ত সম্পদ সাধারণ নিলামের নোটিশ প্রকাশিত হওয়ার তারিখ পর্যন্ত উদ্ধারের বিষয়টি।

তারিখ : ১৮.০৬.২০২৫ অনুমোদিত অফিসার
স্থান : বেহালা স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া, আরএসিপিসি বেহালা

বৈঁক ऑफ़ इंडिया Bank of India BOI
Relationship beyond banking
বর্ধমান জোনাল অফিস, এস্টেট ডিপার্টমেন্ট
৪৪৬/এন, আর্মস্ট্রং এভিনিউ, সেক্টর -২এ, বিধান নগর - ৭১৩২১২
যোগাযোগ নং - ৮৯৬৭৮৪৬৭৬৬, ইমেল - Bardhaman.Estate@bankofindia.co.in

ভাড়া/লিজে প্রেমিসেস আবশ্যক
ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া,বর্ধমান জোনাল অফিসের জন্য সুনির্মিত বাণিজ্যিক প্রেমিসেস লিজের ভিত্তিতে **১০০০ থেকে ১৪০০ বর্গ ফুট (আনুমানিক)** একতলা/দোতলা/উভয় তলা এবং দোতলায় সোনামুখী, থানা - সোনামুখী, জেলা - বাঁকুড়া ঠিকানায় এর জন্য আবশ্যক। আরও বিস্তারিত জানতে অনুগ্রহ করে ব্যাঙ্কের ওয়েবসাইট **www.bankofindia.co.in** 'টেন্ডার' অধীনে বা আমাদের জোনাল অফিস ঠিকানায় দেখুন।
দুই ডাক ব্যবস্থায় সিলকরা খামে আবেদন দাখিলের শেষ তারিখ **৪ জুলাই বিকেল ৪টা** পর্যন্ত। ব্যাঙ্ক কোনও কারণ না দেখিয়েই যেকোনও ডাক গ্রহণ বা বাতিলের অধিকার রাখে।

জোনাল ম্যানেজার,
বিওআই বর্ধমান জোন

বৈঁক ऑफ़ इंडिया Bank of India BOI
Relationship beyond banking
বর্ধমান জোনাল অফিস, এস্টেট ডিপার্টমেন্ট
৪৪৬/এন, আর্মস্ট্রং এভিনিউ, সেক্টর -২এ, বিধান নগর - ৭১৩২১২
যোগাযোগ নং - ৮৯৬৭৮৪৬৭৬৬, ইমেল - Bardhaman.Estate@bankofindia.co.in

ভাড়া/লিজে প্রেমিসেস আবশ্যক
ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া,বর্ধমান জোনাল অফিসের জন্য সুনির্মিত বাণিজ্যিক প্রেমিসেস লিজের ভিত্তিতে **১২৫০ থেকে ১৭৭৫ বর্গ ফুট (আনুমানিক)** একতলা/দোতলা/উভয় তলা এবং দোতলায় আদ্রা থানা - কাশীপুর, জেলা - পুরুলিয়া এর জন্য আবশ্যক। আরও বিস্তারিত জানতে অনুগ্রহ করে ব্যাঙ্কের ওয়েবসাইট **www.bankofindia.co.in** 'টেন্ডার' অধীনে বা আমাদের জোনাল অফিস ঠিকানায় দেখুন।
দুই ডাক ব্যবস্থায় সিলকরা খামে আবেদন দাখিলের শেষ তারিখ **৪ জুলাই বিকেল ৪টা** পর্যন্ত। ব্যাঙ্ক কোনও কারণ না দেখিয়েই যেকোনও ডাক গ্রহণ বা বাতিলের অধিকার রাখে।

জোনাল ম্যানেজার,
বিওআই বর্ধমান জোন

SBI

রিটেল অ্যাসেটস সেন্ট্রাল প্রসেসিং সেন্টার
বেহালা, জীবন তারা বিল্ডিং, ৪র্থ তল
২৩এ/৪৪এক্স, ডায়মন্ড হারবার রোড, কলকাতা - ৭০০০৫৩

Letter No. :- HLC BEH/25-26/GEN/065 তারিখ ২৮.০৪.২০২৫

শ্রী দীনেশ কুমার রাওয়াত ২২৫/২২, উপেন ব্যানার্জি রোড, পর্ণশ্রী পল্লী, কলকাতা - ৭০০০৬০, এয়ারপোর্ট মোড়ের নিকট	**শ্রী দীনেশ কুমার রাওয়াত** পিতা উমাকান্ত রাওয়াত, গ্রাম - ধারাওয়ারা, আজমগড়, থানা - জাহানাগঞ্জ, উত্তরপ্রদেশ, পিন - ২৭৬১৩১
শ্রী দীনেশ কুমার রাওয়াত মঙ্গল চণ্ডী কমপ্লেক্স, ফ্ল্যাট নং ১বি, ব্লক বি, ২য় তল, হোল্ডিং নং সি২-৯১/৮৮/১, ২, ৩, ৪, ৫, জি এল রায় রোড, পো. গোবিন্দপুর, থানা - মহেশতলা, কলকাতা - ৭০০১৪১, স্বস্তিক লজিস্টিকস-এর নিকট।	

প্রিয় স্যার,
উদ্ধার নোটিশ
বিষয়- স্থাবর সুরক্ষিত সম্পদ/বন্ধকী সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর নিয়ম ৮(৬) এর অধীনে বিজ্ঞপ্তি।
অ্যাকাউন্ট : শ্রী দীনেশ কুমার রাওয়াত
আমরা আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি **১৯.১০.২০২৪** তারিখে ইস্যুকৃত আমাদের নোটিশের প্রতি, ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে **১৮.১০.২০২৪** তারিখে **২৫,৪৯,১৬১ টাকা (পঁচিশ লাখ উনপঞ্চাশ হাজার একশো একষট্টি টাকা)** এবং ক্যাপশনযুক্ত অ্যাকাউন্টে স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া, সিকিউর ক্রেডিটর এবং ২৪.১২.২০২৪ তারিখের দখল নোটিশের পরে জমা হওয়া সুদ এবং চার্জ পুনরুদ্ধারের জন্য জারি করা হয়েছিল। কিন্তু আপনি উপরের নোটিশে উল্লিখিত বকেয়া পরিশোধ করতে ব্যর্থ হয়েছেন। অতএব, নোটিশের তারিখ থেকে ৩০ দিনের মধ্যে যদি আপনি সুদ, খরচ, চার্জ এবং ব্যয় সহ সম্পূর্ণ বকেয়া অর্থ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হন, তাহলে ২০০২ সালের সারফেসি আইন তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস এর প্রাসঙ্গিক নিয়ম অনুসারে ব্যাংক কর্তৃক পরিচালিত ই-নিলামে নীচে উল্লিখিত সংরক্ষিত মূল্যে সুরক্ষিত সম্পদ বিক্রয়ের জন্য এগিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে এবং উক্ত বিধির পরিশিষ্ট IV-A অনুসারে সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর নিয়ম ৮(৬) এবং নিয়ম ৯(১) এর অধীনে বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হবে।
বিক্রয় অধীন সুরক্ষিত সম্পদের বিবরণ :

ক্রম নং	সম্পত্তির বিস্তারিত	দখল নোটিশের তারিখ
১	**স্বত্বাধিকারী -শ্রী দীনেশ কুমার রাওয়াত, দলিল নং ১/১৬০৭১৩৯৮৮-২০২২ সালের।** সংশ্লিষ্ট সকল অংশ ১ টি স্বয়ংসম্পূর্ণ ফ্ল্যাট নং ১বি, দোতলায়, উত্তর-পশ্চিম মুখী, পরিমাণ আনুমানিক ৯৫৭ বর্গফুট কমবেশি সুপার বিল্ট আপ এরিয়া , ২ বেডরুম,১ লিভিং তথা ডাইনিং রুম, ১ কিচেন, ১ টয়লেট, ১ ওয়াটার ক্লোসেট এবং ১ বারান্দা, টাইলস মেঝে একতলা থেকে তিনতলা ভবনের সমুদয় সংখ্যায়িত ব্লক -বি, লিফট সুবিধা ব্লক বি এবং ব্লক সি অবস্থিত মৌজা : রামপুর, পরগনা : মাগুরা, জেএল নং ১০, জেলা কালেক্টরেট তৌজি নং ৯ এবং ৪১১, আরএস নং ৩৫২, সিএস খতিয়ান নং ৮, ১৪৭ এবং ২০৬, আরএস খতিয়ান নং ২৬২, ৩৮৭ এবং ৪০২, এলআর খতিয়ান নং ২৬২, ৮৪১, ৮৪২, এবং ১০৩৩, সিএস দাগ নং ৩৫১, এবং ৩৫৪, আরএস দাগ নং ৪৭৪,এবং ৪৭৭, এলআর দাগ নং ৪৭৪ এবং ৪৭৭, মহেশতলা পুরসভার ওয়ার্ড নং ১১, হোল্ডিং নং সি২-৯১/৮৮/১, ২, ৩, ৪, ৫, জি এল রায় রোড, পো: গোবিন্দপুর(এম), থানা : মহেশতলা, কলকাতা : ৭০০১৪১, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, **ভবনের চৌহদ্দি :** উত্তরে: গনেশ প্রামাণিকের এবং লঙ্গিয়া মোটর্স এর প্লট, দক্ষিণে : ৬ ফুট চওড়া সাধারণ চলার পথ, পূর্বে : ১৪ ফুট চওড়া সড়ক, পশ্চিমে : চাপদানি ইন্ডাস্ট্রিজের সম্পত্তি।	২৪.১২.২০২৪

আমরা আবারও আপনার অবগতির জন্য জানাই ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ধারা ১৩ এর উপ ধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা গণকে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে জামিনদত্ত সম্পদ সাধারণ নিলামের নোটিশ প্রকাশিত হওয়ার তারিখ পর্যন্ত উদ্ধারের বিষয়টি।

তারিখ : ১৮.০৬.২০২৫ অনুমোদিত অফিসার
স্থান : বেহালা স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া, আরএসিপিসি বেহালা

বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি
এতদ্বারা নাজিরপুর সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ এর সভ্য/সভ্যাবৃন্দদের জানানো যাইতেছে যে আগামী ইংরাজী ১৯-০৭-২০২৫ তারিখ শনিবার বেলা (১২) বারো-ঘটিকায় সমিতির অফিস গৃহে বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হইবে। উক্ত সভায় ২০০৬ সালের পশ্চিমবঙ্গ সমবায় সমিতি সমূহের আইনের ২৯ ধারায় যে সকল বিষয়ে আলোচনার বিধান আছে সেই অনুসারে উক্ত সভায় আলোচিত হইবে, উক্ত সভায় সকল সভ্য-সভ্যাবৃন্দের উপস্থিত থাকিবার জন্য অনুরোধ করা যাইতেছে।
আহ্বায়ক- শ্রী পিংকু দাস (সম্পাদক)
নাজিরপুর সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ
বীরনগর, নদীয়া

লা ওপালা আরজি লিমিটেড
CIN : L26101WB1987PLC042512
রেজি. অফিস : ইকো সেন্টার, ৯ম তল, ইএম- ৪, সেক্টর - V, কলকাতা - ৭০০০৯১
ফোন নং : +৯১ ৭৬০৪০ ৮৮৮১৪/৫/৬/৭, ইমেল : info@laopala.in, www.laopala.in

শেয়ারহোল্ডারদের প্রতি বিজ্ঞপ্তি
ইনভেস্টর এডুকেশন অ্যান্ড প্রোটেকশন ফান্ড ("আইইপিএফ") কর্তৃপক্ষের ডিম্যাট অ্যাকাউন্টে কোম্পানির ইক্যুইটি শেয়ার স্থানান্তর

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, কোম্পানি আইন, ২০১৩ ('আইন') এর ধারা ১২৪(৬) এবং ইনভেস্টর এডুকেশন এন্ড প্রোটেকশন ফান্ড কর্তৃপক্ষ (অ্যাকাউন্টিং, অডিট, ট্রান্সফার এবং রিফান্ড) রুলস, ২০১৬ ('আইইপিএফ রুলস') এর বিধান অনুসারে, কোম্পানিটি স্থানান্তরের নির্ধারিত তারিখ থেকে ৩০ দিনের মধ্যে টানা ৭ (সাত) বছর ধরে অপ্রদেয়/দাবিহীন সমস্ত ইক্যুইটি ইনভেস্টর এডুকেশন এন্ড প্রোটেকশন ফান্ড ('আইইপিএফ') কর্তৃপক্ষের ডিম্যাট অ্যাকাউন্টে স্থানান্তর করবে। উপরোক্ত আইন এবং আইইপিএফ রুলস অধীনে নির্ধারিত বিভিন্ন প্রয়োজনীয়তা অনুসারে, কোম্পানি ১৬ জুন, ২০২৫ তারিখে রেজিস্টার্ড ডাকযোগে সংশ্লিষ্ট শেয়ারহোল্ডারদের সর্বশেষ উপলব্ধ ঠিকানায় ৩১ আগস্ট, ২০২৫ এর মধ্যে এই ধরনের লভ্যাংশ দাবি করার জন্য পৃথক নোটিশ পাঠিয়েছে, যাদের শেয়ার ২০২৫-২৬ আর্থিক বছরে আইইপিএফ-এর কাছে স্থানান্তরিত হওয়ার জন্য দায়বদ্ধ।
আইইপিএফ রুলসের রুল ৬(৩)(এ) অনুসারে, কোম্পানি এমন শেয়ারহোল্ডারদের তালিকা আপলোড করেছে যারা টানা সাত বছর ধরে তাদের লভ্যাংশ নগদ করেননি এবং যাদের শেয়ার আইইপিএফ অ্যাকাউন্টে স্থানান্তরের জন্য দায়ী, শেয়ারহোল্ডারদের তথ্য এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য কোম্পানির ওয়েবসাইট www.laopala.in-এর বিনিয়োগকারী বিভাগে পাওয়া যাচ্ছে।
২০১৭-১৮ আর্থিক বছর এবং তার পরবর্তী অর্থবছরের দাবিহীন লভ্যাংশের পরিমাণ এবং শেয়ার দাবি করার জন্য, উপরে উল্লিখিত যোগাযোগ অনুসারে, শেয়ারহোল্ডারদের প্রয়োজনীয় নথিপত্র কোম্পানির রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট (আরটিএ) এর কাছে প্রেরণ করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, যদি শেয়ারহোল্ডাররা ৩১ আগস্ট, ২০২৫ তারিখে বা তার আগে উপরোক্ত দাবিহীন লভ্যাংশ দাবি করতে ব্যর্থ হন, তাহলে কোম্পানি উক্ত আইইপিএফ রুলসের অনুসারে, পরবর্তী কোনও নোটিশ ছাড়াই, শেয়ারহোল্ডারের নামে নিবন্ধিত কোম্পানির অন্তর্নিহিত ইক্যুইটি শেয়ারগুলি তার নির্ধারিত তারিখে আইইপিএফ কর্তৃপক্ষের ডিম্যাট অ্যাকাউন্টে স্থানান্তর করবে।
শেয়ারহোল্ডাররা মনে রাখবেন যে দাবিহীন লভ্যাংশ এবং আইইপিএফ কর্তৃপক্ষের কাছে স্থানান্তরিত সংশ্লিষ্ট শেয়ার উভয়ই, যার মধ্যে এই ধরনের শেয়ারের উপর অর্জিত সমস্ত সুবিধা, যদি থাকে, আইইপিএফ নিয়মে নির্ধারিত পদ্ধতি অনুসরণ করে আইইপিএফ কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে ফেরত দাবি করা যেতে পারে। আইইপিএফ বিধি অনুসারে নির্ধারিত ফর্ম আইইপিএফ-৫-এ আইইপিএফ কর্তৃপক্ষের কাছে একটি পৃথক আবেদন করতে হবে এবং এটি আইইপিএফ ওয়েবসাইট www.iepf.gov.in-এ সমস্ত বিবরণ সহ পাওয়া যাবে।
সংশ্লিষ্ট শেয়ারহোল্ডাররা, যাদের শেয়ার বাস্তব আকারে রয়েছে এবং যাদের শেয়ার আইইপিএফ কর্তৃপক্ষের ডিম্যাট অ্যাকাউন্টে স্থানান্তরিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, তারা মনে রাখবেন যে কোম্পানি আইইপিএফ কর্তৃপক্ষের ডিম্যাট অ্যাকাউন্টে শেয়ার স্থানান্তরের উদ্দেশ্যে শেয়ারহোল্ডারদের ধারণকৃত মূল শেয়ার সার্টিফিকেটের পরিবর্তে ডুপ্লিকেট শেয়ার সার্টিফিকেট জারি করবে এবং এই ধরনের ইস্যু করার পরে, তাদের নামে নিবন্ধিত মূল শেয়ার সার্টিফিকেট স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাতিল হয়ে যাবে এবং আলোচনার অযোগ্য বলে বিবেচিত হবে। অধিকন্তু, সংশ্লিষ্ট শেয়ারহোল্ডাররা যারা ডিমেটেরিয়ালাইজড আকারে শেয়ার ধারণ করছেন এবং যাদের শেয়ার আইইপিএফ কর্তৃপক্ষের কাছে স্থানান্তরিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, তারা মনে রাখবেন যে উপরোক্ত আইইপিএফ নিয়ম অনুসারে, কোম্পানি সংশ্লিষ্ট শেয়ারহোল্ডারের ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারীদের তাদের শেয়ার আইইপিএফ কর্তৃপক্ষের কাছে স্থানান্তর করার জন্য নির্দেশনা জারি করবে।
শেয়ারহোল্ডাররা আরও মনে রাখবেন যে কোম্পানির ওয়েবসাইটে আপলোড করা তথ্য কোম্পানি কর্তৃক ডুপ্লিকেট শেয়ার সার্টিফিকেট(গুলি) ইস্যু করার জন্য এবং আইইপিএফ কর্তৃপক্ষের ডিম্যাট অ্যাকাউন্টে শেয়ার স্থানান্তরের উদ্দেশ্যে ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারীদের নির্দেশ(গুলি) জারি করার জন্য পর্যাপ্ত নোটিশ হিসাবে বিবেচিত হবে।
কোনও দাবি বা প্রশ্নের ক্ষেত্রে, অনুগ্রহ করে কোম্পানির আরটিএ, মেসার্স মহেশ্বরী ডেটামেটিক্স প্রাইভেট লিমিটেড, ২৩, আর.এন. মুখার্জি রোড, ৬ষ্ঠ তল, কলকাতা - ৭০০ ০০১, ফোন ০৩৩ ২২৪৩-৫০২৯ অথবা ই-মেইল mdpldc@yahoo.com-এর সাথে যোগাযোগ করুন।

ডিরেক্টর বোর্ডের পক্ষে
লা ওপালা আরজি লিমিটেড
স্বা/-
জিৎ রায় চৌধুরী
কোম্পানি সেক্রেটারি

তারিখ : ১৭ জুন, ২০২৫
স্থান : কলকাতা

SBI

রিটেল অ্যাসেটস সেন্ট্রাল প্রসেসিং সেন্টার (আরএসিপিসি) চুঁচুড়া
(কোড - ৬৪১৫৩), "রহরা প্লাজা" ২য় তল মিউনিসিপাল বাস স্ট্যান্ড, জে. সি. ঘোষ সরণি
চুঁচুড়া, জেলা - হুগলি, পিন - ৭১২১০১, পঃবঃ, ই-মেল : sbi.64153@sbi.co.in

২০০২ সালের সারফেসি আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে নোটিশ

এতদ্বারা নিম্নোক্ত ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদাতা(গণ)-এর অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত হচ্ছে ব্যাঙ্ক থেকে গৃহীত ঋণ সুবিধার মূল এবং সুদ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় তাঁর ঋণ অ্যাকাউন্ট নন পারফর্মিং অ্যাসেটস (এনপিএ) শ্রেণিভুক্ত হয়েছে। উক্ত নোটিশ ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে ইস্যু করা হয়েছে এবং সর্বশেষ জ্ঞাত ঠিকানায় প্রেরণ করা হয়েছিল, কিন্তু তা অবণ্টিত অবস্থায় ফিরে এসেছে ফলে এই নোটিশ মারফত অবগত করা হচ্ছে।

ক্রম নং	ঋণগ্রহীতার নাম	স্বত্ব দলিল দ্বারা বন্ধকদত্ত স্থাবর সম্পত্তি	নোটিশের তারিখ	এনপিএ তারিখ	মোট বকেয়া (তারিখ ০৪.০৬.২০২৫ অনুযায়ী)
১	শ্রী কল্যাণ কুমার কুন্ডু (ঋণগ্রহীতা) পিতা প্রয়াত সত্যনারায়ণ কুন্ডু, **ঠিকানা ১ :** হোল্ডিং নং ৭১৯, সুখসনাতনতলা, নাপিতপাড়া, সেকেন্ড লেন, ওয়ার্ড নং ১৩, হাড়ুডু ক্লাব, চন্দননগর, জেলা : হুগলি, পিন : ৭১২১০৩। **ঠিকানা ২:** কাঠঘড়া লেন, গোস্বামী বাগান, চক বাজার,পো : হুগলি, থানা : চুঁচুড়া, জেলা : হুগলি, পিন : ৭১২১০৩	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং তদস্থিত দোতলা ভবন, পরিমাণ এরিয়া ০২ কাঠা ১৬ বর্গফুট বা ০.০৩৩ একর (একতলা ঢাকা এরিয়া ৭৯৮ বর্গফুট এবং ২য়তল ঢাকা এরিয়া ৭৯৮ বর্গফুট মোট ঢাকা এরিয়া ১৫৯৬ বর্গফুট) কমবেশি অবস্থিত মৌজা : চন্দননগর, জেএল নং ১, সিট নং ১৬,আরএস দাগ নং ৪৭৩, এলআর দাগ নং ৭৫৩, আরএস খতিয়ান নং ২২৪, এলআর খতিয়ান নং ১৯২১, ১৯২২ এবং ১৯২৩, চন্দননগর পুরসভা অধীন, ওয়ার্ড নং ১৩, হোল্ডিং নং ৭১৯, অবস্থিত নাপিতপাড়া সেকেন্ড লেন, থানা : চন্দননগর, জেলা : হুগলি। **দলিল নং ১/০৪২৭৪-২০২১ সালের।** এডিএসআরও চন্দননগর। **সম্পত্তি শ্রী কল্যাণ কুমার কুন্ডু,** পিতা প্রয়াত সত্যনারায়ণ কুন্ডু এর নামে, সম্পত্তির **চৌহদ্দি :** উত্তরে : পুরসভার নিকাশি এবং ৮ ফুট চওড়া কংক্রিট রোড-নাপিতপাড়া সেকেন্ড লেন, দক্ষিণে : নীতা দাসের সম্পত্তি, পূর্বে : পুরসভা নিকাশি, পশ্চিমে : ৮ ফুট চওড়া কংক্রিট রোড-নাপিতপাড়া সেকেন্ড লেন।	০৫.০৬.২০২৫	০২.০৬.২০২৫	**৩০,৩৩,৬৪৫.০০ টাকা (তিরিশ লাখ তেত্রিশ হাজার ছশো পঁয়তাল্লিশ টাকা) ০৪.০৬.২০২৫ অনুযায়ী।** আপনারা ০৫.০৬.২০২৫ থেকে চুক্তি মোতাবেক হারে উক্ত পরিমাণের জন্য সুদ, তাৎক্ষণিক ব্যয়, মূল্য, চার্জ ইত্যাদি দিতে দায়বদ্ধ।

নোটিশের বিকল্প পরিষেবা হিসেবে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। উক্ত ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণ/আইনি উত্তরাধিকারীগণ সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে, ব্যর্থ হলে সংশ্লিষ্ট ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৪) অধীনে এই নোটিশের ৬০ দিনের পরবর্তীতে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

তারিখ : ১৮.০৬.২০২৫ অনুমোদিত অফিসার
স্থান : চুঁচুড়া স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, আরএসিপিসি চুঁচুড়া

SBI

এসবিআই, আরএসিপিসি বেহালা (১৭৮৯৯)
২৩এ/৪৪এক্স, ৪র্থ তল, জীবন তারা বিল্ডিং, ডি. এইচ. রোড,
তারাতলা, কোল - ৭০০০৫৩ ই-মেল - sbi.17899@sbi.co.in

২০০২ সালের সারফেসি আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে নোটিশ

এতদ্বারা নিম্নোক্ত ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত হচ্ছে ব্যাঙ্ক থেকে গৃহীত ঋণ সুবিধার মূল এবং সুদ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় তাঁর ঋণ অ্যাকাউন্ট নন পারফর্মিং অ্যাসেটস (এনপিএ) শ্রেণিভুক্ত হয়েছে। উক্ত নোটিশ ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে ইস্যু করা হয়েছে এবং সর্বশেষ জ্ঞাত ঠিকানায় প্রেরণ করা হয়েছিল, কিন্তু তা অবণ্টিত অবস্থায় ফিরে এসেছে ফলে এই নোটিশ মারফত অবগত করা হচ্ছে।

ক্রম নং	ঋণগ্রহীতাগণ/ জামিনদাতাগণের নাম এবং ঠিকানা শাখার নাম এবং এ/সি নং	স্বত্ব দলিল দ্বারা বন্ধকদত্ত সম্পত্তির বিস্তারিত	নোটিশের তারিখ এনপিএ তারিখ	বকেয়া পরিমাণ
১	**বিশ্বনাথ মন্ডল** উত্তর রামকৃষ্ণপুর, ধান্যশিষ পাড়া, বহরমপুর গ্রাম পঞ্চায়েত, পো: সুখদেবপুর, জয়রামপুর, থানা : বিষ্ণুপুর, পশ্চিমবঙ্গ ৭৪৩৫০৩, সেন্ট জোশেফ ব্রাইট স্কুল এর নিকট। **শাখা : এসবিআই আরএসিপিসি বেহালা ক) এইচবিএল টার্ম লোন (গুলি) ৩৬৫৫৬৭৪২২৮৪ খ) এইচবিএল টপ আপ এ/সি নং ৩৭৯৮৩১২৮৩৬১ গ) ২য় হোম টপ আপ এ/সি নং ৩৮৯০৯০৩২৬৮৮**	তপশিল-সি, অংশ -১ **নথিভুক্ত বুক নং ১, ভল্যুম নং ১৬১৩-২০২২, পৃষ্ঠা ১৪৫৫৯৬ থেকে ১৪৫৬৩০, দলিল নং ১৬১৩০৬৪৯৫-২০২২ সালের, অতিরিক্ত জেলা সাব রেজিস্ট্রার অফিস -এডিএসআর বিষ্ণুপুর, পশ্চিমবঙ্গ।** (অংশ ২) দ্বিতীয় তপশিল উল্লেখ্য উপরোক্ত **স্বত্বাধিকারী : শ্রী বিশ্বনাথ মন্ডল** সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাণ কমবেশি ২ কাঠা অবস্থিত মৌজা : রামকৃষ্ণপুর, পরগনা : আজিমাবাদ, তৌজি নং : ৪০১, জেএল নং ৭০, আরএস নং ৭৬, খতিয়ান নং ১৬৮, এবং ১০৫৭, এলআর খতিয়ান নং ১৭৫৬, আরএস এবং এলআর দাগ নং ১৩৯, থানা : বিষ্ণুপুর, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, **চৌহদ্দি : উত্তরে :** দাগ নং ১৪০, **দক্ষিণে :** ৬ ফুট চওড়া সাধারণ চলার পথ, **পূর্বে :** প্লট নং ৩, **পশ্চিমে :** প্লট নং ১।	১৩(২) ধারা অধীনে নোটিশের তারিখ ৩০.০৪.২০২৫ এনপিএ তারিখ ২৯.০৭.২০২৪	ক) এইচবিএল টার্ম লোন এ/সি নং ৩৬৫৫৬৭৪২২৮৪ খ) এইচবিএল টপ আপ এ/সি নং ৩৭৯৮৩১২৮৩৬১ গ) সেকেন্ড হোম টপ আপ এ/সি নং : ৩৮৯০৯০৩২৬৮৮ ৮,৬২,৫২০ টাকা (আট লাখ বাষট্টি হাজার পাঁচশ কুড়ি টাকা) ২৯.০৪.২০২৫ অনুযায়ী। আপনারা চুক্তি মোতাবেক হারে উক্ত পরিমাণের জন্য সুদ, তাৎক্ষণিক ব্যয়, মূল্য, চার্জ ইত্যাদি দিতে দায়বদ্ধ।

নোটিশের বিকল্প পরিষেবা হিসেবে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। উক্ত ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদাতাগণ (যেখানে প্রযোজ্য) সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে, ব্যর্থ হলে সংশ্লিষ্ট ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৪) অধীনে এই নোটিশের ৬০ দিনের পরবর্তীতে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

তারিখ : ১৮.০৬.২০২৫ অনুমোদিত অফিসার
স্থান - বেহালা, কলকাতা স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

সম্পাদকীয়

আমজনতার ট্যাক্সের টাকায় ক্ষতিপূরণের নামে এই দানছত্র আর কতকাল?

সোমবার গভীর রাতে ভয়াবহ আগুনে জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে গেল দক্ষিণ কলকাতার খিদিরপুরের অরফ্যানগঞ্জ বাজার। স্থানীয়দের দাবি, প্রায় ১,৩০০ দোকান নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে। সরকারি মতে সংখ্যাটা কিছুটা কম। আগুন নেভার একদিন পর মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে নতুন করে বাজার গড়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। মিলেছে ৫০ হাজার থেকে ১ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণের আশ্বাসও। বিপুল ক্ষতির পাশাপাশি আচমকা রোজগার হারানো মানুষগুলোর ক্ষতে এর ফলে কতটা প্রলেপ লাগলো বলা কঠিন। তবে সময় এগিয়ে যাবে। নতুন ঘটনা, দুর্ঘটনা সামনে আসবে। অরফ্যানগঞ্জ বাজারের স্মৃতি ফিকে হতে থাকবে। ঠিক যেভাবে হারিয়ে গিয়েছে, বড়বাজারে বেআইনি হোটেলে আগুন লেগে ১৬ জনের মৃত্যু। মানুষ ভুলে গিয়েছে দমদম গোরা বাজারে আগুন, ট্যাংরার গুদামে আগুন। আরও আগে স্টিফেন কোর্ট বিল্ডিং থেকে স্ট্যান্ড রোডে পূর্ব রেলের দফতরে আগুন লাগার ভয়াবহ স্মৃতি। এভাবে চলছে 'এগিয়ে বাংলা'। কারও কোনও ভ্রূক্ষেপ নেই। নির্বিকার প্রশাসন। বেপরোয়া ব্যবসায়ীদের একাংশ। আর পুলিশ থেকে পুরসভা, কর্তারা শুধু চোখ বুজে যে যাঁর মতো পকেট ভরতে ব্যস্ত। নিয়ম নীতির বালাই এখানে নেই। না আছে নিয়ন্ত্রণ, না আছে নজরদারি। ফল যা হওয়ার তাই হচ্ছে। দিনের পর দিন একটা ঘটনার পর আমার আপনার ট্যাক্সের টাকায় সরকার দানছত্র চালিয়ে যাচ্ছে। ঘটনার পর কত কথা, কত ব্যবস্থা, কত পদক্ষেপ। বছর ঘোরে না, মাস ঘোরে না, ফের আগুন লাগে। চিরতরে ঝরে যায় আরও কয়েকটা নিরীহ, নির্দোষ তাজা প্রাণ। সরকার ফের নতুন প্রলেপ লাগিয়ে ভুলিয়ে দেয় সব দুঃসহ স্মৃতি। এটাই ট্র্যাডিশন হয়ে দাঁড়িয়েছে এ রাজ্য। বড় বাজারে হোটেলে আগুন লাগার পর শহরের কয়েকটা রূফটপ হোটেল তড়িঘড়ি বন্ধ করে দিয়েছিল পুরসভা। কিন্তু রূফটপ ছাড়াও হাজার হাজার হোটেল চলছে কি সব নিময় নীতি মেনে? গ্রাম, জেলা শহর, মফঃস্বল বাদ দিন। কলকাতার বাজারগুলোয় একটু পা দিলেই টের পাওয়া যায় কী অবস্থায় চলছে এসব। আমাদের সৌভাগ্য, কোনও দুর্ঘটনা ঘটছে না, ঘটলে কী হবে কেউ জানে না। কার্যত সবটাই বারুদের স্তূপ।

শব্দবাণ-৩০৬

১		২	■	৩		৪
	■		■		■	
৫			■	৬		
■	■	■	■	■	■	■
৭		৮	■	৯		১০
	■		■		■	
১১			■	১২		

শুভজ্যোতি রায়

সূত্র—পাশাপাশি: ১. চাঁপা কলা ৩. তোয়াক্কা, ভরসা ৫. গ্রহণ করা ৬. ভাঁড় ৭. প্রতিকার প্রার্থনা, আবেদন ৯. মারাত্মক বিষধর ফণাওয়ালা সাপবিশেষ ১১. আগাছা ১২. নূতন, অভিনব।

সূত্র—উপর-নীচ: ১. নিষ্ঠুরপ্রকৃতি লোক ২. আঁকশি ৩. অজুহাত, ছল ৪. ফুলের তোড়া ৭. অসন্তুষ্ট ৮. মাছের আঁশ ৯. কক্ষ, কামরা ১০. ধূর্ত বা প্রতারক।

সমাধান: শব্দবাণ-৩০৫

পাশাপাশি: ২.উষ্ণমণ্ডল ৩.জনবিরল ৬. নয়নজল ৭. কমসেকম।

উপর-নীচ: ১. সাপ্তপদীন ২. উপজনন ৪. বিফলকাম ৫. লক্ষ্মণভোগ।

জন্মদিন

আজকের দিন

সুনয়নী দেবী

১৮৬১ বিশিষ্ট লেখক দেবকীনন্দন ক্ষত্রীর জন্মদিন।
১৮৭৫ বিশিষ্ট চিত্রাঙ্কন শিল্পী সুনয়নী দেবীর জন্মদিন।
১৯৫০ বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ শ্রীকান্তকুমার জেনার জন্মদিন।

দ্বিচারী ট্রাম্প সাহেব এটা কিন্তু মোদীর ভারত!

সুবীর পাল

অতুলপ্রসাদ সেনের রচিত সেই ছত্রগুলো আজকের দুনিয়ায় কি প্রবল প্রাসঙ্গিক তাই না? মনে পড়ে যায় সেই কালদর্শিত কলম আঁচরগুলো। 'বলো, বলো, বলো সবে, শত বীণা বেণু রবে, ভারত আবার জগৎ সভায় শ্রেষ্ঠ আসন লবে। ধর্মে মহান্ হবে, কর্মে মহান হবে, নব দিনমণি উদিবে আবার পুরাতনে পূরবে।'

আজকের ভারত তো অতুলপ্রসাদ সেনের সেই চেতন প্রতিফলনের বাস্তব রূপ। নইলে পৃথিবীর তথাকথিত স্বঘোষিত দাদা দেশগুলো ভারতের প্রতি এতো ঈর্ষান্বিত হতে যাবেই বা কেন খামোখা?

আজ তামাম দুনিয়ার কাছে এই স্পর্শকাতর বিষয়টাই অনেক বড় আকারে পরিণত হয়েছে। অগ্রগতির চরাচরে ভারত যেখানে অগ্রপথিককের বেশে অপ্রতিদ্বন্দ্বী, সেখানে দ্বিচারিতার আত্মলেহনে নিজস্ব ইতিবাচক আদর্শকেও বর্জন করতে কসুর করতে ছাড়ছে না ইউরোপীয়, ইউরো এশীয় এবং এশীয় মুরুব্বি রাষ্ট্রগুলো। আসলে তাদের বড় বুক জ্বালা ভারতের সার্বিক বিশ্ব শিরোপার নিপুণ হাসিলে।

অবশেষে বিশ্ব দ্বিচারিতার বিরুদ্ধে প্রশ্নটা কিন্তু কিছুতেই দমানো গেল না। তারজন্য যতই উল্টো দিকের নীরব উপেক্ষা ধেয়ে আসুক না কেন।

এই প্রশ্নটা আসলে ভারত আত্মার অন্তরে বাহিরে।

প্রশ্নকর্তা অবশ্যই একজন প্রবীণ সম্পাদক সাংবাদিকের।

তিনি আর কেউ নন। দেশবরেণ্য ওজনদার অকুতভয় কলামিস্ট এম জে আকবর। প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রীও বটে।

প্রশ্নটি এরকম, 'ভারতে সন্ত্রাস ঘটলে পশ্চিমী দুনিয়া চুপ করে যায় কেন? জঙ্গিপনার বিরুদ্ধে পশ্চিমী দেশগুলো দুই মুখো নীতি নিয়ে চলে কেন?'

বেলজিয়ামের ব্রাসেলসের মঞ্চ থেকে বক্তব্য রাখতে গিয়ে এম জে আকবর এই প্রশ্নগুলো ছুড়ে দিয়েছিলেন বাকি বিশ্বের নানা প্রান্ত বিভিন্ন প্রান্তিকে। কিন্তু অদ্ভুত বিস্ময়কর বিষয় হলো, আন্তর্জাতিক দুয়ারে যখন প্রশ্নগুলো তুলে ধরা হয়েছে ঠিকই তখন তার অনুররণ মার্কিন দাদাগিরির হোয়াইট হাউস থেকে ইউরোপীয় ইউনিয়নের সদর দফতর ব্রাসেলসে অবশ্যই কড়া নেড়েছে, এতে কোনও সন্দেহ নেই। কিন্তু এই প্রশ্নের প্রেক্ষিতে আরও একটা সন্দেহাতীতভাবে প্রশ্নের পিঠে প্রশ্ন উঠে গেল, ভারতের মনে সন্দেহ জাগা এই প্রশ্নের উত্তর কি পৃথিবীর অন্য দেশগুলোর অজানা? নাকি সব জেনেও অজানার ভেক সেজে থাকছে বাকি দেশগুলো?

অপারেশন সিঁদুর আপাতত স্থগিত রাখার পর দেশের সাতটি সংসদীয় দল সারা বিশ্বের ৩২ টি দেশে ভ্রমণ করে ভারতের অবস্থান স্পষ্ট ভাবে ব্যাখা করেছে। এরমধ্যে প্রবীণ সাংবাদিক এম জে আকবরের তোলা এই প্রশ্ন সূচক বক্তব্য সমস্ত ভারতবাসীর হৃদয়কে ছুঁয়ে গেছে। আর বাকি দুনিয়াবাসী মুখটাকে টেনে এনে একটা আয়নার সামনে দাঁড় করিয়ে তিনি দীপ্ত কণ্ঠে বলতে পেরেছেন, এই দেখ তোমাদের দুমুখো সত্ত্বাটা। ভালো করে আরও একবার তোমরা নিজেদের চিনে নাও।

বিজেপি সাংসদ রবিশঙ্করের নেতৃত্বে সংসদীয় দলের অন্যতম সদস্য হিসেবে এম জে আকবর গিয়েছিলেন বেলজিয়াম, জার্মানি, ফ্রান্স, ডেনমার্ক, ইতালিতে। এই সফরকালেই তিনি সরাসরি প্রশ্ন তোলেন, 'ভারত আদৌ প্রতিহিংসা পরায়ণ দেশ নয়। আমাদের দেশ চিরকালীন শান্তিতে বিশ্বাসী। সারা বিশ্বকে শান্তির পথ এতকাল দেখিয়ে এসেছে এই ভারত। কিন্তু ভারতেরও তো আত্মরক্ষার অধিকার আছে। এটা কেন বাকি দুনিয়া বুঝতে চাইছে না। আমাদের দেশ জঙ্গির নিশানা হলে আমাদের ন্যায় বিচার চাওয়ার দাবি তো থাকবেই।'

যুগান্তকারী এই অসাধারণ বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি আরও বলেন, 'আমরা তো ইউরোপীয় দেশগুলোর স্বার্বভৌমত্বকে সম্মান করি। তাদের গণতান্ত্রিক প্রশ্নগুলোকে যথাযথ মর্যাদা দিই। তাহলে এই পৃথিবীতে দুটো আইন চলতে পারে কোন অধিকারে? পাকিস্তানের আশ্রিত সন্ত্রাসবাদ দমনের প্রশ্নে জঙ্গি হানায় বিক্ষত ভারতকে সংযমী হতে বলে বাণিজ্য সম্পর্ক টেনে চাপ দেওয়া হয়েছে। আবার সেই আমেরিকা নিজেদের বিধ্বস্ত টুইন টাওয়ারের বদলা নিতে ১২ হাজার কিলোমিটার পথ পাড়ি দিয়েছিল আফগানিস্তানকে সবক শেখাতে। আর পাকিস্তানের মাটিতে পাঁচশো কিলোমিটার কম দূরত্বে আমাদের দেশ জঙ্গিদের নিশানা করলে ভারতকে নিরস্ত্র থাকার আবেদন জানানো হচ্ছে। এটা কেমন দ্বিতত্ত্বের দুনিয়া।'

প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা প্রথিতযশা কলামিস্টের এই দুনিয়া কাঁপানো প্রশ্নের প্রেক্ষাপটে সংসদীয় দলের প্রধান রবিশঙ্কর জানান, আমরা সারা বিশ্বের কাছে জানতে চাই যাঁরা জঙ্গির আক্রমণের শিকার হয়েছেন তাঁদের কি মানবাধিকার প্রাপ্তির অধিকার আছে? ভারত আদতে কিন্তু সংযমী রাষ্ট্র। এবার বিশ্ববাসীর জবাব দেবার সময় উপস্থিত।'

কিন্তু 'কি তার জবাব দেবে যদি বলি আমি কি হেরেছি! তুমিও কি একটুও হারোনি।' না আমি বলতে ভারতবর্ষ আজ কিন্তু হারিনি। বরং সংযমে, নৈতিকতায়, আত্মরক্ষায় আমরা আজ বিজয়ী। আর তুমি? পাকিস্তানের পক্ষ নেওয়া হে পশ্চিমা তোমরা আজ দুই আইনের ধামা ধরে নিঃশ্চুপ, তোমরা ঈর্ষাকাতর সুবিধাবাদী। তাই তোমরা এখন পরাজিত পাক পক্ষপাতিত্বের একেকজন নিঃশ্চুপ প্রতিনিধি মাত্র।

হ্যাঁ তোমরা ঈর্ষাকাতরই। তাইতো ভারতীয় একজন সাংবাদিক বুক চিতিয়ে প্রশ্নটা সঠিক জায়গায় উত্থাপন করে এসেছেন। ইউরোপীয় ইউনিয়নের সদর দফতর ব্রাসেলসের মাটিতে দাঁড়িয়ে। তাহলে ইউরোপীয় ইউনিয়নের কমিশনের সভাপতি উরসুলা ভন ডের লেইন এখনও চুপ কেন? কথা কও কথা কও। আর কথা কও! একটাই অকথিত উত্তর, ভারতের প্রতি ঈর্ষাপরায়ণতা।

আজ ভারত স্বাধীনতা প্রাপ্তির ৭৮ তম বছরের দোড় প্রান্তে দাঁড়িয়ে। আজকের ভারত সে তার অতীতের যাবতীয় দ্বিধাগ্রস্ত ভারতের ছায়া মাত্র। ১৯৯১ সালে ভারত অর্থনৈতিক উদারীকরণের ডাক দিয়েছিল তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী নরসীমা রাওয়ের নেতৃত্বে। অর্থমন্ত্রী মনমোহন সিংয়ের ক্যারিশমায়। ভারতীয় মিশ্র অর্থনীতির নেহরু চেতনার অঙ্গনে যেন হঠাৎ শুরু হওয়া এক লপ্তের বিশ্বায়ন উদারনীতির দক্ষিণা বাতাস। এটাই হলো নব ভারতের প্রথম অভিযাত্রা আগামীর লক্ষ্যে। বিবিধের মধ্যে আর্থিক সতন্ত্রতার অভিসারে।

আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সে আজ ভারত পশ্চিমার চ্যালেঞ্জ। মেধায় আজ ভারত পশ্চিমার নতমস্তকের কারণ। উন্মুক্ত বাজারে আজ ভারত পশ্চিমার হিংসা। অভ্যন্তরীণ ব্যুরোক্র্যাটের সম্মিলিত সাফল্যে আজ ভারতকে দেখে পশ্চিমা হতবাক। এর সঙ্গে ককটেল পাঞ্চ হয়েছে ভারতের অধুনা জাতীয়তাবোধ। শেষ একটা দশকে ভারতবাসীর মধ্যে একটা অতিরিক্ত মাত্রায় তীব্র জাতীয়তাবাদের উন্মেষ ঘটতে দেখা গিয়েছে। যা ভারতের অগ্রগতির পালে বাড়তি হাওয়া জুগিয়েছে অনায়াস ছন্দে। সুতরাং, ভারতের সর্ব আঙ্গিকের এই উচ্চ যেথা শির অনেক পশ্চিমা দেশের শিরঃপীড়ার কারণ হয়ে উঠেছে। ফলে অস্তিত্ব সঙ্কটজনিত ঈর্ষা আজ কিছু ইউরোপীয় দেশের ভারতীয় অ্যালার্জিতে পরিণত হয়েছে স্বাভাবিক কারণেই। মনে রাখতে হবে, অধুনা অ্যাপল কর্তা এবং টেসলা বা স্পেসএক্সের মালিক আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের মুখের উপর বাণিজ্যিক চপেটাঘাত করে অধুনা ভারত বন্দনায় মশগুল। অগত্যাকী আর করারই বা আছে। সুতরাং 'ঝিকে মেরে বৌকে শেখানো'র মতো ঈর্ষান্বিত পশ্চিমি দেশগুলো আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্র জঙ্গিদের বিশ্ববিদ্যালয় পাকিস্তানের পিঠ চাপড়াতে ব্যস্ত। অন্তত দইয়ের বদলে ঘোলেই ডুবে থাকা যাক আপাতত। কিন্তু সাবধান, উগ্রপন্থা কখনও কারও পোষ্য হয় না। তারা শুধু লালিত হয়। একটু দয়া করে '৯/১১'র ঘটনাকেমনে রাখবেন তথাকথিত একদা তালিবানের মদতপুষ্টরা।

সেই শুরু এগিয়ে চলার পথে সওয়ার হবার। ধীরে ধীরে শ্রেষ্ঠত্বের স্বপ্নপূরণে। তারপর ১৯১৪ সাল থেকে উদারীকরণের পথে কালো ঘোড়ার দুরন্ত সাহসী দৌড়ের বাজি ধরলেন নরেন্দ্র মোদী। দৌড়ের তুরুপের তাস হিসেবে ট্রাম্পকার্ড সামনে নিয়ে এলেন 'মেক ইন ইন্ডিয়া।' এরপর আর ভারতকে পিছিয়ে তাকাতে হয়নি। বৈশ্বিক রাজনীতিতে ভারত আজ একদম প্রথম সারির থিঙ্ক ট্যাঙ্ক। অর্থনৈতিক দিক থেকে জাপানকে পিছনে ফেলে ভারত আজ চতুর্থ বিত্তশালী দেশ। সামরিক ক্ষেত্রে এই দেশ আজ চতুর্থ শক্তিধর রাষ্ট্র। বাণিজ্যের ময়দানে আমেরিকার শুল্ক বৃদ্ধির একচেটিয়া দাদাগিরির পাল্টা ভারতীয় শুল্ক মাশুলে অতিরিক্ত অঙ্ক চাপিয়ে দেওয়ার হিম্মত, স্বদেশে তৈরি সামরিক অস্ত্র বিদেশে রপ্তানির নয়া উদ্যোগ আজ যে বহু পশ্চিমা দেশের আতঙ্কের কারণ হয়ে উঠেছে আজকের 'জয় হো' ভারত।

আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সে আজ ভারত পশ্চিমার চ্যালেঞ্জ। মেধায় আজ ভারত পশ্চিমার নতমস্তকের কারণ। উন্মুক্ত বাজারে আজ ভারত পশ্চিমার হিংসা। অভ্যন্তরীণ ব্যুরোক্র্যাটের সম্মিলিত সাফল্যে আজ ভারতকে দেখে পশ্চিমা হতবাক। এর সঙ্গে ককটেল পাঞ্চ হয়েছে ভারতের অধুনা জাতীয়তাবোধ। শেষ একটা দশকে ভারতবাসীর মধ্যে একটা অতিরিক্ত মাত্রায় তীব্র জাতীয়তাবাদের উন্মেষ ঘটতে দেখা গিয়েছে। যা ভারতের অগ্রগতির পালে বাড়তি হাওয়া জুগিয়েছে অনায়াস ছন্দে। সুতরাং, ভারতের সর্ব আঙ্গিকের এই উচ্চ যেথা শির অনেক পশ্চিমা দেশের শিরঃপীড়ার কারণ হয়ে উঠেছে। ফলে অস্তিত্ব সঙ্কটজনিত ঈর্ষা আজ কিছু ইউরোপীয় দেশের ভারতীয় অ্যালার্জিতে পরিণত হয়েছে স্বাভাবিক কারণেই। মনে রাখতে হবে, অধুনা অ্যাপল কর্তা এবং টেসলা বা স্পেসএক্সের মালিক আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের মুখের উপর বাণিজ্যিক চপেটাঘাত করে অধুনা ভারত বন্দনায় মশগুল। অগত্যাকী আর করারই বা আছে। সুতরাং 'ঝিকে মেরে বৌকে শেখানো'র মতো ঈর্ষান্বিত পশ্চিমি দেশগুলো আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্র জঙ্গিদের বিশ্ববিদ্যালয় পাকিস্তানের পিঠ চাপড়াতে ব্যস্ত। অন্তত দইয়ের বদলে ঘোলেই ডুবে থাকা যাক আপাতত। কিন্তু সাবধান, উগ্রপন্থা কখনও কারও পোষ্য হয় না। তারা শুধু লালিত হয়। একটু দয়া করে '৯/১১'র ঘটনাকেমনে রাখবেন তথাকথিত একদা তালিবানের মদতপুষ্টরা।

আর ভারত? কোনও ঈর্ষার মাপকাঠিতে ভারতকে রোখা যে যাবে না বস্। সুচনার সুচনাটা নরসীমা রাও করে গেলেও আজকের এই দেশটি যে মোদীর ভারত। হে বিশ্ববাসী তোমাদের কোনও প্রশ্নের উত্তর আর দয়া করে দিতে হবে না, বিলিভ মি। শুধু তোমরা সমস্বরে বলো 'জয় হিন্দ।'

দেশের অভ্যন্তরে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর কঠোর সমালোচনায় সর্বদাই সরব থাকেন বিরোধী দলগুলো। অথচ তাঁর দাপুটে নেতৃত্ব বিশ্বব্যাপী সকল রাষ্ট্রনেতাদের মাথা ঝোঁকানো তীব্র সমীহ একইসঙ্গে আদায় করে নেয় অহরহ। আসলে এটাই বৈচিত্র্যের ভারত। যার অভ্যন্তরীণ মতাদর্শে গণতন্ত্রই সর্বাপেক্ষা সম্মানিত। আর বহির্জগতের উঠোনে আমরা দেশজ ঐক্যের মহামিলনে একাকার। কি জাতীয়তার প্রসঙ্গে। কি বৈদেশিক নীতির প্রসঙ্গে। বহির্দুয়ারে দশে মিলে করি কাজ হারি জিতি নাহি লাজ মন্ত্রে অধুনার ভারত যে নৈতিক ভাবে দীক্ষিত। দাদাবাজের দুনিয়া তো তাই দ্বিতাত্ত্বিক নীতি নিয়ে চলতে বাধ্য হবেই। নিপাতনে সিদ্ধ নিমপাতা গেলার মতো জঙ্গিবাদ নিয়ে এক চোখ খুলে তো রাখবেই। কারণ তাদের কাঙ্খিত দুনিয়া প্রভুত্বের পঞ্চমুন্ডির আসনে মেরা ভারত মহান যে অনিবার্য ভাবেই আজ প্রবল রূপের নয়া উচ্চ যেথা শির।

তাই এম জে আকবরেরা বিশ্বের দিকে আঙ্গুল তুলে চোখা প্রশ্ন করবেই। এবার থেকে এটাও যে দুনিয়ার সন্মুখে নয়া ভারতের তুলে ধরা একটা নতুন প্রশ্ন যুগের প্রবর্তন। আর বাকি পৃথিবীর নিঃস্তব্ধতায় একটি প্রবাদ কি অদ্ভুতরকমের বাঙ্ময় হয়ে উঠেছে আজকাল, যারে দেখতে নারি তার চলন বাঁকা।

তাই তো ট্রাম্প সাহেব? আপনি তো আবার জঙ্গি প্রেমী পাকিস্তানের সেনাপ্রধান মুনিরকে নিজের দেশে আমন্ত্রণ জানিয়ে আত্মতৃপ্তির সুখ লাভ করতে বেশ ভালোবাসেন। একটা কথা আপনাকে মনে করিয়ে দিই কেমন, এটা কিন্তু আদতে মোদীর ভারত!

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

তৃণমূল কর্মী খুন, গ্রেপ্তার ৪ দুষ্কৃতী

নিজস্ব প্রতিবেদন, বসিরহাট: ভরাবাজারে বসিরহাট দক্ষিণের বিধায়ক ঘনিষ্ঠ তৃণমূল কর্মীকে গুলি করে পরে মৃত্যু নিশ্চিত করতে কুপিয়ে খুনের অভিযোগ। খুন করে চম্পট দিল দুষ্কৃতীর দল। আতঙ্কে এলাকার মানুষ। তদন্তে নেমে পুলিশ রাতেই ৪ জনকে গ্রেপ্তার করেছে। মঙ্গলবার তাদের বসিরহাট মহকুমা আদালতে তোলা হলে বিচারক পুলিশি হেপাজতের নির্দেশ দেন। প্রাথমিক অনুমান, জমিজমার ব্যবসা সংক্রান্ত বিবাদের জেরেই খুন। সোমবার সাড়ে ন'টা নাগাদ ঘটনাটি ঘটেছে বসিরহাট মহকুমার বসিরহাট থানার গোটরা গ্রাম পঞ্চায়েতের ঘোনা বাজারে।

জানা গিয়েছে, বছর ২৫ এর তৃণমূল কর্মী আনার হোসেন গাজি রাত সাড়ে আটটা-ন'টা নাগাদ বাড়ির কিছু দূরে ঘোনাবাজারে একটি চায়ের দোকানে বসে আড্ডা দিচ্ছিলেন বন্ধুদের সঙ্গে। সাড়ে ন'টা নাগাদ ১০ থেকে ১৫ জনের একটি দুষ্কৃতী দল হাতে ধারালো অস্ত্র ও আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে হামলা চালায় ওই তৃণমূল কর্মীর ওপর। প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, হঠাৎই একদল দুষ্কৃতী এসে কাছ থেকে তিন রাউন্ড গুলি চালায়। মৃত্যু নিশ্চিত করতে ধারালো অস্ত্র দিয়ে ঘাড়ে ও হাতে কোপায়। রক্তাক্ত অবস্থায় মাটিতে লুটিয়ে পড়েন আনার। খুন করেই দুষ্কৃতীরা পালিয়ে যায়। স্থানীয়রা ছুটে এসে ওই যুবককে উদ্ধার করে বসিরহাট স্বাস্থ্য জেলা হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন।

মৃত আনার হোসেন

এই ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে দোকান বাজার বন্ধ হয়ে যায়। মানুষজন ছুটে পালিয়ে চলে যান। গোটা এলাকায় আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি হয়। খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে আসে বসিরহাট থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী। ততক্ষণে দুষ্কৃতীরা গা ঢাকা দেয়। মৃত যুবক বসিরহাট দক্ষিণের বিধায়ক সপ্তসি বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছায়াসঙ্গী হিসেবে পরিচিতি, বিধায়কের সঙ্গে একাধিক জায়গায় তাঁকে দেখা গিয়েছে এমনটাই দাবি মৃত তৃণমূল কর্মীর কাকা ফজের আলি গাজির।

প্রত্যক্ষদর্শীরা এও বলেন, সপ্তাহ দুয়েক আগে গ্রামেরই কয়েকজনের সঙ্গে ঝামেলা হয়। সেই গণ্ডগোলের জেরে খুন না এর পেছনে অন্য কোনও কারণ আছে? পুরো বিষয়টি নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। তবে শোনা যাচ্ছে মৃত আনারের সঙ্গে তাঁর এলাকারই একজনের সঙ্গে ঝামেলা চলছিল অর্থ লেনদেন নিয়ে। এই ঘটনায় রীতিমতো চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে ঘোনা গ্রামে। দোষীদের অবিলম্বে গ্রেপ্তারের দাবি জানিয়েছেন মৃতের পরিবার ও গ্রামবাসীরা।

বসিরহাট পুলিশ জেলার পুলিশ সুপার মেহেদি রহমান হোসেন জানান, ৯ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের হয়েছে। তার মধ্যে দু'জন সাবির আলি গাজি ও ফিরোজ গাজিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এছাড়াও বাকিবিল্লা বৈদ্য ও রবিউল সর্দার- সহ মোট ৪ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। বাকিদের খোঁজে তল্লাশি জারি আছে। প্রাথমিক অনুমান, জমির ব্যবসা সংক্রান্ত টাকা পয়সার লেনদেনের বিবাদের জন্যই এই খুন। এই খুনের সঙ্গে কোন রাজনৈতিক সম্পর্ক নেই বলেই আপতত জানা গিয়েছে। তবে তদন্ত চলছে। পরবর্তীতে পুরো বিষয়টি জানা যাবে বলেই জানিয়েছেন পুলিশ সুপার।

ব্যবসায়ীকে অপহরণের অভিযোগে ধৃত ২ তৃণমূল নেতা-সহ ৩, উদ্ধার অপহৃত

নিজস্ব প্রতিবেদন, শাসন: দিল্লির মাছ ব্যবসায়ীকে অপহরণ করে এক কোটি টাকা মুক্তিপণের দাবি। ক্যাবচালকের উপস্থিতিতে শাসন থানায় অভিযোগ দায়ের। অভিযোগের ভিত্তিতেই পুলিশ তৎপরতার সঙ্গে ব্যবসায়ী নাজিম চোহানকে উদ্ধার করে। একই সঙ্গে অপরহরণ করার অভিযোগে তিন জনকে গ্রেপ্তার করল শাসন থানার পুলিশ।

ব্যবসায়ী নাজিম চোহান গত রবিবার কলকাতা এয়ারপোর্ট থেকে বসিরহাটের হ্যাচারি ব্যবসার কাজে যাচ্ছিলেন। সেই সময় শাসন থানার সন্ডালিয়া এলাকায় ক্যাবচালককে প্রস্রাব করার জন্য দাঁড়াতে বলে রাজু নামে ব্যবসায়ীর এক সঙ্গী। ক্যাব থেকে ব্যবসায়ী নামতেই একটি স্করপিও গাড়ি এসে ব্যবসায়ীকে নিয়ে বসিরহাটের চারঘাট এলাকায় নিয়ে যান। এক কোটি টাকা মুক্তিপণের দাবি করে বলে অভিযোগ। অভিযোগ পাওয়ার পরেই শাসন থানার পুলিশ তৎপরতার সঙ্গে তদন্ত শুরু করে সোমবার রাতে তিন জনকে গ্রেপ্তার করে। ধৃতরা হলেন সামাদ মণ্ডল (তৃণমূল কংগ্রেসের অঞ্চল সভাপতি চারঘাট পঞ্চায়েত) সাজ্জান আলম (তৃণমূল পঞ্চায়েত সদস্যার স্বামী) ও জামাল উদ্দিন। তাঁদের গ্রেপ্তার করে শাসন থানার পুলিশ জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে।

তৃণমূলের বুথ সভাপতিকে মাও চিঠি! ৪ অগস্ট ৫০ হাজার টাকা দেওয়ার দাবি

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: এবার নজিরবিহীন ভাবে মাওবাদী নামাঙ্কিত হুমকি চিঠি পেলেন বাঁকুড়ার খাতড়া ব্লকের মুকুন্দপুর গ্রামের তৃণমূলের বুথ সভাপতি দ্বিজপদ মিশ্র। তাঁর দাবি, রবিবার রাতে তিনি যখন নিজের বাড়িতে শুয়েছিলেন, সেই সময় ঘরের বন্ধ দরজার ফাঁক দিয়ে সাদা কাগজে লেখা চিঠি গলিয়ে ঘরের মধ্যে ফেলা হয়। সোমবার সকালে ঘুম থেকে উঠে সেই চিঠি দেখতে পান বন দপ্তরের প্রাক্তন কর্মী তথা তৃণমূলের স্থানীয় বুথ সভাপতি দ্বিজপদ মিশ্র। চিঠিতে ৪ অগস্ট রাত সাড়ে এগারোটার সময় দ্বিজপদ মিশ্রকে মাওবাদী ফান্ডের জন্য স্থানীয় একটি পুকুরের ঘাটে ৫০ হাজার টাকা নামিয়ে রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অন্যথায় দ্বিজপদর দুই নাতিকে তুলে নিয়ে যাওয়া এবং দ্বিজপদকে রাস্তায় গুলি করার হুমকি দেওয়া হয়েছে। চিঠিতে চালাকি করা বা পুলিশকে জানাতে নিষেধ করা হয়েছে। চিঠির একেবারে নীচের অংশে লেখা রয়েছে- ইতি মাওবাদী। চিঠিতে লেখার ধরন দেখে বিষয়টিকে সে ভাবে আমল দেননি দ্বিজপদ মিশ্র। পুলিশও বিষয়টিকে সে ভাবে গুরুত্ব দিতে নারাজ। প্রাথমিক ভাবে পুলিশের অনুমান স্থানীয় কেউ এই কাজ করে থাকতে পারে। এর সঙ্গে মাওবাদীদের কোনও যোগ নেই।

দু'দিন আগে কয়লাখনিতে ধোঁয়া, মঙ্গলে আগুন দেখে বন্ধ কাজ

নিজস্ব প্রতিবেদন, অণ্ডাল: ইসিএলের খাস কাজোড়া ১০ নম্বর কয়লাখনি থেকে গত দু'দিন ধরে হালকা ধোঁয়া নির্গত হচ্ছিল, কিন্তু মঙ্গলবার সকালে আগুন দেখা যায়। এরপর কাজ বন্ধ করে দেওয়া হয় কোলিয়ারির।

এই প্রসঙ্গে খাস কাজোড়া কয়লাখনি শ্রমিক কংগ্রেস সম্পাদক রঞ্জিত কুমার ভুঁইয়া বলেন, ১০ নম্বর কয়লার ৮ নম্বর লেবেলে দু'দিন আগে হালকা ধোঁয়া দেখা যায়। তিনি বলেন, প্রায় ৭০ বছরের পুরনো একটি কয়লাখনি ছিল। ৭০ বছরের পুরনো কয়লাখনি প্রায়শই দুর্বল হয়ে পড়ে। দুর্বল হওয়ায় তা ফুটো হয়। শ্রমিকরা কাদা দিয়ে ঢেকে রেখে ছিলেন। তারপরেও ধোঁয়া নিয়ন্ত্রণে আসেনি। এরপর ইসিএল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলে উদ্ধারকারী দলকে ডাকা হয়। উদ্ধারকারী দল ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। বালি প্যাকিংও করা হয়। তারপর আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। কয়লাখনিতে এ ধরনের ছোটখাটো ঘটনা ঘটতেই থাকে। ভয়ের কিছু নেই। শ্রমিকদের নিরাপত্তার দিকে নজর দেওয়া হচ্ছে। উদ্ধারকারী দল কাজ করছে।

তারাপীঠ থেকে ফেরার পথে দুর্ঘটনা, গুরুতর আহত পাঁচ

নিজস্ব প্রতিবেদন, পাণ্ডবেশ্বর: পাণ্ডবেশ্বরের ৬০ নম্বর জাতীয় সড়কে পথ দুর্ঘটনা, দুর্ঘটনায় দুমড়ে মুচড়ে গেল একটি চারচাকা গাড়ি। গুরুতর আহত গাড়িতে থাকা ৫ জন আরোহী। এঁদের মধ্যে দু'জন সঙ্কটজনক।

মঙ্গলবার একটা ৫০ মিনিট নাগাদ এই ঘটনা ঘটে পাণ্ডবেশ্বর ৬০ নম্বর জাতীয় সড়কের মহালক্ষ্মী খোলামুখ খনির সামনে। পুলিশ সূত্রে খবর, গাড়িটি তারাপীঠ থেকে রানিগঞ্জ যাওয়ার সময় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রোডের পাশে থাকা ডিভাইডারে ধাক্কা মারে, যার জেরে গাড়িটি দুমড়ে মুচড়ে যায়, গাড়িতে থাকা মোট পাঁচজনকে পাণ্ডবেশ্বর ট্র্যাফিক পুলিশ ও পাণ্ডবেশ্বর থানার পুলিশ উদ্ধার করে নিয়ে চিকিৎসার জন্য একটি বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে যায়। গাড়িতে থাকা তিনজন আসানসোল ও দু'জন বিহারের বাসিন্দা বলে জানা গিয়েছে।

শ্রমিকদের না জানিয়ে কোলিয়ারির যন্ত্রাংশ অন্যত্র সরাতেই বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদন, অণ্ডাল: কোলিয়ারির যন্ত্রাংশ অন্যত্র সরানোরর অভিযোগ ইসিএল কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে। কোলিয়ারির শ্রমিক এবং শ্রমিক সংগঠনগুলির অভিযোগ, কোলিয়ারি কর্তৃপক্ষ শ্রমিক এবং শ্রমিক সংগঠনকে না জানিয়েই কোলিয়ারির দামি যন্ত্রপাতি অন্যত্র সরাতে শুরু করেছে। শ্রমিক সংগঠন গুলির দাবি, হয়তো কোলিয়ারি কর্তৃপক্ষ দামি যন্ত্রাংশ অন্যত্র বিক্রি করছে, নইলে শ্রমিক সংগঠনকে না জানিয়ে কেন যন্ত্রাংশ সরানোর উদ্যোগ নিয়েছে কোলিয়ারি কর্তৃপক্ষ সেটা তাদের জানাতে হবে। এই ঘটনায় ইসলামিক সংগঠন আইএনটিটিইউসি কোলিয়ারিতে বিক্ষোভ দেখায়।

সংশ্লিষ্ট কোলিয়ারির শ্রমিক সংগঠন আইএনটিটিইউসির নেতা সুদর্শন সিং বলেন, কোলিয়ারির ফোনের নীচ থেকে (ঙ্গজ্র মেশিন নামে একটি দামি যন্ত্রাংশ অন্যত্র সরানোর চক্রান্ত চলছিল। হয়তো কোলিয়ারি কর্তৃপক্ষ এই যন্ত্রাংশ অন্য কোথাও বিক্রির অপেক্ষায় ছিল। কোলিয়ারি থেকে কোনও যন্ত্রাংশ অন্যত্র সরাতে হলে শ্রমিক এবং শ্রমিক সংগঠনকে জানাতে হবে সেগুলো কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। যদিও কোলিয়ারির সূত্রে জানা যায়, ইসিএলের উচ্চ আধিকারিকদের নির্দেশে যে মেশিনটি কোলিয়ারিতে ছিল সেটিকে চালানোর উপযুক্ত ব্যবস্থা বর্তমানে এই কোলিয়ারিতে নেই, সেই জন্যই ওই মেশিনটি অন্য কোলিয়ারিতে পাঠানো হচ্ছিল।

সিকিউরিটি কর্তার ওপর দুষ্কৃতী হামলা

নিজস্ব প্রতিবেদন, অণ্ডাল: ইসিএলের কেন্দ্রা এরিয়ার সিদুলি কোলিয়ারির সিকিউরিটি অফিসার কৌশিক ভট্টাচার্যকে মারধরের অভিযোগ। কিছুদিন আগে অবৈধ ভাবে কয়লা খনন ও সংস্থার আবাসন দখল রুখতে সক্রিয় ভূমিকা নেওয়ায় আক্রোশে সোমবার দুষ্কৃতীদের হাতে হামলার শিকার হন তিনি বলে অভিযোগ।

জানা গিয়েছে, সোমবার দুপুরে খাবার খেতে কৌশিকবাবু এলাকায় একটি হোটেলে যান। কিছুক্ষণ পরে সেখানে হাজির হয় এলাকার কয়েকজন দুষ্কৃতী। তারা কৌশিকবাবুকে প্রথমে গালিগালজ ও দেখে নেওয়ার হুমকি দিতে শুরু করেন। কৌশিকবাবু তার প্রতিবাদ করলে বচসা শুরু হয়। এরই মধ্যে ওই দুষ্কৃতীরা ফোন করে তাদের আরও কয়েকজন সাগরেদকে ডেকে আনে তারপর তারা চড়-ঘুষির পাশাপাশি লাঠি, লোহার রড নিয়ে কৌশিকবাবুর ওপর হামলা চালায় বলে অভিযোগ। ঘটনায় আহত হন কৌশিকবাবু বর্তমানে তিনি ইসিএলের কাল্লা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। মঙ্গলবার ফোনে যোগাযোগ করা হলে কৌশিকবাবু বলেন, 'এলাকার দুষ্কৃতীরা অবৈধ কয়লা খাদানের পাশাপাশি সংস্থার কোয়ার্টার জোর করে দখল করার চেষ্টা করছিল। আমি তার প্রতিবাদ করেছি। সেই আক্রোশেই দুষ্কৃতীরা হামলা চালায়।' ঘটনার পর সিদুলি কোলিয়ারির এজেন্ট পিকে বর্মা এলাকার পুরুষোত্তম গোস্বামী ওরফে বোঙ্গা ও অরুণ সাউ-সহ চারজন দুষ্কৃতীর নামে অণ্ডাল থানায় অভিযোগ দায়ের করেন।

টানা বৃষ্টিতে বেহাল রাস্তাঘাট, ক্ষুব্ধ স্থানীয়রা

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: ভোর থেকে টানা বৃষ্টি, বেহাল আরামবাগের রাস্তাঘাট! ঝুঁকি নিয়ে চলছে যাতায়াত। ক্ষোভে ফুঁসছে আরামবাগের মানুষ। আরামবাগ শহরের বাসস্ট্যান্ড ও বাসুদেবপুর থেকে শুরু করে বিবেকানন্দপল্লি, লিঙ্করোড, গৌরহাটি মোড় ও আরামবাগ বাসস্ট্যান্ডে জল জমে বেহাল পরিস্থিতি। মঙ্গলবার ভোররাত থেকে শুরু হয়েছে টানা বৃষ্টি। এক মুহূর্তের জন্যও থামেনি বৃষ্টি, সকাল ১১টা গড়িয়ে গেলেও আকাশ ঢাকা ছিল কালো মেঘে; সূর্যের দেখা নেই। বিকেল পর্যন্ত চলে বৃষ্টি। উঁচু-নিচু গর্তে জল জমে পরিস্থিতি হয়েছে আরও ভয়াবহ। বৃষ্টির জেরে শহরের রাস্তাঘাট কার্যত বেহাল হয়ে পড়েছে। জনজীবনও খানিকটা ব্যাহত। তবুও জীবন থেমে বাস, লরি, চারচাকা, মোটর সাইকেল, সাইকেল এমনকি পায়ে হেঁটে চলাচল করছেন সাধারণ মানুষ। অফিসগামী ও নিত্যযাত্রীদের ঝুঁকি নিয়ে সেই জলমগ্ন রাস্তাই পেরোতে হচ্ছে প্রতিদিনের মতো।

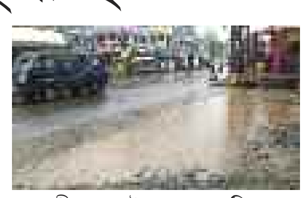

এক পথচলতি যুবক রমেম ঘোষ জানান, কাজে তো বেরতেই হবে। রাস্তার যা অবস্থা, তাও তো বসে থাকা যায় না। ঝুঁকি নিয়েই চলতে হচ্ছে। আবহাওয়া দপ্তর সূত্রে জানা যাচ্ছে, আগামী ২৪ ঘণ্টায় আরও বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। ফলে পরিস্থিতি আরও খারাপ হওয়ার আশঙ্কা থাকছে। আরামবাগ শহরে এদিন বিভিন্ন জায়গায় জল জমে যাওয়ায় সমস্যায় পড়েন নাগরিকরা।

আরামবাগ বাসস্ট্যান্ডে জল জমা নিয়ে বাস মালিক সংগঠনের সেক্রেটারি মধুমিতা ভট্টাচার্য বলেন, 'আরামবাগ বাসস্ট্যান্ডে জল জমছে। অবিলম্বে গর্তগুলি বুঝিয়ে ফেলা দরকার। এতে যাত্রী ও বাসকর্মীরা সমস্যয় পড়ছেন। সামান্য কয়েক ঘণ্টার বৃষ্টিতে যদি এই অবস্থা হয় তা হলে বর্ষায় কী হবে। নিকাশির সমাধানের জন্য প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।' আরামবাগ পুরসভার চেয়ারম্যান সমীর ভাণ্ডারী বলেন, আরামবাগ পুরসভার চেয়ারম্যান সমীর ভাণ্ডারী বলেন, গৌরহাটি মোড় থেকে বাসুদেবপুর মোড় পযন্ত রাস্তাটি পিডব্লিউডি দেখাশোনা করে। আর আরামবাগ বাসস্ট্যান্ডে টেন্ডার পাশ হয়ে গিয়েছে দ্রুত কাজ হবে।

জেলাজুড়ে স্বস্তির বৃষ্টি, খুশি বাঁকুড়াবাসী

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: গত কয়েক দিনের ভ্যাপসা গরম শেষে অবশেষে স্বস্তির বৃষ্টি। মঙ্গলবার সকাল থেকে বাঁকুড়া জেলাজুড়ে হালকা থেকে মাঝারি ধরনের বৃষ্টিপাত শুরু হয়। এতে খুশি জেলার মানুষ। কদিন যে ভাবে ভ্যাপসা গরম দেখা দিয়েছিল, তার হাত থেকে স্বস্তি পেল বলেই জানাচ্ছেন বাঁকুড়া জেলার কোতুলপুর ব্লকের মানুষজন। অনেকেরই দাবি, এই বৃষ্টিতে অনেকটাই চাষের লাভ হল, তার কারণ ধান রোয়ার টাইম হয়ে এসেছে আর বৃষ্টির দেখা মিলছিল না। অবশেষে এই বৃষ্টি নেমে চাষের অনেকটাই লাভ হল এবং চাষিরা ধান খুব তাড়াতাড়ি রোয়ার কাজ করতে পারবেন।

বিদ্যালয়গুলিতে শুরু হচ্ছে পরিদর্শন, পুজোর আগেই সম্পূর্ণ করার লক্ষ্য

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: বিদ্যালয়গুলিতে পঠনপাঠন, পরিকাঠামো সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়, মিড ডে মিলের মান ও অন্যান্য নানা হাল-হকিকত খতিয়ে দেখতে শুরু হচ্ছে পরিদর্শন। তবে পরিদর্শনে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হবে 'অ্যাকাডেমিক' সম্পর্কিত বিষয়গুলির ওপরে। পরিস্থিতি সরেজমিন দেখতে পরিদর্শন টিমে উপস্থিত থাকার কথা স্বয়ং জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক, জেলা শিক্ষা আধিকারিক, সহকারী বিদ্যালয় পরিদর্শক, অবর বিদ্যালয় পরিদর্শকদের। সব মিলিয়ে জেলার প্রায় ৩২ জন বিদ্যালয় পরিদর্শককে দেওয়া হয়েছে দায়িত্ব। এর ফলে স্বভাবতই তৎপরতা বেড়েছে জেলা শিক্ষা দপ্তরে। এবিষয়ে জেলা প্রাথমিক শিক্ষা সংসদের চেয়ারম্যান সন্তোষ হাঁসদা জানান, 'দিনকয়েক আগে এই পরিদর্শনের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল।'

উল্লেখ্য, দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা জুড়ে প্রায় ১১৮২টি প্রাথমিক, ১৬০টি উচ্চ-প্রাথমিক এবং ১৭২টি উচ্চ-বিদ্যালয় রয়েছে। নানা সময়েই কিছু কিছু ক্ষেত্রে পঠনপাঠন, সঠিক সময়ে বিদ্যালয়ে উপস্থিত না হওয়া, মধ্যাহ্নকালীন আহার প্রকল্পে খাবারের মান নিয়ে অভিযোগ ওঠে। সেই সমস্ত বিষয়গুলি খতিয়ে দেখতেই জোর দেওয়া হচ্ছে এই পরিদর্শনের ওপরে। এ বিষয়ে জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক (মাধ্যমিক) দেবাশিস সমাদ্দার জানান, '১৮ জুন থেকে পরিদর্শন শুরু হচ্ছে। আমরা গ্রুপ করে এই পরিদর্শন শুরু করছি।' এ বিষয়ে জেলা শিক্ষা আধিকারিক (সমগ্র শিক্ষা মিশন) বিমল কৃষ্ণ গায়েন জানান, জেলাজুড়ে প্রায় সমস্ত বিদ্যালয়গুলিতে পরিদর্শন করা হবে বলেই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। পুজোর আগেই এই পরিদর্শন প্রক্রিয়া শেষ করার লক্ষ্যমাত্রা রাখা হয়েছে। পরিদর্শনে অ্যাকাডেমিকের ওপরে গুরুত্ব আরোপ করা হবে। পাশাপাশি মিড ডে মিল এবং পরিকাঠামোর বিষয়গুলো খতিয়ে দেখা হবে।

জানা গিয়েছে, পরিদর্শন করার সময়, পরিদর্শনকারী দলে অন্তত তিন থেকে চার জন পরিদর্শক থাকবেন। প্রতিটি দলে সর্বোচ্চ পর্যায়ে একজন জেলা বিদ্যালয়ের পরিদর্শক অথবা অতিরিক্ত জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক কিংবা জেলা শিক্ষা আধিকারিক থাকবেন। পাশাপাশি ২ জন সহকারী বিদ্যালয়ের পরিদর্শক ও অন্তত একজন অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক উপস্থিত থাকবেন। পরিদর্শনের সময় পরিদর্শকরা শিক্ষক ও পড়ুয়াদের হাজিরা খাতা, হলিস্টিক রিপোর্ট কার্ড, ক্যাশবুক, স্টক রেজিস্টার-সহ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ নথিগুলি খতিয়ে দেখবেন। মূলত পরিকাঠামো সহ অন্যান্য বিষয়গুলির সঙ্গে পড়ুয়াদের সার্বিক উন্নতি কেমন হচ্ছে সেই সব বিষয়গুলো খতিয়ে দেখবেন পরিদর্শকরা।

এ বিষয়ে নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতির দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা শাখার সম্পাদক অনিমেষ লাহিড়ি জানান, 'পরিদর্শন করার সিদ্ধান্তকে আমরা সাধুবাদ জানাচ্ছি। একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মেরুদণ্ড হলো অ্যাকাডেমিক। পরিদর্শনে সেই অ্যাকাডেমিক সম্পর্কিত বিষয়টি যেন কোথাও অবহেলিত থেকে না যায়। আমরা চাই অন্যান্য আনুষাঙ্গিক বিষয়গুলির পাশাপাশি অ্যাকাডেমিক বিষয়টির ওপর যেন বিশেষ ভাবে পরিদর্শনে গুরুত্ব আরোপ করা হয়। এর ফলে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের মধ্যে যেমন তৎপরতা বাড়বে, তেমনই কোথাও কোন কিছু জানার বা বোঝার ক্ষেত্রে ঘাটতি থাকলে সেটাও তাঁরা জানতে পারবে।'

এবিষয়ে পশ্চিমবঙ্গ তৃণমূল মাধ্যমিক শিক্ষক সমিতির দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা সভাপতি সুব্রত মুখোপাধ্যায় বলেন, 'পরিদর্শন হওয়া অবশ্যই প্রয়োজন। জেলাজুড়ে সমস্ত বিদ্যালয়েরগুলিতে এই পরিদর্শন হতে চলেছে। পরিদর্শনে অ্যাকাডেমিক-সহ সমস্ত বিষয়গুলি পরিদর্শকেরা খতিয়ে দেখবেন। পরিদর্শন করার সিদ্ধান্তকে আমরা সাধুবাদ জানাচ্ছি।'

এ বিষয়ে অতিরিক্ত জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক (মাধ্যমিক) নগেন্দ্রনাথ রায় বলেন, 'কিছু ক্ষেত্রে অ্যাকাডেমিক সম্পর্কিত বিষয় গুলি হয়তো উপেক্ষিত হয়ে যায়। যেহেতু এটি একটি সময়সাপেক্ষ বিষয়। তবে সর্বশেষ যে কয়েকটি প্রদর্শনে আমরা গিয়েছিলাম, সেখানে অ্যাকাডেমিক সম্পর্কিত বিষয়গুলো আমরা খতিয়ে দেখেছি। পরবর্তীতে বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের নিয়ে আমরা একপ্রস্থ আলোচনাও সেরেছি। কোন কোন জায়গাগুলোতে দুর্বলতা রয়েছে সেগুলো আমরা আলোকপাত করার চেষ্টা করেছি। এই পরিদর্শনেও আমরা অ্যাকাডেমিক সম্পর্কিত বিষয়গুলোর ওপরে অবশ্যই গুরুত্ব আরোপ করতে চলেছি।'

স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: বাঁকুড়া জেলার ইন্দাস ব্লকের শান্তাশ্রম স্পোর্টিং ক্লাবের উদ্যোগে সম্প্রতি একটি স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। গ্রীষ্মকালীন তীব্র দাবদাহের সময় রক্তের সংকট মেটাতে এই মহৎ উদ্যোগ গ্রহণ করে ক্লাবটি। এই ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্পে প্রায় ১০০-রও বেশি স্বেচ্ছাসেবক রক্তদান করেন। রক্তদাতাদের হাতে একটি করে গাছের চারা, টিফিন এবং সনদপত্র তুলে দেওয়া হয়। পাশাপাশি রক্তদাতাদের জন্য মধ্যাহ্নভোজের ব্যবস্থাও রাখা হয়। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ইন্দাস থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক প্রসেনজিৎ বিশ্বাস এবং স্থানীয় বিভিন্ন বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। সংগৃহীত রক্ত তুলে দেওয়া হয় রশিদ ব্লাড ব্যাংক, বর্ধমান এবং বাঁকুড়া মেডিক্যাল কলেজ ব্লাড ব্যাঙ্কের হাতে। অনুষ্ঠান শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে শান্তাশ্রম স্পোর্টিং ক্লাবের সদস্যরা জানান, ভবিষ্যতেও সমাজকল্যাণমূলক কর্মকাণ্ডে নিয়মিত ভাবে অংশগ্রহণ করবেন তাঁরা। তাঁদের এই উদ্যোগ এলাকার মানুষের মধ্যে ব্যাপক প্রশংসা কুড়িয়েছে।

ফের সীমান্তে ধৃত ২ বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী-সহ ভারতীয় দালাল

নিজস্ব প্রতিবেদন, নদিয়া: নদিয়ার কৃষ্ণগঞ্জের নাড়ুপুর সীমান্তের একটি বাড়িতে গা ঢাকা দিয়ে থাকা দুই অবৈধ বাংলাদেশি ও চারজন দালাল গ্রেপ্তার। পুলিশ সূত্রে জানা যায়, বাংলাদেশের দুই নাগরিক হৃদয় বাড়ুই ও নিথর বিশ্বাস এদের বাড়ি বাংলাদেশের বরিশালের ও গোপালগঞ্জে। নাড়ুপুর পুরাতন পাড়ায় বিশ্বজিৎ মল্লিক নামে এক ব্যক্তির বাড়িতে দালালের মাধ্যমে দুদিন আগে এসে গা ঢাকা দিয়ে থাকে, গোপন সূত্রে খবর পেয়ে কৃষ্ণগঞ্জ থানার পুলিশ দুই বাংলাদেশি-সহ দুই দালালকে গ্রেপ্তার করে মঙ্গলবার ধৃত চারজনকে কৃষ্ণনগর আদালতে তোলা হয়।

বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু বাবা-মেয়ের

নিজস্ব প্রতিবেদন, মন্তেশ্বর: মর্মান্তিক এক ঘটনা ঘটল পূর্ব বর্ধমান জেলার মন্তেশ্বরে। বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে প্রাণ হারালেন বাবা ও তাঁর নাবালিকা কন্যা। মঙ্গলবার দুপুরে মন্তেশ্বর গ্রামে গন্ধারপাড় এলাকায় ঘটে ঘটনাটি। মৃত বাবা অরুণ নন্দী (৫০) পেশায় একজন দর্জি। তাঁর মেয়ে বর্ষা নন্দী, ষষ্ঠ শ্রেণির ছাত্রী, পড়াশোনা করত মন্তেশ্বর বালিকা বিদ্যালয়ে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, সোমবার রাত থেকে এলাকাজুড়ে শুরু হয় প্রবল ঝড়বৃষ্টি। সেই সময়ই বাড়ির সামনে থাকা বিদ্যুৎ খুঁটির সংযোগ তার খুলে ঝুলতে থাকে। মঙ্গলবার সকালে বর্ষা ওই ঝুলন্ত তারের সংস্পর্শে এসে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়। মেয়েকে কাঁপতে দেখে উদ্ধার করতে গিয়ে অরুণবাবুও বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে পড়েন। চোখের সামনে এই দৃশ্য দেখে চিৎকার শুরু করে অরুণবাবুর ছেলে। পরে সে একটি শুকনো বাঁশের সাহায্যে দু'জনকে আলাদা করার চেষ্টা করে। প্রতিবেশীদের সহায়তায় বাবা-মেয়েকে উদ্ধার করে নিয়ে যাওয়া হয় মন্তেশ্বর ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে। কিন্তু ততক্ষণে অনেক দেরি হয়ে যায়। চিকিৎসকরা তাঁদের মৃত বলে ঘোষণা করেন।

চলছে রথ তৈরি

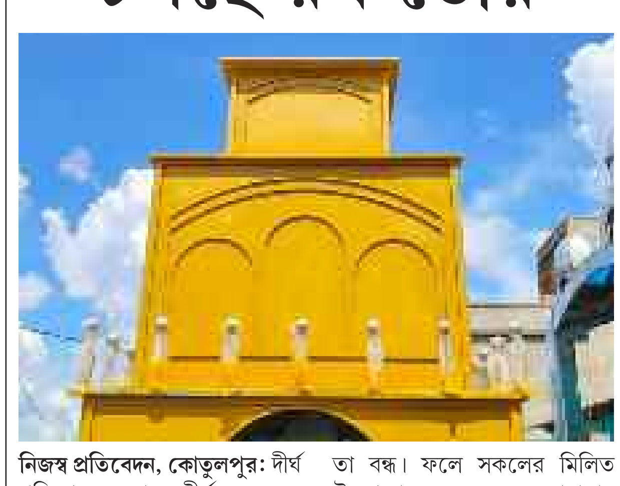

নিজস্ব প্রতিবেদন, কোতুলপুর: দীর্ঘ প্রতিক্ষার অবসান! দীর্ঘ ৪০ বছর নবোদ্যমে শ্রী শ্রী জগন্নাথ দেবের রথযাত্রা অনুষ্ঠিত হবে কোতুলপুরের দেশড়া গ্রামে। চলছে রথ তৈরির কাজ। আর এই খবরে খুশির হাওয়া দেশড়া এলাকাজুড়ে।

রথযাত্রা মহোৎসব কমিটির পক্ষে সম্পাদক সুজয় কুমার রায়, গ্রামবাসী রামপ্রসাদ চক্রবর্তীরা বলেন, দেশড়া গ্রামে নানান ধরনের পূজাপার্বণ হয়েই থাকে। আগে দেশড়া বাজারে রথযাত্রা হত, এখন তা বন্ধ। ফলে সকলের মিলিত উদ্যোগে এবছর ফের রথযাত্রার আয়োজন করা হয়েছে, তৈরি হয়েছে সুদৃশ্য মন্দির, রথ তৈরির কাজও শেষের মুখে। এর আগে পুরী থেকে জগন্নাথদেব, বলরাম ও সুভদ্রা দেবীর মূর্তি আনা হয়েছে। রথযাত্রার দিন মহা ধুমধামে মন্দির প্রতিষ্ঠার পর রথের দড়িতে টান পড়বে। ওই দিন পুরো গ্রাম রথে চড়ে প্রদক্ষিণ করবেন শ্রী শ্রী জগন্নাথদেব, বলরাম ও সুভদ্রাদেবী বলে তাঁরা জানান।

ফের যোগাসনে সাফল্য বর্ধমানের গৌতমীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, বর্ধমান: ফের যোগাসনে সাফল্যের পালক উঠে এল বর্ধমানের গৌতমী দাসের মাথায়। গৌতমী ছোট থেকে অনেক প্রতিকূল পরিবেশে কষ্টের সঙ্গে এগিয়ে রাজ্য ও জাতীয়স্তর এমনকি খেলো ইন্ডিয়াতে অংশগ্রহণ করে একের পর এক পুরস্কার জিতে নিয়েছে। গৌতমীর মা গীতা দেবী এবং বাবা শ্যামলবাবু ছোট থেকেই মেয়েকে কষ্টে বড় করে তুলছেন। স্বপ্ন দেখছেন, তাঁদের মেয়ে একদিন দেশের হয়ে সুনামের সঙ্গে আগামী দিনেও খেলবে। অভাব তাঁদের নিত্যসঙ্গী। এটা গৌতমীর চলার পথে বাধা হতে পারে না, সেটাই বর্ধমানের মেয়ে বারবার প্রমাণ করেছে।

দিঘাতে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল ফার্স্ট বেঙ্গল কোস্টাল যোগাসনা স্পোর্টস চ্যাম্পিয়নশিপ ২০২৫। আয়োজনে ছিল মিনিস্ট্রি অফ ইয়ুথ অ্যাফেয়ার্স এন্ড স্পোর্টস গভারমেন্ট অফ ইন্ডিয়া এন্ড ভারাত যোগাসনা অ্যাসোসিয়েশনের, অভিলাসা যোগা অ্যাকাডেমি। এই প্রতিযোগিতাতে গৌতমী দাস ১৮ থেকে ২৫ বছর বয়স বালিকা বিভাগে পূর্ব বর্ধমান জেলার হয়ে ট্র্যাডিশনাল যোগাতে দ্বিতীয় স্থান এবং আর্টিস্টিক সিঙ্গলে তৃতীয় স্থান অধিকার করে পুরস্কার জিতে নিলেন।

গৌতমী মিউনিসিপাল গার্লস স্কুলের দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্রী। তিনি জানান, পড়াশোনার পাশাপাশি যোগাসনে ভারতবর্ষের হয়ে সে উচ্চ পর্যায়ের যোগাসনে অংশ নিয়ে কৃতিত্ব অর্জন করতে চান। সোমবার রাতে গৌতমী পুরস্কার নিয়ে ফেরেন পূর্ব বর্ধমানে তাঁর বড়নীলপুরের বাড়িতে। গৌতমীর এই সাফল্যে খুশি পরিবারের পাশাপাশি বিদ্যালয় এবং পাড়া-প্রতিবেশীরা।

ফের 'পরকীয়া'য় মৃত্যু মালদায়, আত্মহত্যা নাকি খুন?

তৃণমূল কর্মীর গুলিবিদ্ধ দেহ উদ্ধার প্রেমিকার ঘরে

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: প্রেমিকার ঘরেই গুলিবিদ্ধ হয়ে মৃত্যু হল এক ইটভাটার মালিকের। তিনি আবার এলাকার একজন সক্রিয় তৃণমূল কর্মী হিসেবে পরিচিত। মঙ্গলবার সকাল সাড়ে এগারোটা নাগাদ এই শুটআউটের ঘটনায় তুমুল চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে চাঁচল মহকুমার হরিশ্চন্দ্রপুর থানার ভিঙ্গোল গ্রাম পঞ্চায়েতের খোকরা গ্রামে। এই শুটআউটের ঘটনায় পর হরিশ্চন্দ্রপুর থানা এবং সংশ্লিষ্ট মহকুমা পুলিশের পদস্থ কর্তারা ঘটনাস্থলে তদন্তে পৌঁছন।

পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, পরকীয়ায় জড়িত ছিলেন ওই ইটভাটার মালিক। প্রেমিকার বাড়িতে এসেই নিজের মাথায় গুলি করে আত্মঘাতী হয়েছেন তিনি। কিন্তু প্রশ্ন উঠেছে, ওই ইটভাটার মালিক এই আগ্নেয়াস্ত্র পেলেন কোথা থেকে? পুলিশ জানিয়েছে, ওই ইটভাটার মালিক এবং তাঁর প্রেমিকা দু'জনেই বিবাহিত। তাঁদের মধ্যে বিবাহবহির্ভূত সম্পর্ক চলছিল। এদিন সকালে ওই মহিলার ঘরেই নিজেকে গুলি করে আত্মঘাতী হন সাদ্দাম। মৃতদেহটি উদ্ধারের পর ময়নাতদন্তের জন্য মালদা মেডিক্যাল কলেজের মর্গে পাঠানোর ব্যবস্থা করেছে পুলিশ।

মালদার পুলিশ সুপার প্রদীপ কুমার যাদব জানিয়েছেন, এই ঘটনার পর ব্যবহৃত গান পাউডার সহ সমস্ত প্রমাণ সংগ্রহ করেছে সংশ্লিষ্ট থানার পুলিশ। পাশাপাশি সাকিলা খাতুন এবং তাঁর স্বামী আসারাফুল হককে আটক করা হয়েছে। প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে এটি একটি আত্মহত্যা। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃতের নাম সাদ্দাম হোসেন (২৯)। তাঁর বাড়ি হরিশ্চন্দ্রপুর থানার রঙ্গাইপুর এলাকায়। প্রতিদিনের মতো এদিনও ইসলামপুর গ্রামে ইটভাটা যাওয়ার পথেই খোকরা গ্রামে প্রেমিকা সাকিলা খাতুনের বাড়িতে যান সাদ্দাম। যেখানে ইদানিং তাঁর অবাধ যাতায়াত ছিল। ওই প্রেমিকার বাড়িতেই আচমকাই গুলির শব্দে শোরগোল পড়ে যায়। পরে স্থানীয়রা এসে দেখতে পান ঘরের মেঝেতে রক্তমাখা অবস্থায় পড়ে রয়েছে সাদ্দামের দেহ। আর কান্নাকাটি করছেন তাঁর প্রেমিকা সাকিলা খাতুন।

পুলিশ জানিয়েছে, পয়েন্ট জিরো রেঞ্জ থেকে মাথার ডানদিকে গুলি লেগেছে ওই ইটভাটার মালিকের। সেখান থেকে তাঁকে হরিশ্চন্দ্রপুর গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে আসা হলে কর্তব্যরত চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন। সাদ্দামের সঙ্গে সাকিলার বিবাহবহির্ভূত যে সম্পর্ক ছিল তা প্রাথমিক তদন্তের পর জানতে পেরেছে পুলিশ। আর এই সম্পর্ক নিয়েই বেশ কিছুদিন ধরেই দু'জনের মধ্যে টানাপোড়েন চলছিল। পুলিশ জানিয়েছে, সাকিলা আর সাদ্দামের বাড়ি একই গ্রামের এক কিলোমিটারের ব্যবধানে। ফলে তাঁদের মধ্যে গত একবছর ধরে পরিচয় এবং বিবাহবহিভূত সম্পর্ক তৈরি হয়। কিন্তু এই গুলিকাণ্ডের ঘটনায় সাদ্দাম এবং সাকিলা দুই পরিবারই মুখে কুলুপ এঁটেছে। এই ঘটনায় শুরু হয়েছে রাজনৈতিক বিতর্ক। বিজেপির জেলা সম্পাদক রূপেশ আগরওয়াল জানিয়েছেন, শাসকদল দুষ্কৃতীতে ভরে গিয়েছে। কেউ সুরক্ষিত নয়। অবাধে সন্ত্রাস চলছে। কোথা থেকে অস্ত্র আসছে কোনও সদুত্তর দিতে পারছে না পুলিশ। এদিন আসলে কী ঘটেছে সেটিও পরিষ্কার করে জানায়নি পুলিশ।

তৃণমূলের হরিশ্চন্দ্রপুর ১ ব্লক সভাপতি জিয়াউর রহমান জানিয়েছেন, 'সাদ্দাম আমাদের দলের সক্রিয় একজন কর্মী ছিলেন। পুলিশ সম্পূর্ণ তদন্ত করে ঘটনাটি দেখছে। যদি কেউ এই ঘটনার পিছনে যুক্ত থাকে অবশ্যই তাদের শাস্তি হবে। বিজেপির অভিযোগের কোনও ভিত্তি নেই।'

উল্লেখ্য, গত মে মাসে কাকিমার সঙ্গে পরকীয়া সম্পর্কে খুন হয়েছিল ঠিকাদার ভাইপো সাদ্দাম নাদাপের। ইংরেজবাজারের রিজেন্ট পার্ক এলাকার বাসিন্দা সাদ্দাম নাদাপের দেহ উদ্ধার হয় তাঁর কাকিমার বাবার বাড়ি দক্ষিণ দিনাজপুরের তপন এলাকায়। গত ১৫ মে সাদ্দাম নিখোঁজ হন। এরপর অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে ৩১ মে সাদ্দামের কাকিমা মৌমিতা হাসানকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। তার ঠিক ৪৮ ঘণ্টার মধ্যেই দেহ উদ্ধার হয়। আর এই ঘটনা রেশ কাটতে না কাটতেই এবার হরিশ্চন্দ্রপুরে পরকীয়া সম্পর্কে জেরে গুলিবিদ্ধ হয়ে মৃত্যু হল ইটভাটা ব্যবসায়ীর।

'শক্ত হাতে চোরেদের প্রতিহত করব, ২০২৬-এ রাজ্যে গড়ব বিজেপি সরকার'

কালীগঞ্জ থেকে শুভেন্দু অধিকারী

নিজস্ব প্রতিবেদন, কালীগঞ্জ: মুর্শিদাবাদের সামশেরগঞ্জে বিধানসভা উপনির্বাচনের শেষ দিনের প্রচারে এসে রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে একের পর এক তীব্র আক্রমণ শানালেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তাঁর বক্তব্যে উঠে এল দলীয় সংগঠন, হিন্দু ভোটব্যাঙ্ক, প্রশাসনের পক্ষপাতদুষ্ট আচরণ এবং ভবিষ্যৎ সরকার গঠনের লক্ষ্যের স্পষ্ট রূপরেখা।

তিনি জানান, 'আমি ১৩ তারিখ থেকে এখানে তিনবার এসেছি প্রচারের জন্য। আজকের এই কেন্দ্রীয় র‍্যালির কথা আলোচনা হয়েছিল সুকান্তদার সঙ্গে।' তাঁর বক্তব্যে উঠে আসে, 'এখানে চারবার নির্বাচিত পঞ্চায়েত সদস্যরা পর্যন্ত এখন আমাদের সঙ্গে, তাঁরা মূলত গ্রামীণস্তরের আদর্শবাদী নেতা। ছোটবেলা থেকেই আমাদের বিজেপির সঙ্গে যুক্ত। এমনকী কেউ কেউ ছাত্রজীবনে এবিভিপির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।' উপনির্বাচনের ৪৮ ঘণ্টা আগের স্থানীয় প্রশাসনকে একহাত নিয়ে বলেন, 'এই এলাকার ওসি, এক মহিলা পুলিশ অফিসার, এমনকী একজন এএসআই; সকলের ভূমিকা খুবই নেতিবাচক। আমরা সতর্ক দৃষ্টি দেখেছি, কীভাবে পুলিশ তৃণমূলের হয়ে কাজ করছে।'

তাঁর অভিযোগ, 'তুলসি মঞ্চকে অপমান, মহেশতলা, মোথাবাড়ি, সামশেরগঞ্জ, ধুলিয়ান; সর্বত্রই বিজেপি কর্মী, সাধারণ হিন্দুদের ওপর অত্যাচার হয়েছে। আর প্রশাসন চোখ বন্ধ করে বসে আছে।' তিনি বলেন, 'কালীগঞ্জের ধনদেবতা জনতা জনার্দন সব দেখেছে। তারা এবারে নির্ভয়ে ভোট দিক।' গত ভোটে বিজেপি ৭ লক্ষের বেশি ভোট পেয়েছিল উল্লেখ করে বলেন, 'এখানকার ৪৩ শতাংশ মানুষ জাতীয়তাবাদী, দেশভক্ত, আমাদের সমর্থক। এখানে ৫৭ শতাংশ মানুষ আছেন যারা কেন্দ্রীয় সরকারের দেওয়া রেশন, ওষুধ, কোভিডের টিকা, সরকারি প্রকল্পের সাহায্য সব নেন, আর ভোটের সময় বলেন বিজেপি হিন্দুদের দল, তাতে আমাদের কোনও আপত্তি নেই।'

শুভেন্দুর সাফ কথা, 'ভোটের সময় আমাদের হিন্দুদের দল বলা হয়; আমরা গর্ব করে বলি, হ্যাঁ, আমরা ভারতীয়, আমরা সনাতনী। ভারতীয় সংস্কৃতি ও সনাতন ধর্মে কোনও ভুল নেই। যারা আমাদের ভোট দেন, তাদের ভোটাধিকার রক্ষা করবই।' সভা শেষে আশাবাদী কণ্ঠে তিনি বলেন, 'ডঃ সুকান্ত মজুমদার ও নরেন্দ্র মোদীর আশীর্বাদে আমরা ২০২৬ সালে পশ্চিমবঙ্গে বিজেপির সরকার গঠন করব। এই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে আমরা নতুন করে ঠিক করব।' সবশেষে এক কথায় তিনি হিন্দুদের স্পষ্ট বার্তা দেন; 'আজ যারা বলছে, ওবিসির সুরক্ষা নেই, আজ যারা সংখ্যাগুরু হিন্দু জনতাকে কোণঠাসা করার চেষ্টা করছে, তাদের জবাব আমরা ২০২৬-এর ভোটেই দেব।'

বধূর দেহ উদ্ধারে রহস্য, ধর্ষণ-খুনের অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: বাড়ি থেকে ঢিলছোড়া দূরত্বে রহস্যজনক অবস্থায় এক গৃহবধূর দেহ উদ্ধারকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়াল চাঁচল মহকুমার পুখুরিয়া থানার বাহাদুরগঞ্জ এলাকায়। মৃতের পরিবারের অভিযোগ, তাঁদের বাড়ির মহিলাকে ভোরের বেলায় বাগানে একা পেয়ে কোনও দুষ্কৃতী ধর্ষণ করে খুন করেছে। মৃতদেহটি উদ্ধারের পর ময়না দন্তের জন্য মালদা মেডিক্যাল কলেজের মর্গে পাঠানোর ব্যবস্থা করে পুলিশ। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট পাওয়ার পরই মৃত্যুর প্রকৃত কারণ সম্পর্কে বলার কথা জানিয়েছে সংশ্লিষ্ট থানার পুলিশ।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত গৃহবধূর নাম সমেলা বিবি (৪৫)। এদিন ভোর সাড়ে চারটা নাগাদ বাড়ি থেকে ৫০০ মিটার দূরে আমবাগানে জ্বালানির জন্য খড়ি সংগ্রহ করতে গিয়েছিলেন ওই গৃহবধূ। এর ঘণ্টাখানেক পর স্থানীয় কিছু মানুষ ওই বাগান দিয়ে যাওয়ার সময় গৃহবধূর দেহ পড়ে থাকতে দেখেন। মৃতের স্বামী সাহিল শেখ জানিয়েছেন, 'আমার স্ত্রী কেন আত্মহত্যা করতে যাবে। পরিবারে কোনও সমস্যা ছিল না। আমি দিনমজুরির কাজ করি। বাড়িতে ছেলেমেয়েরাও রয়েছে। এদিন ভোরে আমবাগানে জ্বালানির কিছু খড়ি সংগ্রহ করতে গিয়েছিল। তারপরে শুনি স্ত্রীর দেহ বাগানের মধ্যে পড়ে রয়েছে। ওর গলাতে কাপড় ও দড়ি পেঁচানো ছিল। শরীরে আঘাত দেখতে পেয়েছি। আমাদের ধারণা কোনও দুষ্কৃতী, আমার স্ত্রীকে ধর্ষণের পর খুন করেছে। পুলিশের কাছে এব্যাপারে লিখিত অভিযোগ জানিয়েছি।'

সাতসকালে গৃহবধূর দেহ আমবাগান থেকে উদ্ধারের ঘটনায় ব্যাপক শোরগোল পড়ে যায়। গোটা এলাকা জুড়ে মৃত গৃহবধুর বাড়ির সামনে ভিড় করে স্থানীয় বাসিন্দারা। অধিকাংশ বাসিন্দাদের অভিযোগ, এলাকায় মদপ্য এবং মাদক কারবারিদের দৌরাত্ম্য ক্রমাগত বেড়ে চলেছে। একজন মহিলা আচমকা বাগানে গিয়ে আত্মঘাতী হবে এটা মেনে নেওয়া যায় না। অবিলম্বে পুলিশকে তদন্ত করে বিষয়টি দেখা উচিত। পুখুরিয়া থানার পুলিশ জানিয়েছে, পুরো বিষয়টি নিয়ে তদন্ত শুরু করা হয়েছে। ওই গৃহবধূর ময়নাতদন্তের রিপোর্ট হাতে আসার পরই মৃত্যুর বিষয়টি পরিষ্কার করে বলা সম্ভব হবে। যদিও মৃতের পরিবারের অভিযোগের বিষয়টিও গুরুত্ব দিয়ে দেখে ঘটনার তদন্ত শুরু করা হয়েছে।

তৃণমূলে গোষ্ঠীসংঘর্ষের দাবি, উত্তপ্ত বুদবুদে পুলিশ পিকেট

নিজস্ব প্রতিবেদন, বুদবুদ: ফের আউশগ্রাম দু' নম্বর ব্লকের বুদবুদের কাঁকড়া গ্রামে গোষ্ঠী দ্বন্দ্বের ঘটনা সামনে এল। গোষ্ঠীসংঘর্ষে এখনও পর্যন্ত আহত ৩ জন।

সোমবার রাতে দুই গোষ্ঠীর সংঘর্ষের জেরে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে গোটা কাঁকড়া গ্রাম। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছন বুদবুদ থানার দেবশালা পুলিশ ক্যাম্পের পুলিশকর্মীরা। পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতির সামাল দেয়। গ্রামজুড়ে উত্তেজনা থাকায় মঙ্গলবার সকাল থেকেই গ্রামে মোতায়েন ছিল বুদবুদ থানার পুলিশ। দু'পক্ষই বুদবুদ থানায় লিখিত অভিযোগ জানিয়েছে। দু'পক্ষই শাসকদলের বলে জানা গিয়েছে।

অভিযোগ, সোমবার রাতে ময়না শেখের লোকজন আনারুল শেখ ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের ওপর চড়াও হন। সংঘর্ষে আহতদের উদ্ধার করে পানাগড় ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে গেলে সেখান থেকে একজনকে ছেড়ে দেওয়া হলেও দু'জনকে মহকুমা হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়। সেখানেই চিকিৎসাধীন দু'জন।

এই বিষয়ে বিজেপি নেতা রমন শর্মার অভিযোগ, অনেকদিন ধরেই আউশগ্রামে বিধায়ক গোষ্ঠীর সঙ্গে ব্লক সভাপতির গোষ্ঠীর মধ্যে দ্বন্দ্ব চলছে। এটা নতুন কিছু না। সবকিছুই ভাগ বটোয়ারা নিয়ে, তবে যা ঘটেছে এটাই তৃণমূলের কালচার। যতদিন এই সরকার থাকবে ততদিন মানুষকে এর ফল ভুগতে হবে। তৃণমূলের পক্ষ থেকে এই ঘটনায় কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

বৃষ্টি হলেই রাস্তায় হাঁটু জল, যন্ত্রণায় নদিয়াবাসী

নিজস্ব প্রতিবেদন, নদিয়া: একটু বৃষ্টি হলেই জমে যায় হাঁটু সমান জল, বেশ কয়েক বছর ধরে একই জলযন্ত্রণা পথচলতি মানুষদের। একই ভাবে অতিষ্ঠ যানবাহন চালকরা। সেই জল শুকাতে যথেষ্টই সময় লেগে যায়। পরবর্তীতে জল দুর্গন্ধ হতে শুরু করে। নদিয়ার শান্তিপুর পুরসভার অন্তর্গত ১৫ নম্বর ওয়ার্ড পঞ্চাননতলা শহরের একটি প্রাণকেন্দ্র, পাশেই রয়েছে বাসস্ট্যান্ড, একটু এগোলেই শান্তিপুরের ঐতিহ্যবাহী শ্যামচাঁদ মন্দির। তার সন্নিকটে গুরুত্বপূর্ণ রাস্তাটির দীর্ঘদিনের বেহাল অবস্থা।

মঙ্গলবার ফের ভারী বৃষ্টি হওয়ায় রাস্তার ওপরে জমে রয়েছে এক হাঁটু জল, সেই কারণে ক্ষোভ উগরে দেন স্থানীয় বাসিন্দারা। তাঁদের দাবি, একাধিকবার পুরসভাকে জানিয়েও কোনও সুরোহা মেলেনি, তারা চাইছেন অবিলম্বে এই রাস্তার নিকাশি ব্যবস্থা ঠিক করা হোক। এ প্রসঙ্গে শান্তিপুর পুরসভার চেয়ারম্যান সুব্রত ঘোষকে প্রশ্ন করলে তিনি বলেন, এ রাস্তাটি ৩৪ নম্বর জাতীয় সড়ক পিডব্লিউডির অন্তর্ভুক্ত, এর আগেও তিনি এসডিওর কাছে জানিয়েছিলেন দ্রুত সমাধানের জন্য, বর্তমানে রাস্তার সার্বিক পরিস্থিতি নিয়ে ফের তিনি এসডিওকে জানাবেন যাতে দ্রুত এই রাস্তার নিকাশি ব্যবস্থা উন্নত করা যায়।

ঠাকুরবাড়িতে হাতাহাতির ঘটনায় পুলিশি ব্যর্থতার অভিযোগ তুললেন শান্তনু ঠাকুর

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঠাকুরনগর: বাইকে বসা নিয়ে বিবাদের জেরে রক্তাক্ত ঠাকুরনগর ঠাকুরবাড়ি, এনিয়ে পুলিশের ব্যর্থতার অভিযোগ তুললেন শান্তনু ঠাকুর, বিষয়টি স্বরাষ্ট্র দপ্তরে জানাবেন বলে দাবি।

জানা গিয়েছে, সোমবার সন্ধ্যা কয়েকজন যুবক ঠাকুরবাড়িরে রাস্তার পাশে বাইক রেখে মাঠে নেমেছিলেন। অন্য একদল যুবক নাঠমন্দিরে আড্ডা দিচ্ছেন। তার মধ্যে একজন গিয়ে রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা বাইকের ওপরে বসেন। যাকে কেন্দ্র করে বাইক মালিকের পক্ষের যুবকের সঙ্গে কথা কাটাকাটি হয়। তখন বাইক মালিক যুবক গালিগালাজ করে হুমকি দিয়ে ঠাকুরবাড়ি থেকে চলে যান। অভিযোগ কিছু সময় পর দুই যুবক ধারালো অস্ত্র নিয়ে এসে অপর পক্ষের যুবকদের এলোপাতাড়ি কোপান। এই ঘটনার আহত হন পাঁচ যুবক। তাদের উদ্ধার করে প্রথমে চাঁদপাড়া গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে তিন জনের শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে তাঁদের বারাসত হাসপাতালে পাঠানো হয়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় গাইঘাটা থানার পুলিশ।

পুলিশ সূত্রে খবর, এই ঘটনার একজনকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। এই নিয়ে শান্তনু ঠাকুর ঠাকুরবাড়ির নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন এবং পুলিশের ভূমিকা নিয়ে সরব হন। তিনি বলেন, পুলিশকে আগেও ঠাকুরবাড়িতে নিরাপত্তা দিতে বলেছিলাম। বলেছিলাম অন্তত কয়েকটা সিভিক দেওয়া হোক কিন্তু দেয়নি। গাইঘাটা থানার ওসি এবং বনগাঁ জেলা পুলিশকে আক্রমণ করে তাঁদের অপসরণের দাবি করেন। একই সঙ্গে তিনি বলেন, বিষয়টি স্বরাষ্ট্র দপ্তরে তিনি লিখিত ভাবে জানাবেন।

কীর্তনীয়ার অবৈধ ব্যবসা, অভিযোগ গোপালের

নিজস্ব প্রতিবেদন, বনগাঁ: মঙ্গলবার বিকেলে বনগাঁ পুরসভার চেয়ারম্যান গোপাল শেঠ একটি সাংবাদিক সম্মেলন করে অভিযোগ করেন, বনগাঁ উত্তরের বিজেপি বিধায়ক অশোক কীর্তনীয়ার ৫টি কাপড়ের টুকরো বোঝাই আমদানি করা ট্রাক পেট্রাপোল সীমান্তে ডিআরআই আটকেছে। বাংলাদেশের ইউনিস সরকারের সঙ্গে যোগ রেখে ভারত সরকারের বাধা থাকা সত্ত্বেও এই ব্যবসা চালাচ্ছেন অশোক কীর্তনিয়া এবং বাংলাদেশ থেকে অবৈধ ভাবে সুপারি ইমপোর্ট করেন বলে অভিযোগ করেন। এছাড়াও পেট্রাপোল সীমান্তে অশোক কীর্তনিয়ার নেওয়া দোকানে সামগ্রিক কেনার জন্য বাধ্য করা হয় বলেও অভিযোগ করেন তিনি। পেট্রাপোলে অবৈধ ভাবে কাজ দেওয়ারও অভিযোগ তুলেছেন গোপাল শেঠ।

অশোক কীর্তনীয়ার সঙ্গে রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর সখ্যতা আছে। সেই কারণেই অশোক কীর্তনিয়া এই অবৈধ ব্যবসাগুলো চালাতে পারছেন বলেও দাবি করেন তিনি। এই বিষয়ে সিবিআই, ইডিকে তদন্ত করার জন্য আবেদন জানান। যদি ব্যবস্থা গ্রহণ না করা হয় তা হলে আগামী দিনে আন্দোলন করা হবে বলে হুঁশিয়ারি দেন গোপালবাবু। যদিও অশোক কির্তনীয়ার বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'আমি ট্রান্সপোর্টের ব্যবসা করি সঠিক ভাবে ট্যাক্স দিয়ে ব্যবসা করি। কুড়ি বছর ধরে ব্যবসা করে আসছি। গোপালবাবু তো ব্যবসা বোঝেন না। ওঁদের মতো তোলা তুলে খাই না। ক্ষমতা থাকলে ওঁর পুলিশ দিয়ে তদন্ত করে দেখুক। আমি তো চাই ইডি, সিবিআই তদন্ত করুক। পেট্রাপোলে যে দোকান আছে, সেটা থেকে সরকার জিএসটি পায় যে কেউ দোকান নিতে পারে।'

পার্থ ভৌমিক চাবি ঘোরাবে আর এখানে বসে মিটিং হবে, আমি থাকব না: মমতাবালা

নিজস্ব প্রতিবেদন, গোবরডাঙা: 'পার্থ ভৌমিক চাবি ঘোরাবে আর এখানে বসে মিটিং হবে আমি থাকব না।' একুশে জুলাইয়ের প্রস্তুতি সভায় গোবরডাঙায় মন্তব্য বনগাঁ সাংগঠনিক জেলার তৃণমূল চেয়ারম্যান তথা রাজ্যসভার সংসদ মমতাবালা ঠাকুরের। তিনি বলেন, 'পার্থ ভৌমিক কোন দায়িত্বে আছে আমার জানা নেই, আর বিশ্বজিৎ কেনই বা তাঁকে ফোন করে মিটিংয়ের কথা বলেছিলেন আমার জানা নেই। দায়িত্ব যদি তার নিতে হয় তা হলে পার্থ ভৌমিককে নিতে হবে সে এসে মিটিং করবে পার্থ ভৌমিক চাবি দিয়ে ঘোরাবে, আর এখানে বসে মিটিং হবে, কোনও মিটিংয়ে আমি থাকব না। আমি দলকে বলব এর থেকে আমাকে মুক্তি দিন আমি রাজ্যসভার এমপি আছি মানুষের ভালোবাসা নিয়ে সেটাই করব।'

এদিনের দলীয় বৈঠকে তৃণমূল উপপ্রধানের গালিগালাজ ও কটুক্তির শিকার হলেন তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদ মমতাবালা ঠাকুর। গ্রেপ্তারের দাবিতে থানায় অভিযোগ দায়ের তৃণমূল কর্মীদের। সরব হলেন মতুয়া ভক্তরা! পার্থ ভৌমিকের সম্পর্কে কিছু কথা বলার জন্য কর্মীরা ক্ষোভ প্রকাশ করেছে আর কিছু নয় দাবি তৃণমূল জেলা সভাপতি বিশ্বজিৎ দাসের। তৃণমূলের সভায় মমতা ঠাকুরকে উদ্দেশ করে গালিগালাজ ও জাত তুলে কটুক্তি নিয়ে কটাক্ষ করলেন শান্তনু ঠাকুর। তিনি বলেন, ওদের নেত্রী হরিচাঁদ গুরুচাঁদ নিয়ে যা বলেছেন, তাতে ছোট নেতা কী বলবে। মমতা ঠাকুর হারিকাঠে গলা দিয়েছে কী হবে বুঝতে পারছে না। ওঁর লজ্জা-ঘৃণা-ভয় কিছু নেই। এই বিষয়ে মমতা ঠাকুর কোনও প্রতিক্রিয়া দেননি।

বিএসএফের ইন্টার সেক্টরের ক্রস কান্ট্রি কম্পিটিশন

নিজস্ব প্রতিবেদন, নদিয়া: বিএসএফের ইন্টার সেক্টরের পক্ষ থেকে ক্রস কান্ট্রি কম্পিটিশন আয়োজন করল ৬৭ নম্বর ব্যাটেলিয়ান। নদিয়ার ধুবুলিয়াতে এই প্রতিযোগিতার অংশগ্রহণ করে সাউথ ফন্ট ইয়ারের অন্তর্গত চারটি সেক্টর। কৃষ্ণনগর, বহরমপুর, মালদা এবং কলকাতা সেক্টরের বিএসএফের মহিলা এবং পুরুষ জওয়ানরা এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করার আগে বিএসএফের বিভিন্ন সেক্টরের মহিলা এবং পুরুষ জওয়ানদের মধ্যে সেক্টর লেভেলের একটি প্রতিযোগিতা হয় এবং সেই প্রতিযোগিতায় যাঁরা সফল হন, তাঁরা ধুবুলিয়ার বিএসএফের ৬৭ নম্বর ব্যাটেলিয়ানের প্রতিযোগিতায় সুযোগ পান। এই প্রতিযোগিতা ১০ কিলোমিটার একটি দৌড় প্রতিযোগিতা রাখা হয়, সেখানে ১৮ জন বিএসএফের মহিলারা অংশগ্রহণ করেন এবং ২৪ পুরুষ। তাঁদের মধ্যে যাঁরা প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় স্থানাধিকারী হন, তাঁদেরকে বিশেষ সম্মান এবং পুরস্কার প্রদান করে কৃষ্ণনগর সেক্টর হেডকোয়ার্টার ডিআইজি আরপি উদিত।

এই প্রতিযোগিতা বিএসএফের একটি ইভেন্ট এবং এই ইভেন্টের মধ্য দিয়ে ফিজিক্যাল ফিটনেস এবং খেলাধুলোর বিভিন্ন ভাবনা তুলে ধরাই এর মূল উদ্দেশ্য বলে জানা যায় বিএসএফ সূত্রে। এদিন সকাল থেকেই বিএসএফের বিভিন্ন আধিকারিকরা এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে। বিএসএফের অফিসার থেকে শুরু করে জওয়ানদের উপস্থিতি ছিল যথেষ্ট চোখে পড়ার মতো।

একের পর এক বাসরুট বন্ধে দায়ী ছোট গাড়ি!

বনস্পতি দে ● হুগলি

রাজ্যের অন্যতম পুরনো বাসরুট শ্রীরামপুর ও বাগবাজারের মধ্যে প্রথম বাস চলাচল শুরু হয় ১৯২৮ সালে। পরবর্তীকালে সেটাকে বাড়িয়ে সল্টলেক করুণাময়ী পর্যন্ত করা হয়েছিল, যা ৩ নম্বর রুট হিসেবে বিশেষ পরিচিত ছিল। 'একটা সময় ছিল, যখন বাস মালিকদের লোকে সমীহ করত। আজ আর আমাদের কেউ পাত্তা দেয় না। এখন বাস ব্যবসায় টাকাও নেই, সামাজিক সম্মানটাও চলে গিয়েছে।' আক্ষেপের সুর শ্রীরামপুর-বাগবাজার রুটের পুরনো বাস মালিকের গলায়।

সবমিলিয়ে এই রুটে বাসের সংখ্যা ছিল ৬৯টি। যদিও এখন এই রুটে কোনও বাসই চলে না। পুরনো স্মৃতি রোমন্থন করে জীবন বলেন, 'শ্রীরামপুর-বাগবাজার রুটের বাস হুগলি, হাওড়া, উত্তর ২৪ পরগনা ও কলকাতা; এই চারটি জেলা ছুঁয়ে যেত। সেজন্য এক সময় এটা খুব জনপ্রিয় রুট ছিল। '৯০-এর দশকের শেষ দিক থেকে নানা কারণে এই রুটে বাসের সংখ্যা কমতে শুরু করে। প্যাসেঞ্জার না হওয়ায় লোকসানের ঠেলায় মালিকরা এক এক করে সবাই বাস বেচে দিয়েছেন। ফলে এই রুটের আর কোনও অস্তিত্ব নেই। মালিকরা বাস বেচে দিয়ে হয় অন্য কোনও ব্যবসা করছেন, নয় তো বেকার হয়ে বাড়িতে বসে আছেন।'

শ্রীরামপুর-নিউটাউন রুটের বাস মালিক সংগঠনের সম্পাদক রঞ্জন প্রামাণিকের ব্যাখ্যা, জেলার একের পর এক রুটে বাস বন্ধ হয়ে যাওয়ার পিছনে অন্যতম প্রধান কারণ হল ছোট গাড়ি। চণ্ডীতলার ভগবতীপুর থেকে দক্ষিণেশ্বর

হয়ে ডানকুনি, উত্তরপাড়া রুটে চলত প্রায় ১৫টি বাস। এই রুটে চার বছর আগেই বাস চলাচল পুরোপুরি বন্ধ গিয়েছে। চুঁচুড়া মহকুমার ১৫টি গুরুত্বপূর্ণ বাস রুট বন্ধ হয়ে পড়ে আছে অনেক বছর ধরেই। রাস্তায় টোটো, অটো, ট্রেকার বেড়ে যাওয়ায় বাসে আগের মতো যাত্রী হচ্ছে না। বাস চালিয়ে লাভ তো দূরের কথা, খরচটুকু উঠছে না। একটা বাস দিনে গড়ে ২০০, ২৫০ কিমি যাতায়াত করে। যেমন টিকিট বিক্রি হয় তার নিরিখে কমিশন পান বাসচালক ও কন্ডাক্টর। তার সঙ্গে রয়েছে জ্বালানি, বাসের রক্ষণাবেক্ষণের খরচ এবং ব্যাঙ্ক ঋণের কিস্তি। সব মেটানোর পরে বাস মালিকদের হাতে আর কিছু থাকে না। এ ভাবে চললে আগামী দিনে বাস ব্যবসা লাটে উঠে যাবে।

জেলা পরিবহণ দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, শ্রীরামপুর ও চুঁচুড়া সদর মহকুমা শহরে মোট ৯টি রুটে বাস পরিষেবা পুরোপুরি বন্ধ। বাকি রুটগুলিতেও বাসের সংখ্যা কমে গিয়েছে। বাস মালিকরা জানাচ্ছেন, প্যাসেঞ্জার না হওয়ার কারণেই বাস তুলে দিতে তাঁরা বাধ্য হয়েছেন। করোনার পরেই বন্ধ হয়ে গিয়েছে শ্রীরামপুর-তারকেশ্বর ১২ নম্বর রুটের বাস। আগে এই রুটে ৩০টি বাস চলত। শ্রীরামপুর-জাঙ্গিপাড়া ৩১ নম্বর রুটের বাসও অনেক দিন ধরেই বন্ধ। আগে এই রুটে প্রায় ২৬টি বাস চলত। শ্রীরামপুর-ডোমজুড় রুটে প্রায় ১৮টি মিনিবাস চলত। এখন একটাও চলে না।

চুঁচুড়া স্টেশন থেকে চুঁচুড়া আদালত পর্যন্ত ১ নম্বর রুটে ১৫টির মতো বাস ছিল। দু'বছর আগেই এই বাসরুট উঠে গিয়েছে। সেখানে এখন দাপিয়ে বেড়াচ্ছে বেআইনি ম্যাজিক গাড়ি ও টোটো। শ্রীরামপুর-বীরশিবপুর ৪০ নম্বর রুটে ৩০টি এবং শ্রীরামপুর-নিউটাউন ২৮৫ নম্বর রুটে এখন প্রায় ১৭টি বাস চলে।

করোনার পর বন্ধ হয়ে যায় চুঁচুড়া-বাঘখাল ২ নম্বর রুটের বাস। প্রায় ৮০টি বাস চলত এই রুটে। কিন্তু ২০২১ সাল থেকে সেখানে বাস চলছে না। বছর চারেক আগে আর্থিক লোকসানের কারণে চুঁচুড়া মেমারি ৪ নম্বর রুটে প্রায় ৩০টি বাস বসিয়ে দেন মালিকরা। চুঁচুড়া কালনা ৮ নম্বর রুটে প্রায় ১০-১২টা বাস চলত। এখন তার কোনও অস্তিত্ব নেই। চুঁচুড়া থেকে পোলবা ভায়া পাণ্ডুয়া ৩৯ নম্বর রুটে চলত কমপক্ষে ৭-৮টি বাস। করোনা ও লকডাউনের ধাক্কায় চিরতরে বন্ধ হয়ে যায় বাস রুটটি।

অনির্দিষ্ট কালের জন্য বাস ধর্মঘট আরামবাগে, দায়ী টোটো, অটো? চুঁচুড়া-হরিপাল ১৮ নম্বর রুটে বাসের সংখ্যা কমে দাঁড়িয়েছে আটে। চুঁচুড়া থেকে তারকেশ্বর হয়ে গুড়াপ ২৩ নম্বর রুটে বাস চলত ৪৪টি। সেটা অর্ধেক হয়ে গিয়েছে। ২৩ নম্বর রুটের বাসমালিক সংগঠনের সভাপতি সুরজিৎ দাস বলেন, ২০১৫ সালে প্রশাসনিক বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয়েছিল, টোটো-অটো ভিতরের রাস্তায় চলবে। মেন রাস্তায় শুধুই বাস চলাচল করবে। কিন্তু সেই নিয়ম মানা হচ্ছে না। ফলে আগামী দিনে প্রাইভেট বাস থাকবে না।

বিহারের ভোটে লড়তে পারেন নীতীশের পুত্র

পাটনা, ১৭ জুন: বিহারের আসন্ন বিধানসভা ভোটে লড়তে পারেন মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমারের পুত্র নিশান্ত। মঙ্গলবার এই দাবি করেছেন, নীতীশের দল জেডিইউ-র সাংসদ কুশলেন্দ্র কুমার।

আগামী অক্টোবর-নভেম্বরে বিহারের বিধানসভা ভোট হওয়ার কথা। বিজেপি নেতা তথা কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ ইতিমধ্যেই ঘোষণা করে দিয়েছেন, ভোটে এনডিএ জোট জিতলে নীতীশই ফের মুখ্যমন্ত্রী হবেন। কিন্তু কিছু দিন ধরেই জল্পনা তৈরি হয়েছে, নীতীশ এ বার তাঁর পুত্রকে সক্রিয়

রাজনীতিতে আনতে চান। গত ৮ জানুয়ারি থেকে নীতীশের সঙ্গে কয়েকটি রাজনৈতিক ও সামাজিক কর্মসূচিতে দেখা গিয়েছে নিশান্তকে। তবে এখনও তিনি সরাসরি রাজনীতিতে যোগ দেওয়ার কথা ঘোষণা করেননি।

'নীতীশের ঘনিষ্ঠ অনুগামী' হিসেবে পরিচিত নালন্দার সাংসদ কুশলেন্দ্র বলেন, 'আমার সংসদীয় কেন্দ্রের অন্তর্গত ইসলামপুর বিধানসভা থেকে নিশান্ত যাতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন, দলের অন্দরে সেই দাবি উঠেছে। ভোটে লড়লে তিনি অবশ্যই জয়ী হবেন।'

গোপালপুরে মহিলাকে গণধর্ষণ, গ্রেপ্তার ১০ যুবক

ভুবনেশ্বর, ১৭ জুন: ওড়িশার গোপালপুরে বেড়াতে গিয়ে ভয়াবহ ঘটনার শিকার এক যুগল। গোপালপুরের সমুদ্র সৈকতে তরুণীকে গণধর্ষণের অভিযোগ। শুধু তাই নয়, তরুণীর সঙ্গে থাকা পুরুষ বন্ধুকেও মারধরের অভিযোগ উঠেছে। গণধর্ষণের ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে ওড়িশা পুলিশ ১০ জন যুবককে গ্রেপ্তার করেছে। এই ঘটনায় মর্মাহত ওড়িশার উপমুখ্যমন্ত্রী প্রভাতী পারিদা।

মঙ্গলবার তিনি জানান, গোপালপুর সমুদ্র সৈকতে এক তরুণীর গণধর্ষণের ঘটনায় আমি গভীরভাবে মর্মাহত। এখনও পর্যন্ত ১০ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। আমি এই ঘটনার বিষয়ে পুলিশ সুপারের সঙ্গে কথা বলেছি এবং ভবিষ্যতে যাতে এই ধরণের ঘটনার পুনরাবৃত্তি না হয় সেজন্য পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্ত এবং প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছি।

উল্লেখ্য, ওই নির্যাতিতা রাজা উৎসবে যোগ দিতে তাঁর এক পুরুষ বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে তিনি গোপালপুরে গিয়েছিলেন। উৎসবের মূল অনুষ্ঠান শেষে সৈকতের নির্জন দিকে ঘুরছিলেন বছর কুড়ির ওই তরুণী ও তাঁর বন্ধু। অভিযোগ, সেই সময়ই একদল অপরিচিত যুবক তাঁদের ধাওয়া করেন। দলে ছিল ১০ জন। তরুণী ও তাঁর বন্ধুকে ধরে ফেলার পর শুরু হয় অকথ্য অত্যাচার। তরুণীর বন্ধু তাদের আটকানোর চেষ্টা করলে তাঁকে মারধর করে হাত-পা বেঁধে ফেলা রাখা হয়। তার পরে ১০ যুবক ওই তরুণীকে পাশবিক যৌন নির্যাতন করে বলে অভিযোগ।

বোমাতঙ্ক, নাগপুরে জরুরি অবতরণ

নাগপুর, ১৭ জুন: 'ইন্ডিগো'-র বিমানে বোমাতঙ্ক। মঙ্গলবার বিস্ফোরণের হুমকি পাওয়ামাত্র কোচি থেকে দিল্লিগামী উড়ান নাগপুরে জরুরি অবতরণ করে। রানওয়েতেই বিমান থেকে যাত্রীদের বার করে বোমা খোঁজেন নিরাপত্তারক্ষীরা।

জানা গিয়েছে, ওমানের শহর মাসকাট থেকে কোচি হয়ে দিল্লিগামী ৬ই ২৭০৬ উড়ানটিকে বোমা বিস্ফোরণে বিমান উড়িয়ে দেওয়ার হুমকি দেওয়া হয়। যখন হুমকি ফোন আসে, ততক্ষণে কোচি থেকে টেক অফ করেছে ইন্ডিগোর বিমানটি। এই পরিস্থিতিতে সেটিকে নাগপুরে জরুরি অবতরণ করান পাইলট। দ্রুত সমস্ত যাত্রীকে নামিয়ে বিমানটিকে ফাঁকা করা হয়। তল্লাশি চালালেও বিশেষজ্ঞ নিরাপত্তাকর্মীরা এহ প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত সন্দেহজনক কিছু পাননি।

অসমে ভূমিকম্প

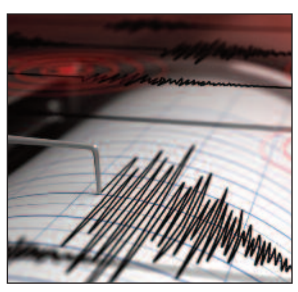

গুয়াহাটি, ১৭ জুন: অসমে ভূমিকম্প। মঙ্গলবার সকাল ১১টা ১২ সেকেন্ডে ৩.২ প্রাবল্যের ভূমিকম্প হয়েছে অসমের নগাঁওয়ে। ভূমিকম্পের ফলে স্থানীয়দের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। তবে ভূমিকম্পে কোনও ক্ষয়ক্ষতির খবর পাওয়া যায়নি। ন্যাশনাল সেন্টার ফর সিসমোলোজি (এনসিএস)-র প্রকাশিত তথ্যে জানা গিয়েছে, ভূমিকম্পের উৎসস্থল ছিল নগাঁওয়ের ভূপৃষ্ঠের ১০ কিমি গভীরে। প্রসঙ্গত, এর আগে গত ৩ জুন মৃদু ভূমিকম্পে কেঁপে ওঠে অসমের রাজধানী গুয়াহাটি সংলগ্ন কামরূপ (গ্রামীণ) জেলা। এদিন ভারতীয় সময় রাত ৮টা ২৫ মিনিট ৪৫ সেকেন্ডে সংঘটিত ভূমিকম্পের তীব্রতা ছিল ৩.৬।

হরিয়ানার মডেল খুনে গ্রেপ্তার 'প্রেমিক' যুবক

সোনিপত, ১৭ জুন: হরিয়ানার মডেল শীতল ওরফে সিম্মি চৌধুরী খুনের ঘটনায় জড়িত সন্দেহে এক যুবককে সোমবার রাতে গ্রেপ্তার করেছে সোনিপত পুলিশ। জানা গিয়েছে, ধৃতের নাম সুনীল। সে শীতলের পরিচিত বলে জানা যাচ্ছে। পুলিশের দাবি, সুনীল জেরায় স্বীকার করেছে, সেই শীতলকে খুন করেছে। হরিয়ানা পুলিশ মঙ্গলবার সুনীলকে আদালতে পেশ করবে।

উল্লেখ্য, সোমবার সোনিপতে খাল থেকে উদ্ধার হয় শীতল ওরফে সিম্মির দেহ। থাকতেন বোনের সঙ্গে, পানিপতে। ১৪ জুন শুটিংয়ে যাবেন বলে বেরোন। না ফেরায় পানিপত থানায় নিখোঁজ ডায়েরি করেছিল পরিবার।

পুলিশ সূত্রে খবর, শীতলের সঙ্গে দেখা করেন সুনীল। তাঁরা দু'জনে গাড়িতে বসে মদ্যপান করেন। সেই সময় দু'জনের মধ্যে কোনও বিষয় নিয়ে কথা কাটাকাটি হয়। আর তার পরই শীতলকে মারধর করা শুরু করেন সুনীল। শীতলের বোন নেহার দাবি, শনিবার রাতে তাঁর দিদির ফোন এসেছিল। কাঁদতে কাঁদতে বলছিলেন, তাঁর 'প্রেমিক' সুনীল মারধর করছেন। তার পরই শীতলের ফোন বন্ধ হয়ে যায়। শনিবার থেকে শীতলের সঙ্গে আর যোগাযোগ করতে পারেনি তাঁর পরিবার।

জি৭ বৈঠকে ম্যাক্রোঁ-মেলোনির কথোপকথনের ভিডিও ভাইরাল

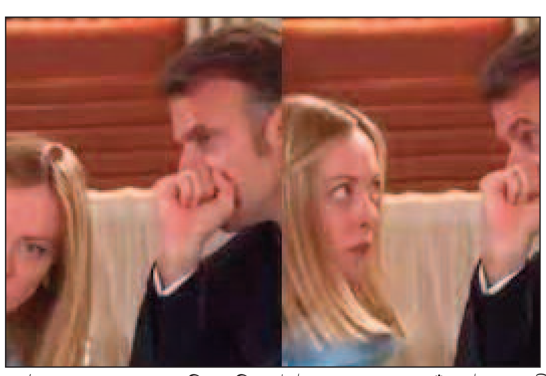

অটোয়া, ১৭ জুন: ফরাসি প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁ ও ইটালির প্রধানমন্ত্রী জর্জিয়া মেলোনি, দু'জনে কথা বলছেন কানে কানে। তাও আবার জি৭ বৈঠকের ফাঁকেই দেখা গেল এই দৃশ্য। এই কথোপকথনের ভিডিও ভাইরাল হয়েছে মুহূর্তে। সেই ভিডিওতেই মেলোনির ম্যাক্রোঁর দিকে কটাক্ষ হানার মুহূর্তটি ঘিরেই শোরগোল।

কানাডায় শুরু হওয়া ৫১তম জি৭ বৈঠকে বক্তব্য রাখছিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। দেখা যায়, সেই সময়ই মেলোনির একেবারে কানের কাছে মুখ এনে কথা বলছেন ম্যাক্রোঁ। আর সেকথা শুনে বুড়ো আঙুল দেখাতে দেখা যায় ইটালির প্রধানমন্ত্রীকে। তারপর ম্যাক্রোঁ একটু সরে গেলে তিনি চোখ তুলে তাকান। এই দৃষ্টি নিয়েই জল্পনা। অনেকে এতে মোহাবিষ্টের ভঙ্গি খুঁজে পেলেও অনেকেরই মতে আসলে বিরক্ত হয়ে তাকিয়েছিলেন মেলোনি। যা দেখে অনেকের মত, মেলোনি যেন বলতে চাইছেন, ম্যাক্রোঁ যা বলতে চাইছেন সেটা তাঁর কাছে অভাবনীয়।

উল্লেখ্য, মেলোনির সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সুসম্পর্কের কথা সকলেই জানেন। তাঁর সঙ্গে সঙ্গে একাধিকবার সেলফিতে ধরা দিয়েছেন মোদী। তাঁদের এই ফ্রেম সোশ্যাল মিডিয়ায় ছেয়ে গিয়েছিল। দুই রাষ্ট্রপ্রধানের মধ্যে যথেষ্ট সুসম্পর্কও রয়েছে। উদারপন্থীদের আক্রমণের পালটা দিয়ে মোদীর পাশে দাঁড়ান মেলোনি। সোমবার থেকে কানাডার কানানাস্কিসে শুরু হয়েছে চলতি বছরের জি৭ বৈঠকে। ৭ দেশের এই জোটে বিগত বছরগুলিতে বিশেষ ভাবে আমন্ত্রিত হয়েছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

উল্লেখ্য, ১৯৯৭ সাল থেকে ২০১৪ সাল পর্যন্ত এই সংগঠনকে জি৮ সংগঠন নামে জানা যেত। তখন এই সংগঠনের প্রধান সদস্য ছিল রাশিয়া। তবে ২০১৪ সালে রাশিয়ার ইউক্রেন আক্রমণ ও ক্রিমিয়া দখলের পর এই সংগঠন থেকে সরিয়ে দেওয়া হয় রাশিয়াকে। বর্তমানে এই সংগঠনের সদস্য দেশগুলি হল কানাডা, ফ্রান্স, ইতালি, জাপান, জার্মানি, আমেরিকা ও ব্রিটেন।

ভিড়ের চাপে প্যারিসের লুভর মিউজিয়াম অনির্দিষ্টকাল বন্ধ

প্যারিস, ১৭ জুন: প্যারিসের লুভর মিউজিয়াম অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ করা হল। নিত্যদিন এত মানুষের সমাগমে ভিড়ের চাপে লুভর মিউজিয়াম অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ করে দিল কর্তৃপক্ষ। জানা যাচ্ছে, সোমবার থেকে প্যারিসের বিখ্যাত দর্শনীয় স্থানের দরজা বন্ধ হয়ে গিয়েছে।

তথ্য অনুযায়ী, লুভর মিউজিয়ামে প্রত্যেকদিন কমবেশি ৮৭ লক্ষ পর্যটক ভিড় করেন। এত ভিড়ে পর্যাপ্ত দাঁড়ানোর জায়গা থেকে শুরু করে বিশ্রামস্থলের অভাব ঘটায় সমস্যা তৈরি হচ্ছে। বর্তমান পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার মতো পরিস্থিতি নেই প্রাচীন মিউজিয়মের আশপাশে। লুভর সংস্কারে ১০ বছর ব্যাপী দীর্ঘ পরিকল্পনায় হাত দিয়েছিলেন ফরাসি প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁ। 'লুভর নিউ রেনেসাঁ' নামে সেই প্রকল্পের কাজ খুব ধীরে চলছে। ফলে ভিড় নিয়ন্ত্রণের বিষয়টির কোনও সুরাহা হয়নি বলে খবর।

প্রায় আড়াইশো বছরের প্রাচীন লুভর মিউজিয়াম সংগ্রহশালা হিসেবে যতটা জনপ্রিয়, বিখ্যাত, ফরাসি স্থাপত্য হিসেবেও তার কদর ততটাই। কাচের পিরামিড আকারের মিউজিয়ামে একাধিক নামী শিল্পীর আঁকা ছবি সংরক্ষণ করে রাখা হয়েছে। সবচেয়ে আকর্ষণীয় লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চির কালজয়ী সৃষ্টি 'মোনালিসা', যে ছবির গবেষণার বিষয় হল মোনালিসার হাসি। তা দেখতেই রোজ কাতারে কাতারে শিল্পপ্রেমী ভিড় করেন লুভর মিউজিয়ামে। শুধু চিত্রশিল্পীই নন, আমজনতারও আকর্ষণ এই ছবি। সম্প্রতি সেই ভিড় আরও উত্তোরত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। মিউজিয়ামের সামনে টিকিট কাউন্টার থেকে প্রবেশদ্বার, সর্বত্র দীর্ঘ লাইন সামলাতে সামলাতে ক্লান্ত কর্মীরা। নিরাপত্তারক্ষীদের ওপরও চাপ বাড়ছে। তিতিবিরক্ত হয়ে তাঁরা পুরোদমে কর্মবিরতি শুরু করেছেন। ফলে মিউজিয়ামে আপাতত তালা বন্ধ।

লুভর মিউজিয়ামের প্রেসিডেন্ট লরেন্স দে কারস জানিয়েছেন, ভিড়ের চাপে এবং উষ্ণতা বৃদ্ধির কারণে কাচের মিউজিয়ামের কোথাও কোথাও চিড় ধরছে। নষ্ট হচ্ছে বহুমূল্য সব সৃষ্টিকর্ম। তার ওপর বিল্ডিংয়ের কিছু অংশ জলে ভিজেও ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। যা কর্মী ও পর্যটক উভয়ের ক্ষেত্রেই বিপজ্জনক হতে পারে। সব দিক খতিয়ে দেখে আপাতত মিউজিয়াম বন্ধের সিদ্ধান্ত নেওয়া হল। তাই এখন প্যারিস সফরে গেলে মোনালিসার হাসি না দেখেই ফিরতে হবে পর্যটকদের।

উল্লেখ্য, ঠোঁটের কোণে একচিলতে হাসি, তা আনন্দের না বিষাদের সে নিয়ে তর্কও হয়েছে বিস্তর। প্যারিস গেলে লুভর মিউজিয়ামে রাখা দ্য ভিঞ্চির বিখ্যাত চিত্র মোনালিসার সেই বিশ্বখ্যাত চিত্রশিল্প না দেখে ফিরে আসেন না কোনও পর্যটকই। উলটে বলা যায়, এটি প্যারিস ভ্রমণের অক অনন্য আকর্ষণ। তাই লুভর ভিড়ও হয় সেই শিল্পকলা দেখতে। কিন্তু সেই পর্যটকের ভিড়ই কাল হল।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন- মোবাইল ৯৩৩১০৫৯০৬০/ ৯০০৭২৯৯৩৫৩/ ৯৮৭৪০ ৯২২২০

Notice Inviting e-Tender

NIT NO- JOY2/07 of 2025-26, Dt.- 12.06.2025. It is here invited by the BDO/EO, Joynagar-II for e-tender of 9 nos. of Work vide **Tender Id: 2025_ZPHD_863499_1 to 2025_ZPHD_863499_9** and last date of bid submission is **24.06.2025.** For details visit website **https://wbtenders.gov.in**

Sd/-
BDO/EO
Joynagar-II Dev. Block/PS
Nimpith, South 24 Parganas

OFFICE OF THE JYANGRA HATIARA II GRAM PANCHAYAT
(Under Rajarhat Panchayat Samiti)
NOTICE INVITING TENDER UNDER CFC-Tied

NIT No.: JH II/001 (25-26), Memo No.: JH II/438, Date: 16.06.2025. 22 (twenty-two) no. of E-Tender has been invited on behalf of Pradhan, Jyangra Hatiara No 2 Gram Panchayat. Details contact website: **www.wbtenders.gov.in**

Sd/- **Prodhan**
Jyangra Hatiara No 2 Gram Panchayat

Office of the SARBANGAPUR GRAM PANCHAYAT
Nowda, Murshidabad

E-Tender are invited through on-line bid system under following tender NIeT No- 001/SGP/15th CFC (Tied)/2025-26, vide memo No- 212/SGP/15th CFC (9)/ 2025-26, Dated- 16/06/2025, NIeT No- 002/SGP/15th CFC (Untied/ 2025-26, vide memo No- 213/ SGP/15th CFC/(9)/ 2025-26, Dated- 16/06/2025, & NIeT No- 003/SGP/5th SFC/2025-26, vide memo No- 214/SGP/5th SFC/ (9)/ 2025-26, Dated- 16/06/2025. Tender document submission from-18/06/2025 at 9.00 am. Last date of bid submission- **24/06/2025 upto 3.00 pm.** For details please visit website:- **https://wbtenders.gov.in**

Sd/- Prodhan
Sarbangapur G.P.
Nowda, Murshidabad

TENDER

E- Tenders are invited by the Prodhan, **Shikarpur Gram Panchayat** (Under Karimpur-I Panchayat Samity), Shikarpur, Nadia. **NIET No. 02/5th SFC/ SGP/2025-26 (2nd call), 05/15th CFC-TIED/SGP/2025-26 (2nd call),** Last date of submission **24.06.2025 up to 3pm.** For details please contact to the office or visit **www.wbtenders.gov.in**

Sd/- Prodhan,
Shikarpur Gram Panchayat.

UTTARPARA-KOTRUNG MUNICIPALITY
CORRIGENDUM NOTICE
Notice Inviting e-Tender No.: UKM/PWD/009(e)/2025-26
Date- 28/05/2025

1. Renovation of SitalaTala Primary School, under Makhla ward No 20 at Uttarpara-Kotrung Municipality. The bid Submission Closing date is hereby extended **up to 25-06-2025 in place of 16-06-2025.** Date Corrigendum published. For Details: **wbtenders.gov.in**

Sd/- **Chairman,**
U.K. Municipality

BONGAON MUNICIPALITY

Waterbody Rejuvenation near Nabin Sangha at ward No. 06 under Bongaon Municipality.

Tender reference: WBMAD/NIeT/30/BM/2025-26/PWD
Date: 17.06.2025
Tender ID- 2025_MAD_865584_1

1. Bid Submission Start date- **17.06.2025 at 06.00 PM.** 2. Prebid meeting date- **26.06.2025 at 02.00 PM.** 3. End date- **03.07.2025 at 12.00 PM.** 4. Bid opening date- **05.07.2025 at 12.00 PM.** All other information will be available in the office of the Bongaon Municipality.

Sd/- **Chairman**
Bongaon Municipality

দিঘীরপাড় বকুলতলা গ্রাম পঞ্চায়েত
মথুরাপুর- ২নং পঞ্চায়েত সমিতি
Mail ID: d.bakultala@gmail.com
E-TENDER NOTICE

দিঘীরপাড় বকুলতলা গ্রাম পঞ্চায়েতের পক্ষে প্রধান গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় প্রকল্প রূপায়নের জন্য (15th FC Fund হইতে) যে দরপত্রগুলি আহ্বান করছেন, তাহার NIT No. DBGP/ 15th FC 1st INS/ROAD/E-NIT-06/2025-26, Dated- 13/06/2025 বিস্তারিত তথ্য জানার জন্য **www.wbtenders.gov.in** এবং দিঘীরপাড় বকুলতলা গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসে যোগাযোগ করুন।

প্রধান/
দিঘীরপাড় বকুলতলা গ্রাম পঞ্চায়েত

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার নং ঃ বিএমএফ-মেশিনিং-এমসিএফ-২০০, তারিখ ১৬.০৬.২০২৫। ডেপুটি সিএমই/বিএমএফ/বিজিবি, পূর্ব রেলওয়ে, বজবজ, কলকাতা-১৩৭ টেন্ডার নং বিএমএফ-মেশিনিং-এমসিএফ-২০০-এর পরিপ্রেক্ষিতে সিঙ্গল প্যাকেট প্রণালীতে ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন যেটির **বন্ধের তারিখ ২৮.০৬.২০২৫ তারিখ সকাল ১১টা।** বিডদাতাগণ কেবলমাত্র বন্ধের তারিখ এবং সময় পর্যন্ত তাঁদের মূল/সংশোধিত বিড জমা করতে পারবেন। এই টেন্ডারের ক্ষেত্রে ম্যানুয়াল অফার গ্রাহ্য হবে না এবং এইরূপ কোনও ম্যানুয়াল অফার গৃহীত হলে তা অগ্রাহ্য করা হবে। **কাজের নাম:** ৫-অ্যাক্সিস মেশিনে বোগি ফ্রেম মেশিনিং এবং এমসিএফ/রায়বেরিলিতে ডেলিভারি। **বিজ্ঞাপিত মূল্য :** ৫৬,০৩,৭০২ টাকা। **বায়নামূল্য:** ১,১২,১০০ টাকা। **টেন্ডার নথিপত্রের মূল্য :** শূন্য। **টেন্ডার আপলোডের তারিখ/সময় :** ১৩.০৬.২০২৫ বিকেল ৫.৫৮ মিনিট। **অফারের বৈধতা :** ৬০ দিন। **কাজ শেষের মেয়াদ :** ৪ মাস। **বিডিং শুরুর তারিখ:** ১৪.০৬.২০২৫। (MISC-96/2025-26)

ওয়েবসাইট : www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

GANGASAGAR GRAM PANCHAYAT
Vill & Post. : Gangasagar, P.S.: Gangasagar Coastal, Dist.: 24 pgs (S)
ABRIDGE NIT

On behalf of Gangasagar Gram Panchayat of Sagar Block under S 24 Pgs dist. invites bids for 1 no. BP road, under Gangasagar GP (vide NIT NO.28). The Estimated Cost of scheme including GST & L. Cess is Rs 496136 respectively. The last bid submission date is **21/06/2025 till 06:00 pm.** Visit to our GP Office.

Sd/- Pradhan
Gangasagar Gram Panchayat

Sahajadapur Gram Panchayat
Dakshin Bijaynagar, Joynagar-II, South 24 Parganas
Notice Inviting e-Tender

E-Tender is invited from Reputed, Bonafied Tenderer for 24 Nos. scheme vide **NIT No: 103/Saha/15th FC(Untied)/25-26,104/Saha/15th FC(Tied)/25-26,105/Saha/15th FC(Tied)/25-26 & 106/Saha/15th FC(Tied)/25-26 Dated- 17.06.2025.** Documents Downloaded/Sale & Bid Submission Start date- **18.06.2025 from 11:00 AM** and Closing date (Online) : **28.06.2025 up to 12:00 Noon.** Tender opening date(Online): **30.06.2025 on 12:30 P.M.** For detailed information visit **www.wbtenders.gov.in** **Tender id: 2025_ZPHD_865439 (1-13), 2025_ZPHD_865628 (1-3), 2025_ZPHD_865670 (1-2) & 2025_ZPHD_865716 (1-6)** also available at undersigned G.P.

Sd/-
Pradhan
Sahajadapur Gram Panchayat

পূর্ব রেলওয়ে

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং এনআইটি/০২/২৫/৪০, তারিখ ১৬.০৬.২০২৫। প্রিন্সিপাল চিফ মেটিরিয়ালস ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, ২য় তল, ১৭, নেতাজি সুভাষ রোড, ফেয়ারলি প্লেস, কলকাতা-৭০০০০১ নিম্নলিখিত সামগ্রী সরবরাহের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন:- **ক্র.নং., টেন্ডার নং., স্টোর্সের বিবরণ, ইএমডি** নিম্নরূপ :- **(ক) টেন্ডার খোলার তারিখ : ০৪.০৭.২০২৫, সময় : দুপুর ১.৩০ মিনিট : (১)** ১০২৪৫০০৫, ২x৫০০ কেভিএ আইজিবিটি ভিত্তিক হোটেল কনভার্টার ইত্যাদি, ₹ ৬,৮৩,২২০/-. **টেন্ডার খোলার তারিখ : ১৫.০৭.২০২৫, সময় : দুপুর ১.৩০ মিনিট : (২)** ১০২৫১৭৯৫, সিলিকন রেক্টিফায়ার কুলিং ব্লোয়ারের জন্য মোটর, ₹ ১,০৬,৪০০/-. **টেন্ডার খোলার তারিখ : ০১.০৮.২০২৫, সময় : দুপুর ১.৩০ মিনিট: (৩)** ১০২৫২৩৭০, স্নাবার সিকেটি কমপ্লিটের জন্য ইপি ভাল্‌ভ ইত্যাদি, ₹ ১,৬৫,৪১০/-. **টেন্ডার খোলার তারিখ : ০৪.০৮.২০২৫, সময় : দুপুর ১.৩০ মিনিট : (৪)** ১০২৫১০০৬, সাসপেনশন স্প্রিং, ₹ ১,৮০,৮৯০/-. **(৫)** ১০২৫২৪৯২, অপারেটিং হ্যান্ডেল সহ ম্যানুয়াল হ্যান্ড ড্রাইভ, ₹ ১,০৪,৫৬০/-. **টেন্ডার খোলার তারিখ : ০৬.০৮.২০২৫, সময় : দুপুর ১.৩০ মিনিট : (৬)** ১০২৫১৫৫০, ইন্ডিপেন্ডেন্ট ব্রেক ভাল্‌ভ ইত্যাদি ক্রয়, ₹ ১,৪৪,৭৩০/-. **টেন্ডার খোলার তারিখ : ১২.০৮.২০২৫, সময় : দুপুর ১.৩০ মিনিট : (৭)** ১০২৫১০১০, ড্রাইভার'স অটো ব্রেক ভাল্‌ভ এ৯ ইত্যাদি ক্রয়, ₹ ১,২৫,৫২০/-. **টেন্ডার খোলার তারিখ : ১৮.০৮.২০২৫, সময়: দুপুর ১.৩০ মিনিট : (৮)** ২০২৫১০৬৮, সংযুক্ত অবস্থায় বাম ও ডান হাতের কন্ট্যাক্ট শিল্ড সহ সংশোধিত টপ কন্ট্যাক্টের সেট ইত্যাদির প্রাপ্যতা, ₹ ১,০৭,৫৩০/-. **টেন্ডার মূল্য :** প্রতিটির জন্য ₹ ০/. **(খ) টেন্ডার নং :** ৫২২৫৫৯৪০। **সংক্ষিপ্ত বিবরণ :** এলএফপি (লিথিয়াম আয়রন ফসফেট) ব্যাটারি সেট, ১২৫ এএইচ, ১১২ ভি সরবরাহ। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ :** ১২.০৭.২০২৫। **অনুমিত টেন্ডার মূল্য :** ১,৪৩,০৩,৯৬০ টাকা। **দ্রষ্টব্য :** উপরিল্লিখিত সকল টেন্ডার হল ই-টেন্ডার এবং সকল টেন্ডারদাতাদের আইআরইপিএস ওয়েবসাইট https://www.ireps.gov.in-এর মাধ্যমে অনলাইনে তাঁদের বিড জমা করতে অনুরোধ করা হচ্ছে। উপরোক্ত টেন্ডার সম্পর্কিত বিশদ বিবরণ এবং অন্যান্য সরবরাহ টেন্ডারের জন্য অনুগ্রহ করে আইআরইপিএস ওয়েবসাইট দেখুন। (Stores-16/2025-26)

ওয়েবসাইট : www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে — টেন্ডার

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নম্বর ঃ ই-টেন্ডার/২০২৫/১৮, তারিখ ১৬.০৬.২০২৫। ভারতের রাষ্ট্রপতির তরফে ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (ইঞ্জি.), দঃপূঃ রেলওয়ে, খড়গপুর-৭২১৩০১ নিম্নলিখিত কাজগুলির জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন যা সামগ্রীর প্রেক্ষিতে উল্লিখিত তারিখে **দুপুর ৩টার আগে** জমা করতে হবে এবং **খুলবে দুপুর ৩.৩০ মিনিটে ঃ ক্রঃ নং ও টেন্ডার নং; কাজের বিবরণ; টেন্ডার মূল্য; বায়না মূল্য ঃ (১) ই-কেজিপি-এইচকিউ-২৩-২০২৫;** অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিভিসনাল ইঞ্জিনিয়ার/তমলুকের অধিকারক্ষেত্রের অধীনে হাই স্পিড ৮ হুইলার টাওয়ার কারের স্টেবলিংয়ের জন্য হলদিয়া ওএইচই ডিপোতে বর্তমান ৪ হুইলার টাওয়ার ওয়াগন শেডের ক্যাপাসিটি বৃদ্ধি; ১,৪১,৫৬,২৪৫.২৮ টাকা; ২,২০,৮০০ টাকা। **(২) ই-কেজিপি-ওয়েস্ট-২৪-২০২৫;** খড়গপুর-টাটানগর ঃ ডিভিসনাল ইঞ্জিনিয়ার/ওয়েস্ট/খড়গপুরের অধিকারক্ষেত্রের অধীনে ১৩০ কিমি প্রতি ঘণ্টা এবং তার বেশি গতির বিভিন্ন রুটে সাবওয়ের ব্যবস্থা; ৪৪,১৯,১৫,৬২৬.২৫ টাকা; ২৩,৫৯,৬০০ টাকা। **(৩) ই-কেজিপি-ইস্ট-৪৬-২০২৫;** অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিভিসনাল ইঞ্জিনিয়ার/পাঁশকুড়ার অধীনে (১) ভোগপুর ইয়ার্ডে অ্যাপ্রোচে ড্রেনেজ সিস্টেম এবং ব্যাড ব্যাঙ্কের উন্নয়ন, পিএসআর-১১০ কিমি প্রতি ঘণ্টা অপসারণের জন্য ত্রুটিপূর্ণ লেআউটের উন্নতি এবং (২) সেস মেরামতি এবং ব্যাঙ্কের শক্তিবৃদ্ধির কাজ সম্পাদন; ১৪,৩৮,১৭,৬৩৯.০২ টাকা; ৮,৬৯,১০০ টাকা। **(৪) ই-কেজিপি-ইস্ট-৪৭-২০২৫;** অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিভিসনাল ইঞ্জিনিয়ার/পাঁশকুড়ার অধিকারক্ষেত্রের অধীনে ১৩০ কিমি প্রতি ঘণ্টা এবং তার বেশি গতির রুটগুলিতে সেফটি ফেন্সিং কাজ সম্পর্কিত হাইট গেজ এবং ড্রেনের ব্যবস্থা সহ পুশিং টেকনিক দ্বারা আরসিসি বক্স নির্মাণ; ১২,২৭,৫৩,৭০৯.৭১ টাকা; ৭,৬৩,৮০০ টাকা। **(৫) ই-কেজিপি-ইস্ট-৪৮-২০২৫;** অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিভিসনাল ইঞ্জিনিয়ার/শালিমারের অধিকারক্ষেত্রের অধীনে ১৩০ কিমি প্রতি ঘণ্টা এবং তার বেশি গতির রুটগুলিতে সেফটি ফেন্সিং কাজ সম্পর্কিত হাইট গেজ এবং ড্রেনের ব্যবস্থা সহ পুশিং টেকনিক দ্বারা আরসিসি বক্স নির্মাণ; ১২,২৭,৫৩,৭০৯.৭১ টাকা; ৭,৬৩,৮০০ টাকা। **(৬) ই-কেজিপি-ইস্ট-৪৯-২০২৫;** ডিভিসনাল ইঞ্জিনিয়ার/ইস্ট/খড়গপুরের অধিকারক্ষেত্রের অধীনে হাওড়া-খড়গপুর শাখার মধ্যে ব্রিজ নং ৮৪ এমআইডি, ৮৭ আপ-এর জন্য নদীর জলস্তর মনিটরিং সরবরাহ, স্থাপন, পরীক্ষণ এবং চালুকরণ; ১২,৯৩,১১৫.১৪ টাকা; ২৫,৯০০ টাকা। **(৭) ই-কেজিপি-সাউথ-২৯-২০২৫;** খড়গপুর ডিভিসনে রোড আন্ডারব্রিজ দ্বারা লেভেল ক্রসিং বাতিল করার জন্য ডিটেলড্ প্রোজেক্ট রিপোর্ট (ডিপিআর) সহ টেকনিক্যাল ফিজিবিলিটি রিপোর্ট (টিএফআর) এবং জেনারেল অ্যারেঞ্জমেন্ট ড্রইং (জিএডি) প্রস্তুতকরণ; ৯৩,৫৪,৩১৪.১৮ টাকা; ১,৮৭,১০০ টাকা। **(৮) ই-কেজিপি-সাউথ-৩০-২০২৫;** সিনিয়র ডিভিসনাল ইঞ্জিনিয়ার (সাউথ)/খড়গপুরের অধীনে খড়গপুর-ভদ্রক শাখায় ৬০.২৫০ টিআর. কিমি-র সেস কাটিং এবং শ্যালো স্ক্রিনিং; ২,৪১,৮৫,০৪৭.৪৫ টাকা; ২,৭০,৯০০ টাকা। **(৯) ই-কেজিপি-সাউথ-৩১-২০২৫;** সিনিয়র ডিভিসনাল ইঞ্জিনিয়ার (সাউথ)/খড়গপুরের অধীনে খড়গপুর-ভদ্রক শাখায় ব্রিজ নং ২১৫ আপ ও ডাউন এবং ব্রিজ নং ২৬৩ আপ ও ডাউন-এর রিভার বেড ম্যাপিং; ১২,২০,৪৮২.৪০ টাকা; ২৪,৪০০ টাকা। **(১০) ই-কেজিপি-ওয়েস্ট-২৫-২০২৫;** ডিভিসনাল ইঞ্জিনিয়ার/ওয়েস্ট/খড়গপুরের অধিকারক্ষেত্রের অধীনে (১) বালিচক-খড়গপুর ঃ টিআরআর (পি) - ৫.৫৫৫ টিকেএম, খড়গপুর-টাটানগর ঃ টিআরআর (পি)-১.৬৬৪ টিকেএম, (২) বালিচক-খড়গপুর ঃ টিআরআর (এস) - ৮.৫২৭ টিকেএম, (৩) বালিচক-নিমপুরা ঃ টিএফআর - ৭.১ টিকেএম এবং (৪) বালিচক-টাটানগর ঃ টিবিআর - ৮.৫৮৭ টিকেএম-এর কাজ সম্পাদন (৩য় কল); ২,০৯,৩৪,৪৫৯.২৪ টাকা; ২,৫৪,৭০০ টাকা। **টেন্ডার নথির মূল্য ঃ** প্রতিটির জন্য ০.০০। **খোলার তারিখ ঃ** ক্রমিক নং ১-এর জন্য ০৩.০৭.২০২৫, ক্রমিক নং ২-এর জন্য ০৯.০৭.২০২৫, ক্রমিক নং ৩ থেকে ৯-এর জন্য ১০.০৭.২০২৫ এবং ক্রমিক নং ১০-এর জন্য ১৬.০৭.২০২৫। **কাজ শেষ করার মেয়াদ ঃ** ক্রমিক নং ১, ৬, ৮, ৯ ও ১০-এর জন্য ১২ মাস; ক্রমিক নং ২-এর জন্য ২৪ মাস; ক্রমিক নং ৩, ৪ ও ৫-এর জন্য ১৮ মাস এবং ক্রমিক নং ৭-এর জন্য ০৯ মাস। **বিড শুরুর তারিখ ঃ** ক্রমিক নং ১-এর জন্য ১৯.০৬.২০২৫ থেকে ০৩.০৭.২০২৫ তারিখে দুপুর ৩টা পর্যন্ত; ক্রমিক নং ২-এর জন্য ২৫.০৬.২০২৫ থেকে ০৯.০৭.২০২৫ তারিখে দুপুর ৩টা পর্যন্ত; ক্রমিক নং ৩ থেকে ৯-এর জন্য ২৬.০৬.২০২৫ থেকে ১০.০৭.২০২৫ তারিখে দুপুর ৩টা পর্যন্ত এবং ক্রমিক নং ১০-এর জন্য ০২.০৭.২০২৫ থেকে ১৬.০৭.২০২৫ তারিখে দুপুর ৩টা পর্যন্ত। আগ্রহী টেন্ডারদাতারা টেন্ডারের সম্পূর্ণ বিবরণ/বর্ণনা/স্পেসিফিকেশনের জন্য এবং অনলাইনে বিড জমা করতে ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in** দেখতে পারেন। কোনও ভাবেই এই কাজের জন্য ম্যানুয়াল টেন্ডার গ্রাহ্য হবে না। **বি.দ্র. ঃ** সব টেন্ডারে অংশ নিতে সম্ভাব্য বিডাররা নিয়মিত **"www.ireps.gov.in"** দেখতে পারেন। **(PR-282)**

THIS IS A PUBLIC ANNOUNCEMENT FOR INFORMATION PURPOSES ONLY AND IS NOT A PROSPECTUS ANNOUNCEMENT. THIS DOES NOT CONSTITUTE AN INVITATION OR OFFER TO ACQUIRE, PURCHASE OR SUBSCRIBE TO SECURITIES. THIS PUBLIC ANNOUNCEMENT IS NOT INTENDED FOR PUBLICATION OR DISTRIBUTION, DIRECTLY OR INDIRECTLY OUTSIDE INDIA.

SHRI HARE-KRISHNA SPONGE IRON LIMITED

Our Company was originally incorporated as a Private Limited Company under the name "Shri Hare-Krishna Sponge Iron Private Limited" on May 02, 2003 under the provisions of the Companies Act, 1956 with the Registrar of Companies, West Bengal with CIN: U27109WB2003PTC096152. Thereafter, our Company was converted into a Public Limited Company vide Special Resolution passed by the Shareholders at the Extraordinary General Meeting, held on May 25, 2007 and consequently the name of our Company was changed from "Shri Hare-Krishna Sponge Iron Private Limited" to "Shri Hare-Krishna Sponge Iron Limited" vide a fresh certificate of incorporation dated June 20, 2007, issued by the Registrar of Companies, West Bengal. bearing CIN: U27109WB2003PLC096152.

Registered Office: Flat No 2D, 2nd Floor, Tower No. 1, Alcove Gloria, Municipal Premises No 403/1, Dakshindari Road, VIP Road, Kolkata, Sreebhumi, North 24 Parganas, West Bengal 700048
Tel No: +91-9589116050; **E-mail:** cs@shkraipur.com; **Website:**https://shkraipur.com; **CIN:** U27109WB2003PLC096152
Contact Person: Rashmeet Kaur, Company Secretary & Compliance Officer

OUR PROMOTERS: MANOJ PARASRAMPURIA, MANISH PARASRAMPURIA, ANUBHAV PARSRAMPURIA, ANITA TRADELINKS PRIVATE LIMITED AND BUXOM TREXIM PRIVATE LIMITED

THE ISSUE

INITIAL PUBLIC OFFER OF UPTO 50,70,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹10/- EACH (THE "EQUITY SHARES") OF SHRI HARE-KRISHNA SPONGE IRON LIMITED("OUR COMPANY" OR "THE ISSUER") AT AN ISSUE PRICE OF ₹[●] PER EQUITY SHARE (INCLUDING SHARE PREMIUM OF ₹[●] PER EQUITY SHARE) FOR CASH, AGGREGATING UP TO ₹[●] LAKHS ("PUBLIC ISSUE") OUT OF WHICH 2,58,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹10 EACH, AT AN ISSUE PRICE OF ₹[●] PER EQUITY SHARE FOR CASH, AGGREGATING ₹[●] LAKHS WILL BE RESERVED FOR SUBSCRIPTION BY THE MARKET MAKER TO THE ISSUE (THE "MARKET MAKER RESERVATION PORTION") THE PUBLIC ISSUE LESS MARKET MAKER RESERVATION PORTION I.E. ISSUE OF 48,12,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹10 EACH, AT AN ISSUE PRICE OF ₹[●] PER EQUITY SHARE FOR CASH, AGGREGATING UPTO ₹[●] LAKHS IS HEREIN AFTER REFERRED TO AS THE "NET ISSUE". THE PUBLIC ISSUE AND NET ISSUE WILL CONSTITUTE 26.42% AND 25.07% RESPECTIVELY OF THE POST- ISSUE PAID-UP EQUITY SHARE CAPITAL OF OUR COMPANY.

DETAILS OF THE SELLING SHAREHOLDERS, OFFER FOR SALE AND WEIGHTED AVERAGE COST OF ACQUISITION - NOT APPLICABLE AS THE ENTIRE ISSUE CONSTITUTES FRESH ISSUE OF EQUITY SHARES.

PRICE BAND: RS. 56 TO RS. 59 PER EQUITY SHARE OF FACE VALUE RS. 10/- EACH

THE FLOOR PRICE IS 5.6 TIMES OF THE FACE VALUE OF THE EQUITY SHARES AND THE CAP PRICE IS 5.9 TIMES OF THE FACE VALUE OF THE EQUITY SHARES.
THE PRICE TO EARNING RATIO BASED ON DILUTED EPS FOR FY 2024-25 AT THE FLOOR PRICE IS 8.60 TIMES AND AT THE CAP PRICE IS 9.06 TIMES.
BIDS CAN BE MADE FOR A MINIMUM OF 2,000 EQUITY SHARES AND IN MULTIPLES OF 2,000 EQUITY SHARES THEREAFTER.

BID/ISSUE PROGRAMME

ANCHOR INVESTOR BIDDING DATE: MONDAY, JUNE 23, 2025
BID/ISSUE OPENS ON: TUESDAY, JUNE 24, 2025
BID/ISSUE CLOSES ON: THURSDAY, JUNE 26, 2025

^UPI mandate end time shall be at 5.00 p.m. on the Bid/Issue date.

BRIEF DESCRIPTION OF THE BUSINESS OF THE COMPANY

Our Company is primarily engaged in the business of manufacturing and selling of Sponge Iron. Sponge Iron is mainly used as a raw material for steel production in electric arc furnaces and induction furnaces. Through our sponge iron business, we cater to the metallic requirements of steel producers in selected geographies. Our manufacturing facility is located in Siltara - Raipur, Chhattisgarh and is spread across an area of around 13.45 acres of land with an annual production capacity of 30,000 metric tonnes.

"THE ISSUE IS BEING MADE THROUGH BOOK BUILDING PROCESS IN ACCORDANCE WITH CHAPTER IX OF THE SEBI ICDR REGULATIONS, 2018 AS AMENDED FROM TIME TO TIME (IPO OF SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES) AND THE EQUITY SHARES ARE PROPOSED TO BE LISTED ON SME PLATFORM OF NSE i.e. NSE EMERGE."

THE EQUITY SHARES OF THE COMPANY WILL GET LISTED ON SME PLATFORM OF NSE. FOR THE PURPOSE OF THE ISSUE, THE DESIGNATED STOCK EXCHANGE WILL BE NSE.

ALLOCATION OF THE ISSUE

- **QIB PORTION:** NOT MORE THAN 50.00% OF THE NET ISSUE
- **NON-INSTITUTIONAL PORTION:** NOT LESS THAN 15.00% OF THE NET ISSUE
- **RETAIL PORTION:** NOT LESS THAN 35.00% OF THE NET ISSUE
- **MARKET MAKER PORTION:** UPTO 2,58,000 EQUITY SHARES OR 5.09% OF THE ISSUE

IN MAKING AN INVESTMENT DECISION, POTENTIAL INVESTORS MUST ONLY RELY ON THE INFORMATION INCLUDED IN THE RED HERRING PROSPECTUS AND THE TERMS OF THE ISSUE, INCLUDING THE RISKS INVOLVED AND NOT RELY ON ANY OTHER EXTERNAL SOURCES OF INFORMATION ABOUT THE ISSUE AVAILABLE IN ANY MANNER.

In accordance with the recommendation of the Independent Directors of our Company, pursuant to their resolution dated June 10, 2025 the above provided price band is justified based on quantitative factors/ KPIs disclosed in the ***'Basis for Issue Price'*** section beginning on page 95 of the Red Herring Prospectus vis-a-vis the weighted average cost of acquisition ("WACA") of primary and secondary transaction(s), as applicable, disclosed in ***"Basis for Issue Price"*** section beginning on page 95 of the Red Herring Prospectus and provided below in the advertisement.

RISKS TO INVESTORS

For details refer to section titled "Risk Factors" on page no. 27 of the RHP.

1. Risk to investors summary description of key risk factors based on materiality.

- The viability of our business operations for the Steel Division is dependent on cost of power and fuel, any volatility in energy prices may result into financial stress on the viability of the Steel operations which may lead to temporary shutdown of the plant, which had an affect our revenue and financial strength in the past and could effect the future too.
- Substantial portion of our revenues has been dependent upon few customers, with which we do not have any firm commitments. The loss of any one or more of our major customer would have a material adverse effect on our business, cash flows, results of operations and financial condition.
- In the past, our Company contravened certain provisions of the SEBI Act and Regulations, for which SEBI imposed a penalty amounting to Rs. 2,40,000/- on our Company. This penalty was imposed under Section 15HA of the SEBI Act, 1992, for alleged violations in relation to trading activities in the Stock Options Segment of the Bombay Stock Exchange (BSE) during the period from April 1, 2014, to September 30, 2015.
- We significantly depend upon few of the raw material suppliers for manufacturing of sponge iron. Volatility in the supply and pricing of our raw materials may have an adverse effect on our business, financial condition and results of operations
- Our business operations are majorly concentrated in certain geographical regions and any adverse developments affecting our operations in these regions could have a significant impact on our revenue and results of operations.
- Our Company is yet to place orders for the some of the Plant & Machinery for the setup of captive power plant. Any delay in placing orders or procurement of such machinery may delay the schedule of implementation and possibly increase the cost of commencing operations.
- Majority of our revenue is dependent on single business segment i.e. Sponge Iron. An inability to anticipate or adapt to evolving upgradation of products or inability to ensure product quality or reduction in the demand of such products may adversely impact our revenue from operations and growth prospects.
- There have been certain instances of non-compliances/ discrepancies, including with respect to certain secretarial/ regulatory filings for corporate actions taken by our Company in the past. Consequently, we may be subject to regulatory actions and penalties for any such non-compliance/ discrepancies and our business, financial position and reputation may be adversely affected.
- We do not own the Registered Office and Manufacturing Unit from which we carry out our business activities. In case of dispute in relation to use of the said premise, our business and results of operations can be adversely affected.
- We require certain approvals, licenses, registrations and permits to operate our business, and failure to obtain or renew them in a timely manner or maintain the statutory and regulatory permits and approvals required to operate our business may adversely affect our operations and financial conditions.
- Average cost of acquisition of Equity Shares held by the Promoters are

Sr. No.	Name of the Promoters	No. of Shares held	Average cost of Acquisition (in ₹)
1.	Anita Tradelinks Private Limited	5,325,000	4.02
2.	Buxom Trexim Private Limited	1,995,500	13.93
3.	Manoj Parasrampuria	1,050,650	9.72
4.	Manish Parasrampuria	776,150	9.42

and the Issue Price at the upper end of the Price Band is Rs. 59 per Equity Share.

- The Price/ Earnings ratio based on Diluted EPS for Fiscal 2025 for the company at the upper end of the Price Band is 9.06.
- Weighted Average Return on Net worth for Fiscals 2025, 2024 and 2023 is 14.76%.

2. Details of suitable ratios of the company for the latest full financial year:

Name of Company	Current Market Price (₹)	Face Value	EPS	PE	RoNW (%)	Book Value (₹)	Total Income (₹ In lakhs)
			Basic/Diluted				
Shri Hare-Krishna Sponge Iron Limited	[●]*	10.00	6.51	[●]^	12.51%	52.12	8,360.02
Peer Group							
Vraj Iron and Steel Limited	179.05	10.00	14.28	12.54	11.11%	120.34	47,886.0
Chaman Metallics Limited	146.00	10.00	4.05	36.05	9.83%	41.19	17,416.77

Notes:

(i) Source – All the financial information for listed industry peers mentioned above is sourced from the financial results uploaded by the aforesaid companies on relevant stock exchange for the year ended March 31, 2025 to compute the corresponding financial ratios. Further, P/E Ratio is based on the current market price of the respective scrips dated June 09, 2025

(ii) The EPS, NAV, RoNW and total Income of our Company are taken as per Restated Financial Statement for the Financial Year 2024-25.

(iii) NAV per share is computed as the closing net worth divided by the weighted average number of paid up equity shares as on March 31, 2025.

(iv) RoNW has been computed as net profit after tax divided by closing net worth.

(v) Net worth has been computed in the manner as specifies in Regulation 2(1) (hh) of SEBI (ICDR) Regulations, 2018.

(vi) The face value of Equity Shares of our Company is ₹10/- per Equity Share and the Issue price is [●] times the face value of equity share

*CMP of our Company is considered as Issue Price.

^to be included post finalization of the Issue Price.

3. Weighted average return on net worth for the last 3 FYs,

As per restated financial statements

Sr. No	Period	RONW (%)	Weights
1	Period ending March 31, 2025	12.51%	3
2	Period ending March 31, 2024	15.80%	2
3	Period ending March 31, 2023	19.41%	1
	Weighted Average	**14.76%**	**6**

Note:

i. The figures disclosed above are based on the Restated Financial Statements of the Company.

ii. The RoNW has been computed by dividing restated net profit after tax (excluding exceptional items) with restated Net worth as at the end of the year/period

iii. Weighted average = Aggregate of year-wise weighted RoNW divided by the aggregate of weights i.e. (RoNW x Weight) for each year/Total of weights.

4. Weighted average cost of acquisition of all the shares transacted in the three years, 18 months and one year preceding the date of the Red Herring Prospectus-

Period	Weighted Average Cost of Acquisition (in Rs.)	Upper End of the Price Band is 'X' times the WACA	Range of acquisition price: Lowest Price – Highest Price (in Rs.)
Last one year, 18 months & three years preceding the date of the Red Herring Prospectus	53.1	1.11	Nil – 53.1

v. Disclosures as per clause (9)(K)(4) of Part A to Schedule VI:

a. The price per share of our Company based on the primary/ new issue of shares (equity / convertible securities)

There has been no issuance of Equity Shares, during the 18 months preceding the date of this RHP, where such issuance is equal to or more than 5% of the fully diluted paid-up share capital of the Company (calculated based on the pre-issue capital before such transaction(s) and excluding employee stock options granted but not vested), in a single transaction or multiple transactions combined together over a span of 30 days.

b. The price per share of our Company based on the secondary sale / acquisition of shares (equity shares)

Except mentioned below there is no secondary sale/ acquisitions of Equity Shares, where the promoters, members of the promoter group or shareholder(s) having the right to nominate director(s) in the board of directors of the Company are a party to the transaction (excluding gifts of shares), during the 18 months preceding the date of this certificate, where either acquisition or sale is equal to or more than 5% of the fully diluted paid up share capital of the Company (calculated based on the pre-issue capital before such transaction/s and excluding employee stock options granted but not vested), in a single transaction or multiple transactions combined together over a span of rolling 30 days.

Date of transfer	Name of transferor	Name of transferee	No. of Equity shares	Price Per Equity Share (₹)	Nature of transaction	Total Consideration (Rs. in lakhs)
September 24, 2024	Newzone Merchants Private Limited	Indo Chains (Raipur) Private Limited	7,71,250	53.1	Acquisition by way of transfer of shares	409.53
September 24, 2024	Paras Credit Capital Private Limited	Indo Chains (Raipur) Private Limited	6,27,000	53.1	Acquisition by way of transfer of shares	332.94
September 24, 2024	Paras Credit Capital Private Limited	ARP Complex Private Limited	1,10,000	53.1	Acquisition by way of transfer of shares	58.41
September 24, 2024	Paras Credit Capital Private Limited	Buxom Trexim Private Limited	2,00,500	53.1	Acquisition by way of transfer of shares	106.47
September 24, 2024	Paras Credit Capital Private Limited	Anita Tradelinks Private Limited	2,00,000	53.1	Acquisition by way of transfer of shares	106.20

Weighted average cost of acquisition, floor price and cap price.

Types of transactions	Weighted average cost of acquisition (₹ per Equity Shares of face value of Rs 10/-)	Floor price (i.e. ₹ 56)	Cap price (i.e. ₹ 59)
Weighted average cost of acquisition of primary / new issue as per above paragraph	NA	NA	NA
Weighted average cost of acquisition for secondary sale / acquisition as per above paragraph	53.1	1.05	1.11

Note:
^ There were no primary/ new issue of shares (equity/ convertible securities) as mentioned in paragraph 8(a) above, in last 18 months from the date of this Red Herring Prospectus.

The Issue Price shall be determined by our Company in consultation with the BRLM, on the basis of the demand from investor for the Equity Shares through Book Building Process. Our Company in consultation with the BRLM are justified of the Issue price in view of the qualitative and quantitative parameters refer chapter titled ***"Basis for issue price"*** on page 95 of the Red Herring Prospectus.

ADDITIONAL INFORMATION FOR INVESTORS:

Details of proposed/ undertaken pre-issue placements from the DRHP filing date: Our Company has not undertaken any Pre-IPO Placements from the DRHP filing date.

Transaction of shares aggregating up to 1% or more of the paid-up equity share capital of the Company by promoter(s) and promoter group(s) from the DRHP filing date:

S. No.	Date of Transfer/ transmission	Name of Transferors	Nature of relationship with company	Name of Transferee	Nature of Relationship with Company	Nature of Transaction	Number of Equity Shares	Percentage of pre-issue share capital of the company	Transfer Price per Equity Share (Rs.)	Total Consid-eration (in Rs.)
1.	April 30, 2025	Late Shri Shyam Sunder Parasrampuria	Promoter	Manoj Parasrampuria	Promoter	Transmission of shares*	3,51,850	2.49%	-	-
2.	May 28, 2025	Manoj Parasrampuria	Promoter	Manish Parasrampuria	Promoter	Transfer to Beneficiary	1,51,050	1.07%	-	-

** Mr. Manoj Parasrampuria received a total of 3,51,850 equity shares through transmission due to the demise of Shri Shyam Sunder Parasrampuria. Subsequently, Mr. Manoj Parasrampuria transferred 1,51,050 of these shares to Mr. Manish Parasrampuria under the beneficiary ownership.*

Continued on next page

Continued from previous page

Shareholding of the Promoter/ Promoter Group and Additional Top 10 Shareholders of the Company:

Sr. No.	Name of Shareholders	Pre-Issue shareholding as at the date of Advertisement		Post-Issue shareholding as at Allotment			
				At the lower end of the price band (₹ 56)		At the upper end of the price band (₹ 59)	
		Number of Equity Shares	Share Holding (in %)	Number of Equity Shares	Share holding (in %)	Number of Equity Shares	Share holding (in %)
Promoters							
1.	Anita Tradelinks Private Limited	5,325,000	37.71	5,325,000	27.75	5,325,000	27.75
2.	Buxom Trexim Private Limited	1,995,500	14.13	1,995,500	10.40	1,995,500	10.40
3.	Manoj Parasrampuria	10,50,650	7.44	10,50,650	5.47	1050650	5.47
4.	Manish Parasrampuria	7,76,150	5.50	7,76,150	4.04	776150	4.04
5.	Anubhav Parsrampuria	-	-	-	-	-	-
	Sub Total (A)	**9,147,300**	**64.78**	**9,147,300**	**47.66**	**9,147,300**	**47.66**
Promoter Group							
6.	Manoj Parasrampuria (HUF)	125,000	0.89	125,000	0.65	125,000	0.65
7.	Manish Parasrampuria (HUF)	272,500	1.93	272,500	1.42	272,500	1.42
8.	Shyam Sunder Parasrampuria (HUF)	1,627,000	11.52	1,627,000	8.48	1,627,000	8.48
9.	Krishna Devi Parasrampuria	695,500	4.93	695,500	3.62	695,500	3.62
10.	Shweta Parasrampuria	390,000	2.76	390,000	2.03	390,000	2.03
11.	Anita Parasrampuria	263,000	1.86	263,000	1.37	263,000	1.37
12.	Sheetal Singhania	92,500	0.66	92,500	0.48	92,500	0.48
13.	Indo Chains (Raipur) Private Limited	1,398,250	9.90	1,398,250	7.29	1,398,250	7.29
14.	ARP Complex Private Limited	110,000	0.78	110,000	0.57	110,000	0.57
	Sub Total (B)	**4,973,750**	**35.22**	**4,973,750**	**25.92**	**4,973,750**	**25.92**
Additional Top 10 Shareholders							
Nil							

Notes:

1) Includes all options that have been exercised until date of prospectus and any transfers of equity shares by existing shareholders after the date of the pre-offer and price band advertisement until date of prospectus.

2) Based on the Offer price of ₹[●] and subject to finalization of the basis of allotment.

3) Assuming full subscription in the issue. The post-issue shareholding details as at allotment will be based on the actual subscription and the final issue price and updated in the prospectus, subject.to finalization of the basis of allotment. Also, this table assumes there is no transfer of shares by these shareholders between the date of the advertisement and allotment if any such transfers occur prior to the date of prospectus, it will be updated in the shareholding pattern in the prospectus).

BASIS FOR ISSUE PRICE

The ***"Basis for issue price"*** on page 95 of the Offer document has been updated with the above price band. Please refer to the website of the BRLM or scan the given QR code for the ***"Basis for issue price"*** updated with the above price band.

INDICATIVE TIMELINE FOR THE ISSUE

Our Company may in consultation with the BRLM, consider participation by Anchor Investors in accordance with the SEBI ICDR Regulations.

Sequence of Activities	Listing within T+3 days (T is Issue Closing Date)
Application Submission by Investors	Electronic Applications (Online ASBA through 3-in-1 accounts) – **Upto 5 pm on T Day.** Electronic Applications (Bank ASBA through Online channels like Internet Banking, Mobile Banking and Syndicate UPI ASBA etc.) – **Upto 4 pm on T Day.** Electronic Applications (Syndicate Non-Retail, Non-Individual Applications) – **Upto 3 pm on T Day.**
	Physical Applications (Bank ASBA) – **Upto 1 pm on T Day.** Physical Applications (Syndicate Non-Retail, Non-Individual Applications of QIBs and NIIs) – **Upto 12 pm on T Day** and Syndicate members shall transfer such applications to banks **before 1 pm on T Day.**
Bid Modification	From Issue opening date up to **5 pm on T Day.**
Validation of bid details with depositories	From Issue opening date up to **5 pm on T Day.**
Reconciliation of UPI mandate transactions (Based on the guidelines issued by NPCI from time to time): Among Stock Exchanges –Sponsor Banks – NPCI and NPCI – PSPs/TPAPs** – Issuer Banks; Reporting formats of bid information, UPI analysis report and compliance timelines.	On daily basis Merchant Bankers to submit to SEBI, sought as and when.
UPI Mandate acceptance time	**T Day– 5 pm**
Issue Closure T day	**T Day – 4 pm** for QIB and NII categories **T Day – 5 pm** for Retail and other reserved categories
Third party check on UPI applications	On daily basis and to be completed **before 9:30 AM on T+1 day**
Third party check on Non-UPI applications	On daily basis and to be completed **before 1 pm on T+1 day**
Submission of final certificates: -For UPI from Sponsor Bank -For Bank ASBA, from all SCSBs -For syndicate ASBA UPI ASBA	**Before 09:30 pm onT+1 day** All SCSBs for Direct ASBA – **Before 07:30 pm on T Day** Syndicate ASBA - **Before 07:30 pm on T Day**
Finalization of rejections and completion of basis	Before **6 pm on T+1 day.**
Approval of basis by Stock Exchange	Before **9 pm on T+1 day**
Issuance of fund transfer instructions in separate files for debit and unblock. For Bank ASBA and Online ASBA – To all SCSBs For UPI ASBA – To Sponsor Bank	Intimation not later than **9:30 am on T+2 day.** Completion before **2 pm on T+2 day for fund transfer;** Completion before **4 pm on T+2 day for unlocking**
Corporate action execution for credit of shares	Initiation before **2 pm on T+2 day** Completion before **6 pm on T+2 day**
Filing of listing application with Stock Exchanges and issuance of trading notice	Before **7:30 pm on T+2 day**
Publish allotment advertisement	On the website of Issuer, Merchant Banker and RTI - before **9 pm on T+2 day.** In newspapers - on **T+3 day but not later than T+4 day**
Trading starts T+3 day	**T+3 day**

Submission of Bids (other than Bids from Anchor Investors):

Bid/Offer Period (except the Bid/Issue Closing Date)	
Submission and Revision in Bids	Only between 10.00 a.m. and 5.00 p.m. (Indian Standard Time ("IST")
Bid/Issue Closing Date* (i.e. Thursday June 26, 2025)	
Submission of Electronic Applications (Online ASBA through 3-in-1 accounts) – For RIIs, other than QIBs and Non-Institutional Investors	Only between 10.00 a.m. and up to 5.00 p.m. IST
Submission of Electronic Applications (Bank ASBA through Online channels like Internet Banking, Mobile Banking and Syndicate UPI ASBA applications)	Only between 10.00 a.m. and up to 4.00 p.m. IST
Submission of Electronic Applications (Syndicate Non-Retail, Non- Individual Applications)	Only between 10.00 a.m. and up to 3.00 p.m. IST
Submission of Physical Applications (Bank ASBA)	Only between 10.00 a.m. and up to 1.00 p.m. IST
Submission of Physical Applications (Syndicate Non-Retail, Non- Individual Applications of QIBs and Non-Institutional Investors)	Only between 10.00 a.m. and up to 12.00 p.m. IST

Modification/ Revision/cancellation of Bids	
Upward Revision of Bids by QIBs and Non-Institutional Investors categories#	Only between 10.00 a.m. on the Bid/Offer Opening Date and up to 4.00 p.m. IST on Bid/Offer Closing Date
Upward or downward Revision of Bids or cancellation of Bids by RIIs	Only between 10.00 a.m. on the Bid/Offer Opening Date and up to 5.00 p.m. IST on Bid/Offer Closing Date

*UPI mandate end time and date shall be at 5:00 pm on the Bid/Offer Closing Date

#QIBs and Non-Institutional Investors can neither revise their bids downwards nor cancel/ withdraw their Bids. On the Bid/Offer Closing Date, the Bids shall be uploaded until: (i) 4.00 p.m. IST in case of Bids by QIBs and Non-Institutional Investors; and (ii) until 5.00 p.m. IST or such extended time as permitted by the Stock Exchanges, in case of Bids by Retail Individual Investors

Event	Indicative Dates
Bid/Issue Opening Date(1)	Tuesday, June 24, 2025
Bid/Issue Closing Date(2)	Thursday, June 26, 2025
Finalization of Basis of Allotment with the Designated Stock Exchange (T+1)	Friday, June 27, 2025
Initiation of Allotment / Refunds / Unblocking of Funds from ASBA Account or UPI ID linked bank account (T+2)	Monday, June 30, 2025
Credit of Equity Shares to Demat accounts of Allottees (T+2)	Monday, June 30, 2025
Commencement of trading of the Equity Shares on the Stock Exchange (T+3)	Tuesday, July 01, 2025

ASBA*	**Simple, Safe, Smart way of Application- Make use of it!!!**	***Applications Supported by Blocked Amount (ASBA) is a better way of applying to issues by simply blocking the fund in the bank account, investors can avail the same. For details, check section on ASBA below.**	**Mandatory in Public Issues from January 01, 2016. No cheque will be accepted**

UPI – Now available in ASBA for Retail Individual investors and Non-Institutional investor applying for amount up to ₹5,00,000/- applying through Registered Brokers, DPs & RTAs. UPI Bidder also have the option to submit the Application directly to the ASBA Bank (SCSBs) or to use the facility of linked online trading, demat and bank account. Investors are required to ensure that the Bank Account used for bidding is linked to their PAN. Bidders must ensure that their PAN is linked with Aadhaar and are in compliance with CBDT notification dated February 13, 2020, issued by the CBDT and the subsequent press release, including press release dated June 25, 2021 and September 17, 2021 and CBDT circular no. 7 of 2022, dated March 30, 2022 read with press release dated March 28, 2023 and any subsequent press releases in this regard.

ASBA has to be availed by all the investors except anchor investors. UPI may be availed by (i) Retail Individual Investors in the Retail Portion. (ii) Non-Institutional Investors with an application size of up to ₹5,00,000 in the Non-Institutional Portion. For details on the ASBA and UPI process, please refer to the details given in ASBA form and abridged prospectus and also please refer to the section ***"Issue Procedure"*** on page 265 of the Red Herring Prospectus. The process is also available on the website of Association of Investment Bankers of India ("AIBI") and Stock Exchanges and in the General Information Document. ASBA bid-cum-application forms can be downloaded from the websites of Stock Exchanges and can be obtained from the list of banks that is displayed on the website of SEBI at https://www.sebi.gov.in/sebiweb/other/OtherAction.do?doRecognisedFpi=yes&intmId=35 and https://www.sebi.gov.in/sebiweb/other/OtherAction.do?doRecognisedFpi=yes&intmId=43, respectively as updated from time to time. For the list of UPI apps and banks live on IPO, please refer to the link: www.sebi.gov.in. UPI mechanism may apply through the SCSBs and mobile applications whose names appear on the website of SEBI, as updated from time to time. HDFC Bank Limited has been appointed as Sponsor Banks for the Issue, in accordance with the requirements of the SEBI Circular dated November 1, 2018 as amended. For Issue related queries, please contact the BRLMs on their respective email IDs as mentioned below. For UPI related queries, investors can contact NPCI at the toll-free number: 18001201740 and mail Id: ipo.upi@npci.org.in.

In case of any revisions in the Price Band, the Bid/ Issue Period will be extended by at least three additional Working Days after such revision of the Price Band, subject to the Bid/Issue Period not exceeding 10 Working Days. In cases of force majeure, banking strike or similar circumstances, our Company may, for reasons to be recorded in writing, extend the Bid/Issue Period for a minimum of one Working Day, subject to the Bid/Issue Period not exceeding 10 Working Days. Any revision in the Price Band and the revised Bid/Issue Period, if applicable, will be widely disseminated by notification to the Stock Exchange, by issuing a press release, and also by indicating the change on the website of the Book Running Lead Managers and the terminals of the other members of the Syndicate and by intimation to SCSBs, the Sponsor Bank, Registered Brokers, Collecting Depository Participants and Registrar and Share Transfer Agents.

The Issue is being made through the Book Building Process, in terms of Rule 19(2)(b) of the Securities Contracts (Regulation) Rules, 1957, as amended (the "SCRR") read with Regulation 252 of SEBI ICDR Regulations, 2018, the Issue is being made for at least 25% of the post-Issue paid-up Equity Share capital of our Company. The Issue is being made under Regulation 229(2) of Chapter IX of SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018 via book building process wherein not more than 50% of the net Issue shall be allocated on a proportionate basis to QIBs, provided that our Company may, in consultation with the BRLM, allocate up to 60% of the QIB Portion to Anchor Investors on a discretionary basis in accordance with the SEBI ICDR Regulations, of which one-third shall be reserved for domestic Mutual Funds, subject to valid Bids being received from domestic Mutual Funds at or above the Anchor Investor Allocation Price. In the event of under-subscription, or non-allocation in the Anchor Investor Portion, the balance Equity Shares shall be added to the QIB Portion. Further, 5% of the QIB Portion (excluding the Anchor Investor Portion) shall be available for allocation on a proportionate basis only to Mutual Funds, and the remainder of the QIB Portion shall be available for allocation on a proportionate basis to all QIBs (other than Anchor Investors), including Mutual Funds, subject to valid Bids being received at or above the Issue Price. Further, not less than 15% of the Issue shall be available for allocation on a proportionate basis to Non-Institutional Investors and not less than 35% of the Issue shall be available for allocation to Retail Individual Investors in accordance with the SEBI ICDR Regulations, subject to valid Bids being received at or above the Issue Price. All Bidders (other than Anchor Investors) shall mandatorily participate in the Issue only through the ASBA process. ASBA Bidders must provide either (i) the bank account details and authorization to block funds in the ASBA Form, or (ii) the UPI ID, as applicable, in the relevant space provided in the ASBA Form. The ASBA Forms that do not contain such details are liable to be rejected. Applications made by the RIIs using third party bank account or using third party linked bank account UPI ID are liable for rejection. Anchor Investors are not permitted to participate in the Issue through the ASBA process. ASBA Bidders shall ensure that the Bids are made on ASBA Forms bearing the stamp of the relevant Designated Intermediary, submitted at the relevant Bidding Centres only (except in case of electronic ASBA Forms) and the ASBA Forms not bearing such specified stamp are liable to be rejected. For details, see ***"Issue Procedure"*** beginning on page 265 of the Red Herring Prospectus.

Bidders/ Applicants should note that on the basis of PAN, DP ID and Client ID as provided in the Bid cum Application Form, the Bidders/Applicants may be deemed to have authorized the Depositories to provide to the Registrar to the Issue, any requested Demographic Details of the Bidders/Applicants as available on the records of the depositories. These Demographic Details may be used, among other things, for or unblocking of ASBA Account or for other correspondence(s) related to an Issue. Bidders/Applicants are advised to update any changes to their Demographic Details as available in the records of the Depository Participant to ensure accuracy of records. Any delay resulting from failure to update the Demographic Details would be at the Applicants' sole risk. Bidders/Applicants should ensure that PAN, DP ID and the Client ID are correctly filled in the Bid cum Application Form. The PAN, DP ID and Client ID provided in the Bid cum Application Form should match with the PAN, DP ID and Client ID available in the Depository database, otherwise, the Bid cum Application Form is liable to be rejected. Bidders/Applicants should ensure that the beneficiary account provided in the Bid cum Application Form is active. Investors must ensure that their PAN is linked with AADHAR and are in compliance with CBDT Notification dated February 13, 2020 and press release dated June 25, 2021.

CONTENTS OF THE MEMORANDUM OF ASSOCIATION OF THE COMPANY AS REGARDS ITS OBJECTS: For information on the main objects and other objects of our Company, see ***"History and Corporate Structure"*** on page 140 of the Red Herring Prospectus and Clause III of the Memorandum of Association of our Company. The Memorandum of Association of our Company is a material document for inspection in relation to the Issue. For further details, see the section ***"Material Contracts and Documents for Inspection"*** on page 312 of the Red Herring Prospectus.

LIABILITY OF MEMBERS AS PER MOA: Limited by shares.

AMOUNT OF SHARE CAPITAL OF THE COMPANY AND CAPITAL STRUCTURE: As on the date of Red Herring Prospectus, the Authorized share Capital of the Company is Rs.20,00,00,000/- (Rupees twenty Crores Only) divided into 2,00,00,000 (Two Crore) Equity Shares of face value of Rs.10/- each. The issued, subscribed and paid-up share capital of the Company before the issue Rs. 14,12,10,500/- (Rs. Fourteen Crore Twelve Lakh Ten Thousand Five Hundred Only) divided into 1,41,21,050 (One Crore Forty-One Lakh Twenty-One Thousand Fifty Only) Equity Shares of face value Rs.10 each. For details of the Capital Structure, see ***"Capital Structure"*** on the page 62 of the Red Herring Prospectus.

NAMES OF THE SIGNATORIES TO THE MEMORANDUM OF ASSOCIATION OF THE COMPANY AND THE NUMBER OF EQUITY SHARES SUBSCRIBED BY THEM: Given below are the names of the signatories of the Memorandum of Association of the Company and the number of Equity Shares subscribed for by them at the time of signing of the Memorandum of Association of our Company, Shyam Sunder Parasrampuria -400 equity shares,Manoj Parasrampuria-300 equity shares, Manish Parasrampuria 300 Equity Shares aggregating to 1000 Equity Shares of Rs.100/- each. Details of the main objects of the Company as contained in the Memorandum of Association, see ***"History and Corporate Structure"*** on page 140 of the Red Herring Prospectus. For details of the share capital and capital structure of the Company see ***"Capital Structure"*** on page 62 of the Red Herring Prospectus.

LISTING: The Equity Shares offered through the Red Herring Prospectus are proposed to be listed on the Emerge Platform of NSE (**"NSE EMERGE"**). Our Company has received an "In-principle" approval from the NSE for the listing of the Equity Shares pursuant to letter dated January 10, 2025. For the purposes of the Issue, the Designated Stock Exchange shall be NSE. A signed copy of the Red Herring Prospectus has been submitted for registration to the ROC on June 17, 2025 and Prospectus shall be filed with the RoC in accordance with Section 26(4) of the Companies Act, 2013.

DISCLAIMER CLAUSE OF SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA ("SEBI"): Since the Issue is being made in terms of Chapter IX of the SEBI (ICDR) Regulations, 2018. The Red Herring Prospectus has been filed with SEBI. In terms of the SEBI Regulations, the SEBI shall not issue any observation on the Offer Document. Hence there is no such specific disclaimer clause of SEBI. However, investors may refer to the entire Disclaimer Clause of SEBI beginning on page 244 of the Red Herring Prospectus.

DISCLAIMER CLAUSE OF NSE ("NSE EMERGE") (THE DESIGNATED STOCK EXCHANGE): It is to be distinctly understood that the permission given by NSE should not in any way be deemed or construed that the Offer Document has been cleared or approved by NSE nor does it certify the correctness or completeness of any of the contents of the Offer Document. The investors are advised to refer to the Offer Document for the full text of the 'Disclaimer Clause of NSE.

GENERAL RISK: Investments in equity and equity-related securities involve a degree of risk and investors should not invest any funds in this Issue unless they can afford to take the risk of losing their investment. Investors are advised to read the risk factors carefully before taking an investment decision in this Issue. For taking an investment decision, investors must rely on their own examination of the Issuer and this Issue, including the risks involved. The Equity Shares have not been recommended or approved by the Securities and Exchange Board of India ("SEBI"), nor does SEBI guarantee the accuracy or adequacy of the contents of the Red Herring Prospectus. Specific attention of the investors is invited to ***"Risk Factors"*** on page 27 of the Red Herring Prospectus.

TRACK RECORD OF BOOK RUNNING LEAD MANAGER: The BRLM associated with the Issue has handled 62 Public Issues in the past three years, out of which 2 issue was closed below the Issue/ Offer Price on listing date

Name of BRLM	Total Issue		Issue closed below IPO Price on listing date
	Mainboard	SME	
Hem Securities Limited	2	60	2 (SME)

BOOK RUNNING LEAD MANAGER TO THE ISSUE	REGISTRAR TO THE ISSUE	COMPANY SECRETARY AND COMPLIANCE OFFICER
Hem Securities	KFINTECH	SHK
HEM SECURITIES LIMITED **Address:** 904, A Wing, Naman Midtown, Senapati Bapat Marg, Elphinstone Road, Lower Parel, Mumbai-400013, Maharashtra, India **Tel No.:** +91-22-49060000 **Email:** ib@hemsecurities.com **Investor Grievance Email:** redressal@hemsecurities.com **Website:** www.hemsecurities.com **Contact Person:** Neelkanth Agarwal **SEBI Reg. No.:** INM000010981 **CIN:** U67120RJ1995PLC010390	**KFin Technologies Private Limited** **Address:** 301, The Centrium, 3rd Floor, 57 Lal Bahadur, Shastri Road, Nav Pada, Kurla (West), Kurla, Mumbai, Maharashtra, India, 400070 **Telephone:** +91 40-6716 2222 **Fax No. :** +91 40-6716 1563 **Email:** shrihare.ipo@kfintech.com **Investor Grievance Email:** einward.ris@kfintech.com **Website:** www.kfintech.com **Contact Person:** Mr. M. Murali Krishna. **SEBI Registration Number:** INR00000022 **CIN:** L72400MH2017PLC444072	**Rashmeet Kaur** **SHRI HARE-KRISHNA SPONGE IRON LIMITED** **Address:** Flat No 2-D, 2nd Floor, Tower No. 1, Alcove Gloria, Municipal Premises No. 403/1, Dakshindari Road, VIP Road, Kolkata, Sreebhumi, North 24 Parganas, West Bengal, India, 700048 **Tel No:** +91-9589116050 ; **E-mail:** cs@shkraipur.com; **Website:** https://shkraipur.com CIN: U27109WB2003PLC096152 Investors may contact the Company Secretary and Compliance Officer or the Registrar to the Issue in case of any pre-issue or post-issue related grievances including non-receipt of letters of allotment, non-credit of allotted equity shares in the respective beneficiary account, non-receipt of refund orders or non- receipt of funds by electronic mode, etc. For all issue related queries and for redressal of complaints investors may also write to the BRLMS.

AVAILABILITY OF RED HERRING PROSPECTUS: Investors are advised to refer to the Red Herring Prospectus and the Risk Factors contained therein before applying in the Issue. Full copy of the Red Herring Prospectus is available on the website of SEBI at www. sebi.gov.in, website of the Company at https://shkraipur.com/RHP.pdf, the website of the BRLM to the Issue at www.hemsecurities.com, the website of NSE at www.nseindia.com/companies-listing/corporate-filings-offer-documents#sme_offer respectively.

AVAILABILITY OF THE ABRIDGED PROSPECTUS: A copy of the abridged prospectus shall be available on the website of the Company, BRLM and NSE at https://shkraipur.com/abridged-prospectus.pdf, www.hemsecurities.com and www.nseindia.com/companies-listing/corporate-filings-offer-documents#sme_offer, respectively.

SYNDICATE MEMBER: Hem Finlease Private Limited

AVAILABILITY OF BID-CUM-APPLICATION FORMS: Bid-Cum-Application forms can be obtained from the Registered Office of the Company: Shri Hare-Krishna Sponge Iron Limited, Telephone: +91-9589116050; BRLM: Hem Securities Limited, Telephone: +91-22-4906 0000 and the Syndicate Members: Hem Finlease Private Limited, Telephone: +91-141-4051000 and at the selected locations of the Sub-Syndicate Members, Registered Brokers, RTAs and CDPs participating in the Issue. Bid-cum-application Forms will also be available on the websites of NSE and the designated branches of SCSBs, the list of which is available at websites of the stock exchanges and SEBI.

BANKER TO THE ISSUE/ ESCROW COLLECTION BANK/ REFUND BANK/ PUBLIC ISSUE ACCOUNT BANK/ SPONSOR BANK: HDFC Bank Limited.

UPI: UPI Bidders can also Bid through UPI Mechanism.

All capitalized terms used herein and not specifically defined shall have the same meaning as ascribed to them in the Red Herring Prospectus.

On behalf of Board of Directors
Shri Hare-Krishna Sponge Iron Limited
Sd/-
Rashmeet Kaur
Company Secretary and Compliance Officer

Place: Kolkata
Date: June 17, 2025

Disclaimer- Shri Hare-Krishna Sponge Iron Limited is proposing, subject to applicable statutory and regulatory requirements, receipt of requisite approvals, market conditions and other considerations, to make an initial public offer of its Equity Shares the Red Herring Prospectus dated June 17, 2025 has been filed with the Registrar of Companies, West Bengal and thereafter with SEBI and the Stock Exchanges. The RHP is available on the website of the SEBI at www.sebi.gov.in, website of NSE Emerge at https://www.nseindia.com/companies-listing/corporate-filings-offer-documents#sme_offer and is available on the websites of the BRLM at www.hemsecurities.com. Any potential investors should note that investment in equity shares involves a high degree of risk and for details relating to the same, please refer to the Red Herring Prospectus including the section titled ***"Risk Factors"*** beginning on page 27 of the Red Herring Prospectus.

The Equity Shares have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the ***"Securities Act"***) or any state securities laws in the United States, and unless so registered, and may not be issued or sold within the United States, except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the Securities Act and in accordance with any applicable U.S. State Securities laws. The Equity Shares are being issued and sold outside the United States in 'offshore transactions' in reliance on Regulation "S" under the Securities Act and the applicable laws of each jurisdiction where such issues and sales are made. There will be no public offering in the United States.

ইডেনে মেসি-ম্যাজিক!

ডিসেম্বরে ভারতের তিন শহরে ‘গোট’ সম্মানে ভূষিত হবেন বিশ্বজয়ী মহাতারকা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ক্রিকেটের নন্দনকাননেও এবার শোনা যাবে ক্ষ্মমেসি! মেসি!ক্ষ্ম ধ্বনি। ডিসেম্বরে ভারত সফরে আসছেন বিশ্বকাপজয়ী আর্জেন্টাইন কিংবদন্তি লিওনেল মেসি। কলকাতা, মুম্বই ও দিল্লির তিন ঐতিহাসিক ক্রিকেট স্টেডিয়াম;ইডেন গার্ডেন্স, ব্র্যাবোর্ন ও ফিরোজ শাহ কোটলায়; মেসির ঘিরে থাকছে চমকপ্রদ কর্মসূচি।

২০১১-র যুবভারতী সফরের পর এটাই তাঁর দ্বিতীয় কলকাতা আগমন। তবে এবার ম্যাচ নয়, থাকছে ‘দ্য গোট কনসার্ট’ ও ‘দ্য গোট কাপ’। সেভেন-আ-সাইড ম্যাচে অংশ নেবেন বলিউড, খেলাজগত ও বিনোদন দুনিয়ার তারকারা। দুটি টিমের হয়ে টাইব্রেকারে একটি করে কিক নেবেন মেসি নিজেও! প্রতি শহরে ৭৫ মিনিট করে থাকবেন তিনি। কনসার্টে গাইবেন আন্তর্জাতিক শিল্পীরাও। ‘মিট অ্যান্ড গ্রিট’ সেশনে মেসিকে সংবর্ধনা জানাবেন মুখ্যমন্ত্রী ও বিশিষ্টজনেরা। পাশাপাশি ছোটদের সঙ্গে ফুটবল ক্লিনিকেও অংশ নিতে পারেন তিনি। বাঙালি স্পোর্টস প্রোমোটার শতদ্রু দত্তর উদ্যোগে বহু আগেই মায়ামিতে মেসির সম্মতি আদায় হয়েছিল।

এখন প্রস্তুতি চলছে জোরকদমে। গোটা দেশ অপেক্ষায় ফুটবল ঈশ্বরের সেই জাদুকরী উপস্থিতির।

হঠাৎ অসুস্থ সিএবি সভাপতি!

তাঁকে দেখতে বিকেলে হাসপাতালে ভাই সৌরভ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: সিএবি-র সভাপতি এবং প্রাক্তন ক্রিকেটার স্নেহাশিস গঙ্গোপাধ্যায় হঠাৎ অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। সোমবার রাত থেকে তিনি অসুস্থ বোধ করছিলেন, পরদিন সকালে পরিবারের সদস্যরা কোনও ঝুঁকি না নিয়ে তাঁকে কলকাতার এক বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করেন। বেশ কয়েকবার বমি করায় তাঁর শরীর দুর্বল হয়ে পড়ে, যা দেখে চিকিৎসকেরা অ্যাকিউট গ্যাস্ট্রোএন্টারাইটিস বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা করেছেন। বর্তমানে তিনি ডা. সপ্তর্ষি বসুর তত্ত্বাবধানে চিকিৎসাধীন। সূত্রের খবর, তাঁর শারীরিক অবস্থার উন্নতি হচ্ছে। স্নেহাশিস এক সময় বাংলার হয়ে রঞ্জি ট্রফি খেলেছেন। বাঁ-হাতি এই ব্যাটার দাদার মতো আন্তর্জাতিক মঞ্চে না পৌঁছালেও ঘরোয়া ক্রিকেটে যথেষ্ট পরিচিত নাম ছিলেন। ক্রিকেট থেকে অবসর নিয়ে প্রশাসনের দায়িত্বে এসে নতুন প্রতিভা তুলে আনতে উদ্যোগী হয়েছেন। তাঁর নেতৃত্বেই শুরু হয়েছে বেঙ্গল প্রিমিয়ার লিগ, যা থেকে উঠে আসা অনেক খেলোয়াড়ই আজ রঞ্জি দলে সাফল্য দিচ্ছেন। সাম্প্রতিক সময়ে ওড়িশার পুরীতে ছুটি কাটাতে গিয়ে সস্ত্রীক স্পিড বোট দুর্ঘটনার কবলে পড়েন

তিনি। প্রবল ঢেউয়ে বোট উল্টে গেলে তাঁরা দু’জনেই প্রায় ভেসে যাচ্ছিলেন। পরে স্থানীয় প্রশাসন ও নুলিয়াদের তৎপরতায় তাঁদের উদ্ধার করা হয়। এই ঘটনার রেশ কাটতে না কাটতেই তাঁর হঠাৎ অসুস্থতা সকলকে চিন্তায় ফেলেছে। বিকেলে ভাই সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় হাসপাতালে গিয়ে তাঁকে দেখে আসলেন। ইডেনে পুরোদম বেঙ্গল প্রো টি-টোয়েন্টি লিগ চলছে। সেই নিয়ে ব্যস্ততা তুঙ্গে সিএবি সভাপতির। সোমবার রাতেও সেই কাজে ব্যস্ত ছিলেন স্নেহাশিস। আচমকা তিনি অসুস্থ হয়ে পড়ায় সিএবি-ও চিন্তায় পড়তে পারে।

বাংলার টি-টোয়েন্টি লিগে একের পর এক চমক! এবার সেমিফাইনালে আসছেন সইফ কন্যা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ২০২৪ সালে শুরু হওয়া সিএবি পরিচালিত বেঙ্গল প্রো টি-টোয়েন্টি লিগ ধীরে ধীরে পরিণত হয়েছে বাংলার ক্রিকেটের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ও আকর্ষণীয় টুর্নামেন্টে। এই লিগ শুধু প্রতিযোগিতামূলক ক্রিকেটেরই মঞ্চ নয়, বরং তরুণ প্রতিভাদের উঠে আসার এক বড় সুযোগ। এবছর এই জনপ্রিয় টুর্নামেন্টের দ্বিতীয় সংস্করণে আরও বেশি চমক এবং জাঁকজমক যোগ হয়েছে। এই বছরের আসর শুরু হয়েছে কলকাতার ঐতিহ্যবাহী ইডেন গার্ডেন্সে এক বর্ণাঢ্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে, যেখানে বলিউডের জনপ্রিয় গায়িকা সুনিধি চৌহান তার গানে মঞ্চ মাতান। শুধু ক্রিকেট নয়, বিনোদন এবং তারকাদের উপস্থিতিও এবার এই লিগে দর্শকদের আকর্ষণের অন্যতম কেন্দ্রবিন্দু। ২৩ জুন ইডেনে মাঠে বসেই ম্যাচ দেখতে আসছেন দেশের অন্যতম টেনিস তারকা, গ্র্যান্ডস্ল্যামজয়ী মহেশ ভূপতি। অন্যদিকে, ২৬ জুনের সেমিফাইনালে ইডেনে হাজির থাকবেন বলিউডের জনপ্রিয় তারকা জুটি সারা আলি খান এবং আদিত্য রায় কাপুর। শুধু উপস্থিতিই নয়, তাঁরা সেদিন সেমিফাইনাল ম্যাচের টস ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানেও অংশ নেবেন। ফলে ক্রিকেটপ্রেমীদের পাশাপাশি সাধারণ দর্শকদের মধ্যেও বাড়ছে আগ্রহ। এই তারকা উপস্থিতি এখানেই শেষ নয়। ২৮ জুন অনুষ্ঠিত হতে চলা ফাইনাল ম্যাচে থাকছে আরও বড় চমক। সিএবি সূত্রে জানা গিয়েছে, ফাইনালের দিন ভারতের প্রাক্তন তারকা ক্রিকেটার যুবরাজ সিং কিংবা বর্তমানে জাতীয় দলে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ব্যাটার সূর্য কুমার যাদবকে অতিথি হিসেবে আনার পরিকল্পনা রয়েছে। সব মিলিয়ে, এবারের বেঙ্গল প্রো টি-২০ লিগ শুধুমাত্র খেলাধুলার সীমায় আবদ্ধ নয়, বরং হয়ে উঠেছে একটি পূর্ণাঙ্গ স্পোর্টস এন্টারটেইনমেন্ট উৎসব। বাংলার ক্রিকেটের নতুন প্রজন্মের জন্য যেমন এটি বড় সুযোগ, তেমনি সাধারণ দর্শকদের জন্য এক অনন্য অভিজ্ঞতা। তবে এদিকে ইডেনে গতকালের প্রথম ম্যাচ ছিল শিলিগুড়ি ও মালদার মধ্যে যেটি বৃষ্টির কারণে বাতিল হয়ে যায়।

বিগ ব্যাশ লিগে নাম নথিভুক্ত করলেন ভারতের প্রাক্তন পেসার সিদ্ধার্থ কৌল

নিজস্ব প্রতিবেদন, মেলবোর্ন: প্রাক্তন ভারতীয় পেসার সিদ্ধার্থ কৌল পুরুষদের বিগ ব্যাশ লিগ (বিবিএল) ড্রাফটের জন্য নিবন্ধন করেছেন। মঙ্গলবার ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া একথা জানিয়েছে ।

গত নভেম্বরে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসর নেওয়ার আগে ভারতের হয়ে ৩টি ওয়ানডে এবং ৩টি টি-২০ খেলা কৌলই একমাত্র ভারতীয় পুরুষ খেলোয়াড় যিনি বিগত বৃহস্পতিবার অনুষ্ঠিত হতে যাওয়া বিবিএল ড্রাফটের জন্য নিজেকে নিবন্ধন করেছেন।

ইংল্যান্ডের কিংবদন্তি ফাস্ট বোলার জেমস অ্যান্ডারসন বিশ্বের ৬০০ জনেরও বেশি খেলোয়াড়ের মধ্যে রয়েছেন যারা এই লিগে নিজেদের নাম নিবন্ধন করেছেন। যদি তাঁকে নির্বাচিত করা হয়, তাহলে ৪৩ বছর বয়সী অ্যান্ডারসন লিগের সবচেয়ে বয়স্ক খেলোয়াড় হবেন।

‘দ্য ফ্লাইং শিখ’-এর আজ প্রয়াণ দিবস

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: মিলখা সিং। একজন ভারতীয় ট্র্যাক-এন্ড-ফিল্ড অ্যাথলিট। সিং-এর উপাধি ক্ষ্মদ্য ফ্লাইং শিখ এসেছে ১৯৬০ সালে পাকিস্তানের চ্যাম্পিয়ন অ্যাথলিট আব্দুল খালিককে পরাজিত করার সময় পাকিস্তানের রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ আইয়ুব খানের কাছ থেকে। খান বলেছিলেন, ক্ষ্মতুমি পাকিস্তানে দৌড়াওনি, তুমি উড়ে এসেছো। আমরা তোমাকে ফ্লাইং শিখ উপাধি দিতে চাই।

১৯৫৮ সালের এশিয়ান গেমসে মিলখা ২০০ মিটার এবং ৪০০ মিটার উভয় দৌড়েই জয়লাভ করেন। তিনি ৪৭ সেকেন্ড সময় নিয়ে এশিয়ান গেমসে ৪০০ মিটার দৌড়ে রেকর্ডও স্থাপন করেন। সেই বছর তিনি কমনওয়েলথ গেমসে ৪০০ মিটারে স্বর্ণপদক জেতেন, যা ছিল স্বাধীন ভারতের কমনওয়েলথ গেমসে প্রথম অ্যাথলেটিক্স স্বর্ণপদক।

১৯৬০ সালের রোমে অনুষ্ঠিত অলিম্পিক গেমসে ৪০০ মিটারে তিনি অল্পের জন্য ব্রোঞ্জ পদক হারান, ফটো ফিনিশে তৃতীয় স্থান অর্জন করতে ব্যর্থ হন, কিন্তু ৪৫.৭৩ সেকেন্ডের তার সময় ভারতের জাতীয় রেকর্ডে পরিণত হয় যা ৪০ বছর ধরে অটুট ছিল। এছাড়া মিলখা সিং ১৯৬২ সালের এশিয়ান গেমসে তার ৪০০ মিটারে স্বর্ণ ধরে রেখেছিলেন এবং ভারতের ৪শ্র৪০০ মিটার রিলে দলের অংশ হিসেবে আরও একটি স্বর্ণপদক জিতেছিলেন।

১৯৬৪ সালের টোকিও অলিম্পিকে মিলখা সিং জাতীয় ৪অ৪০০ মিটার রিলে দলের অংশ হিসেবে অংশ নিয়েছিলেন, কিন্তু তার দল প্রাথমিক পর্বে বাদ পড়ে যায়। এই অলিম্পিক ছিল তার শেষ অলিম্পিক।

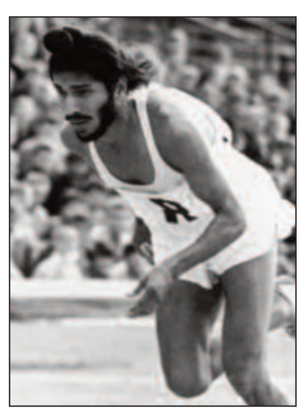

১৯৫৯ সালে মিলখা সিং ভারতের সর্বোচ্চ বেসামরিক সম্মাননা পদ্মশ্রীতে ভূষিত হন। অবসর গ্রহণের পর তিনি পাঞ্জাব রাজ্য সরকারের ক্রীড়া পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। মিলখা সিং-এর আত্মজীবনী, ‘দ্য রেস অফ মাই লাইফ’ প্রকাশিত হয় এবং ২০১৩ সালে হিন্দি ভাষার চলচ্চিত্র, ভাগ মিলখা ভাগ (রান মিলখা রান) রূপে রূপান্তরিত হয়। তাঁর এই বায়োপিকের স্বত্বের জন্য ভারতীয় চলচ্চিত্র পরিচালক রাকেশ ওমপ্রকাশ মেহরার কাছ থেকে তিনি মাত্র এক টাকা গ্রহণ করেছিলেন। দুর্ভাগ্য, তাঁর আত্মজীবনী এবং সিনেমাটির প্রকাশের এক দশকেরও কম সময়ের মধ্যে কোভিড-১৯-এ আক্রান্ত হয়ে ১৮ জুন, ২০২১, চন্ডিগড়ে ৯১ বছর বয়সে তিনি মারা যান। ৭৭টি আন্তর্জাতিক দৌড় প্রতিযোগিতায় জয়ের মাধ্যমে, মিলখা সিং ভারতীয় এবং বিশ্ব অ্যাথলেটিক্সে এক অমোচনীয় চিহ্ন রেখে গেছেন।

পরিশ্রমই অনুপ্রেরণা জোগায় রিম্পাকে, ছাত্রীকে সার্টিফিকেট কোচ সুজাতা করের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: আগামী ২৩ জুন থেকে থাইল্যান্ডে নামছে ভারতীয় মহিলা ফুটবল দল।*এএফসি মহিলা এশিয়ান কাপ অস্ট্রেলিয়া ২০২৬-এর বাছাইপর্বের লড়াই। হেড কোচ ক্রিস্পিন ছেত্রী জাতীয় শিবিরের জন্য ২৪ সদস্যের দল বাছাই করেছেন। এর মধ্যে থেকে চূড়ান্ত ২৩ জনের দল থাইল্যান্ডে খেলতে যাবে। দলে বাংলা থেকে সুযোগ পেয়েছেন রিম্পা হালদার। শ্রীভূমি দলের আর এক ফুটবলার মোনালিসা দেবীও স্যুোগ পেয়েছেন জাতীয় দলে।

এই বছর শ্রীভূমি এফসি আইডব্লিউএলে ভালো ফল করেছে। দলের গুরুত্বপূর্ণ সদস্য ছিল রিম্পা হালদার। এর আগে শ্রীভূমির হয়ে আইডব্লিউএল ২ -এ চার ম্যাচে পাঁচটি গোল করেন। সেখান থেকেই সাফ চ্যাম্পিয়নশিপের দলে ডাক আসে রিম্পার। শ্রীভূমির কোচ সুজাতা করও রিম্পার মতো ছাত্রীর প্রশংসা করেন। কোচ সুজাতা কর বলেন, রিম্পা খুব ভালো মেয়ে, যা বলি কথা শোনে। ওর পরিশ্রমের জন্যই আজ এই জায়গায় পৌঁছেছে। আশা করি ভালো করবে।

এক সময় সাফ মহিলা চ্যাম্পিয়নশিপে অনূর্ধ্ব-১৯ ভারতীয় দলে জায়গা না পেয়ে ভেঙে পড়েছিলেন ১৭ বছর বয়সী রিম্পা। মাথায় এসেছিল ফুটবল ছেড়ে দেওয়ার কথাও। পলাশীপাড়া হাঁসপুকুরিয়া গ্রামে দিনমজুরের কাজ করেন রিম্পার বাবা, মা দুজনেই। আট বছর বয়সে হাঁসপুকুরিয়া স্পোর্টিং ইউনিয়নে কোচ অভীক বিশ্বাসের কাছেই ফুটবলে হাতেখড়ি রিম্পার। তার আগে অ্যাথলেটিক্সে অংশগ্রহণ করতেন তিনি। ২০১৯ সালে কন্যাশ্রী ক্লাবে কলকাতা পুলিশ ক্লাবে খেলেন। সেখান থেকে সুযোগ পান বড় দল ইস্টবেঙ্গলে খেলার। গত বছরেই সাফ মহিলা চ্যাম্পিয়নশিপে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে সিনিয়র দলে অভিষেক হয় রিম্পার। ম্যাচের ৫২ মিনিটে পরিবর্ত হিসেবে নেমে বাংলাদেশ ডিফেন্সকে মুশকিলে ফেলছিলেন রিম্পা। এইবারও জাতীয় দলে স্যুোগ পেয়ে আত্মবিশ্বাসী রিম্পা। তিনি বলেন, নিজের সেরাটাই দেওয়ার চেষ্টা করব। দল হিসেবে খেলে সাফল্য পাওয়াই লক্ষ্য। আশা করি আগামী বছরগুলিতেও ভারতের প্রতিনিধিত্ব করতে পারব, যা আমার স্বপ্ন।

এএফসি মহিলা এশিয়ান কাপের বাছাই পর্বে ভারত গ্রুপ বি’তে রয়েছে। প্রতিপক্ষ রয়েছে মঙ্গোলিয়া, তিমোর লেস্টে, ইরাক এবং থাইল্যান্ড।* চিয়াং মাই শহরের ‘৭০০ তম বার্ষিকী স্টেডিয়াম’ -এ ম্যাচগুলি অনুষ্ঠিত হবে। এখান থেকে গ্রুপ বিজয়ীরা মূল টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণ করতে পারবে। একইসঙ্গে এই প্রতিযোগিতা ২০২৭ সালের ব্রাজিল মহিলা বিশ্বকাপের বাছাই পর্ব হিসেবেও কাজ করবে। বেঙ্গালুরুর পাড়ুকোন-দ্রাবিড় সেন্টার ফর স্পোর্টস এক্সেলেন্সে ভারতীয় দল প্রশিক্ষণ শিবির করবে। সদ্য ভারতীয় মহিলা দল দুটি প্রস্তুতি ম্যাচ খেলে উজবেকিস্তানের বিপক্ষে। সেই দুটি ম্যাচই হারে ভারত। তবে ৪০ দিনের বেশি প্রস্তুতি পেয়ে দল নিয়ে সন্তুষ্ট কোচ ক্রিস্পিন।

২৪ সদস্যের ভারতীয় দল গোলকিপার- পন্থোই চানু, মোনালিসা দেবী, পায়েল বাসুডে

ডিফেন্ডার- শিল্কি দেবী, কিরণ পিসদা, মার্টিনা, সুইটি দেবী, নির্মলা দেবী, পূর্ণিমা কুমারী, সঞ্জু, রঞ্জনা চানু।

মিডফিল্ডার- অঞ্জু তামাং, গ্রেস, কার্তিকা, রতনবালা দেবী, প্রিয়দর্শিনী, সঙ্গীতা বাসফোর।

ফরোয়ার্ড- কম সের্তো, মালবিকা পি, মনীষা কল্যাণ, মনীষা নায়েক, পেয়ারি, রিম্পা হালদার, সৌমিয়া গুগোলথ।

ভিনিসিয়াসের সঙ্গে বর্ণবাদী আচরণের দায়ে চারজনের সাজা

নিজস্ব প্রতিবেদন, বার্সিলোনা: আড়াই বছর আগে রিয়াল মাদ্রিদ ফরোয়ার্ড ভিনিসিয়াস জুনিয়রের প্রতিমূর্তি ঝুলানোয় বর্ণ ও জাতিগত বিদ্বেষমূলক অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হয়েছেন চার জন। তাদের ১৪ থেকে ২২ মাসের কারাদণ্ড দিয়েছে মাদ্রিদের আদালত।

২০২৩ সালের জানুয়ারি। কোপা দেল রেতে আতলেতিকো মাদ্রিদ ও রিয়াল মাদ্রিদ ম্যাচের আগের ঘটনা।

লা লিগা বিবৃতিতে বলেছে, রায়ে একজনকে বিদ্বেষমূলক অপরাধের জন্য ১৫ মাসের কারাদণ্ড এবং অনলাইনে এই কাজের ছবি ছড়িয়ে হুমকি দেওয়ার জন্য সাত মাসের কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে অন্য তিনজনকে।

এছাড়া প্রথম আসামীকে এক হাজার ৮৪ ইউরো এবং অন্য তিনজনকে ৭২০ ইউরো জরিমানাও করা হয়েছে। এছাড়া তারা ভিনিসিউস জুনিয়রের ১০০০ মিটারের মধ্যে আসতে পারবে না।

দোষীরা ভিনিসিউস, রিয়মাদ্রিদ, লা লিগা এবং স্প্যানিশ ফুটবল ফেডারেশনের (আরএফইএফ) কাছে ক্ষমা চেয়ে চিঠি দিয়েছে।

কোর্টের রায়ে স্বস্তিতে ইন্টার কাশী

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কোর্টের রায়ে স্বস্তিতে আইলিগের দল ইন্টার কাশী। এর আগে ফেডারেশনের রায়ে ইন্টার কাশীর তিন পয়েন্ট কেটে নেওয়া হয়েছিল। তবে মঙ্গলবার কোর্ট অফ আরবিট্রেশন ফর স্পোর্টের রায়ে তিন পয়েন্ট ফিরে পেল। ফেডারেশনের রায় বাতিল হয়েছে কোর্ট অফ আরবিট্রেশন ফর স্পোর্টে।

চলতি বছরের জানুয়ারি মাসে আইলিগ ২০২৪-২৫ মরশুমের ৪৫ তম ম্যাচে মুখোমুখি হয়েছিল নামধারী এফসি ও ইন্টার কাশী। সেই ম্যাচ ০-২ গোলে হেরেছিল ইন্টার কাশী। সেই ম্যাচে নামধারী এফসি ‘অবৈধ খেলোয়াড়’ নামিয়েছিল বলে অভিযোগ করে ইন্টার কাশী। সেই নিয়ে খতিয়ে দেখে ফেডারেশনের শৃঙ্খলারক্ষা কমিটি। সেই ম্যাচে ইন্টার তিন পয়েন্ট ও তিন গোল পেলে এআইএফএফ-এর আপিল কমিটিতে গিয়েছিল নামধারী। আপিল কমিটি শৃঙ্খলারক্ষা কমিটির সিদ্ধান্তে স্থগিতাদেশ দিলে ক্রীড়া আদালতের দ্বারস্থ হয় কাশী। সমস্যার এখানেই শেষ নয়। ইন্টার কাশীর বিরুদ্ধে এখনও অভিযোগ রয়েছে। মারিও বার্কো নামে এক বিদেশি ফুটবলারকে রি-রেজিস্ট্রার করিয়েছিল ইন্টার কাশী। চার্চিল ব্রাদার্স, নামধারী, রিয়াল কাশ্মীর তিন ক্লাবই ইন্টার কাশীর বিরুদ্ধে নিয়মভঙ্গের অভিযোগ তুলেছিল। এখনও এই মামলার শুনানি বাকি। তাই এখনই আইলিগ চ্যাম্পিয়ন কে বলা যাচ্ছে না।

আলমেয়দা এখন সেভিয়ার কোচ

নিজস্ব প্রতিবেদন, সেভিয়া: সেভিয়ার সুদিন ফেরাতে দায়িত্ব নিলেন ১৯৯৮ ও ২০০২ বিশ্বকাপ জয়ী আর্জেন্টিনার মিডফিল্ডার মাতিয়াস আলমেয়দা।

গত মরসুমে কোনওরকমে অবনমন এড়ানো সেভিয়া নতুন মরসুমের অভিযান শুরু করতে চায় মাতিয়াস আলমেয়দার ওপর ভরসা করেই। একসময় এই ক্লাবের হয়েই খেলেছেন এই আর্জেন্টাইন ফুটবলার।

৩ বছরের চুক্তিতে স্প্যানিশ ক্লাবটির কোচের দায়িত্ব নিচ্ছেন আলমেয়দা। এই আর্জেন্টাইন মিডফিল্ডার সবশেষ এ.ই.কে. এথেন্সের দায়িত্বে ছিলেন। তিনি কোচিং কেরিয়ার শুরু করেন রিভারপ্লেটের হয়েই।

খেলোয়াড়ি জীবনে সেভিয়ার হয়েই ইউরোপিয়ান ফুটবলে পা রাখা আলমেয়দা খেলেছেন নিজ দেশের ক্লাব রিভারপ্লেটে, ৫ বছর। ১৯৯৬ সালে নাম লেখান সেভিয়ায়। এরপর লাৎসিও, পার্মা, ইন্টার মিলান হয়ে আরও কয়েকটি ক্লাবে খেলে রিভার প্লেটে ২০১১ সালে ফিরে ইতি টানেন খেলোয়াড়ি জীবনের।

বৈভবের পর, দুরন্ত পারফরম্যান্স তাঁর বন্ধুরও

নিজস্ব প্রতিবেদন: বৈভবের মতোই ক্রিকেট ব্যাট হাতে ট্রিপল সেঞ্চুরি করল মজফফর জেলার ১৩ বছরের ক্রিকেটের আয়ান রাজ। আয়ান সম্প্রতি মজফফর জেলার হয়ে ৩০ ওভারের একটি প্রীতি ম্যাচে অংশ নিয়েছিল সংস্কৃতি ক্রিকেট অ্যাকাডেমির হয়ে। সেই ম্যাচেই দলের হয়ে আয়ান মাত্র ১৩৪ বল খেলে ৩২৭ রানে অপরাজিত থাকে। তার ইনিংস সাজানো ছিল ২২টি ছয় ও ৪১টি চারের সাহায্যে। গড় ২২.৮৯। ম্যাচ শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে আয়ান জানায়, ‘বৈভব ভাইয়ের সঙ্গে যখনই কথা বলি, তখনই খুব ভাল লাগে। আমরা দুজনেই ছোটবেলায় একসঙ্গে খেলেছি। বর্তমানে বৈভব ভাই ধীরে ধীরে নিজেকে আরও পরিণত করে, বর্তমানে দেশের হয়ে খেলছে। আমার আশা আমিও বৈভব ভাইয়ের মতোই নিজের স্বপ্ন পূরণ করে একদিন দেশের জার্সিতে খেলতে পারব।’

বৈভব বাঁ হাতি ব্যাটার হলেও আয়ান ব্যাট করেন ডান হাতে। তবে তাঁদের মধ্যে একটা জায়গায় দারুণ মিল রয়েছে। সেটি হল, বৈভবও তাঁর ক্রিকেট জীবনের প্রথম পাঠ নিয়েছিলেন তাঁর বাবার হাত ধরে, আয়ান-ও তাই। আয়ানে বাবা নিজেও একজন ক্রিকেটার হিসেবে জাতীয় দলের জার্সি গায়ে চড়ানোর স্বপ্ন দেখতেন। কিন্তু তাঁর সেই স্বপ্ন পূরণ না হওয়ায় এখন ছেলের মাধ্যমেই নিজের স্বপ্ন পূরণের স্বাদ পেতে চান তিনি।

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**